Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 28-04-2026 02:58 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১৪ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ২৮ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৭০ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

চার মে-র পর বিজেপি সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে বঙ্গে আসছি ঃ মোদী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ‘যা দেখলাম, ৪ মে-র পরে বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে এই রাজ্যে আমাকে আসতেই হচ্ছে’! সোমবার ব্যারাকপুরের সভা থেকে এভাবেই সরাসরি রাজ্যের শাসনক্ষমতা দখলের আগাম বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার বঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোট। তার আগে প্রচারের শেষ লগ্নে শিল্পাঞ্চলে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, ভারতের ‘ভাগ্যোদয়’ তখনই সম্ভব যখন ‘পূর্বোদয়’ সফল হবে। মোদীর কথায়, ‘অঙ্গ, কলিঙ্গে কমল ফুটেছে। এখন বাংলার পালা।’ শিল্পাঞ্চলের রুগ্ন দশা এবং পাটকল শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, এক সময়ের কর্মচঞ্চল ব্যারাকপুর এখন কারখানার বদলে বোমার শব্দে কাঁপে। মোদীর তোপ, ‘অকল্যান্ড পাটকলে কী হল সবাই দেখেছে। গত কয়েক মাসে এক ডজন পাটকল বন্ধ হয়েছে।’ তিনি স্পষ্ট জানান, কর্মসংস্থান না থাকায় যুবসমাজ বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে, আর বৃদ্ধরা বাড়িতে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন। এর দাওয়াই হিসেবে ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকারের দাওয়াই দিয়েছেন তিনি। আশ্বাস দিয়েছেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে সরকারি নিয়োগ হবে সময় মেনে এবং সরকারি কর্মীরা পাবেন ‘সপ্তম পে কমিশন’-এর সুবিধা। নির্বাচনী প্রচারের এই মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী বাংলার আবেগ ও আধ্যাত্মিক যোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ‘আমার আধ্যাত্মিক মননের কেন্দ্র হল বাংলা।’ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর দাবি, ৩৭০ ধারা রদ করে একটি সঙ্কল্প পূরণ হয়েছে, এবার বাংলার সমৃদ্ধি ও শরণার্থী সমস্যার সমাধানই বিজেপির মূল লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষে ‘সুজলং, সুফলং’-কে নীতি এবং ‘শস্য শ্যামলং’-কে রোজগারের পথ করার অঙ্গীকার করেন তিনি। মোদীর প্রতিশ্রুতি, ‘দুর্গার শক্তিকে সুরক্ষার গ্যারান্টি করব।’ তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ওদের কাছে বাংলার ভবিষ্যতের কোনও রূপরেখা নেই।’ শাসকদলের বিরুদ্ধে চাল চুরি এবং সিন্ডিকেট রাজ চালানোর অভিযোগ আনেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন, ‘যারা কাজের রিপোর্ট কার্ড দিতে পারে না, তাঁদের কি ফের সুযোগ দেওয়া উচিত?’ তাঁর দাবি, তৃণমূল মা-মাটি-মানুষের কথা ভুলে গিয়ে শুধু গালিগালাজ আর হুমকির রাজনীতি করছে। মহিলাদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে গর্ভবতীদের ২১ হাজার টাকা দেওয়া হবে এবং মেয়েদের স্বনির্ভর করতে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ মিলবে। শহরের উন্নয়নের প্রসঙ্গে মোদী কলকাতাকে ‘সিটি অফ ফিউচার’ করার স্বপ্ন দেখান। অনুপ্রবেশ ইস্যু উসকে দিয়ে তাঁর হুঙ্কার, ‘কোনো ভারতীয় নাগরিকের সমস্যা হবে না, কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের ছাড়া হবে না।’ মতুয়া ও নমশূদ্রদের নাগরিকত্ব দেওয়ার গ্যারান্টিও দেন তিনি। মেট্রো রেলের বিস্তার ও বৈদ্যুতিন বাসের নেটওয়ার্ক তৈরির পাশাপাশি প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই রাজ্যে ‘আয়ুষ্মান ভারত’ চালুর কথা ঘোষণা করেন মোদী। ব্যারাকপুরের শিল্পাঞ্চল এক সময় সারা ভারতের অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড ছিল। আজ সেই এলাকা কেন পিছিয়ে পড়ল, সেই প্রশ্ন তুলে তৃণমূলের ‘জঙ্গলরাজ’কে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন মোদী। তিনি বলেন, ‘আপনাদের রোজগার বন্ধ হচ্ছে। গুন্ডাদের রোজগারের জায়গা, বোমার কারখানা ফুলেফেঁপে উঠছে।’ মোদীর অভিযোগ, বর্তমানে তৃণমূলের সিন্ডিকেট এতটাই প্রবল যে নিজের বাড়ি বা দোকান নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলেও তাদের অনুমতি নিতে হয়। এই সিন্ডিকেটরাজ হঠাতে বাংলার মানুষের সাহায্য চেয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই শিল্পাঞ্চলকে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র অন্যতম বড় হাবে পরিণত করা হবে। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়ে প্রধানমন্ত্রী বাংলার শিক্ষিত বেকারদের উদ্দেশ্যে বড় বার্তা দিয়েছেন। তিনি গ্যারান্টি দিয়ে বলেন, বিজেপি সরকার গঠনের পর সরকারি নিয়োগে স্বচ্ছতা আসবে এবং শূন্যপদগুলো দ্রুত পূরণ করা হবে। সরকারি কর্মীদের ভয়মুক্ত করার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূলের ভীতি কাটিয়ে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। পাশাপাশি সৃজনশীল অর্থনীতির প্রসারে স্কুলে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব তৈরি এবং আর্ট ও গেমিং ক্ষেত্রে নতুন মঞ্চ গড়ার রূপরেখাও পেশ করেন তিনি। গ্রামীণ মানুষের জন্য ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি ও কারিগরদের আয় বৃদ্ধিতে পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার সুফলের কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী। নারীশক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে মোদী বলেন, ‘অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের নারীশক্তি ভরসা করে বিজেপি-তে।’ তিনি অভিযোগ করেন, গত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকার মেয়েদের সুরক্ষার জন্য কিছুই করেনি। উল্টে সন্দেশখালি বা অন্যান্য জায়গায় মহিলাদের ওপর হওয়া অন্যায়ের বিচার বিজেপিই করবে বলে দাবি করেন তিনি। ‘সব ফাইল খুলব’; এই হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, তৃণমূলের আমলে হওয়া সব অপকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। পাকা ঘর, কলেজে ভর্তির টাকা এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজকে তিনি তাঁর ‘মোদীর গ্যারান্টি’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সবশেষে নেতাজির সেই বিখ্যাত আহ্বানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মোদী বলেন, ‘নেতাজি বলেন, রক্ত দাও, স্বাধীনতা দেব। আপনারা ৭০ বছর কংগ্রেস, বাম, তৃণমূলকে দিয়েছেন। একটা সুযোগ বিজেপি-কে দিন।’ তিনি মানুষকে আহ্বান জানান যেন ভোট দেওয়ার সময় তাঁরা সিন্ডিকেটের গুন্ডাদের ভয় না পান। তৃণমূলের পরিবারবাদ ও তোষণের রাজনীতি থেকে বাংলাকে মুক্ত করে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকার করেন তিনি। কলকাতার পরিচয় বদলে দেওয়া অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে এবং ‘মেট্রো’র দ্রুত প্রসারের স্বার্থে পদ্ম চিহ্নে ভোট দিতে বুথ পর্যায়ের কর্মীদের উৎসাহ জোগান প্রধানমন্ত্রী। মোদীর স্পষ্ট বার্তা, এই লড়াই বাংলার নব নির্মাণের লড়াই। ফাইল ফটো।

রাজ্যের ডিজি-র চাকরির মেয়াদ বাড়াল শাহের মন্ত্রক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ অবসর নেওয়ার কথা ছিল আগামী ৩০ এপ্রিল। কিন্তু তার আগেই নবান্নে এসে পৌঁছল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চিঠি। রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) সিদ্ধনাথ গুপ্তের চাকরির মেয়াদ আরও ছ'মাস বাড়িয়ে দিল অমিত শাহের মন্ত্রক। দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক প্রাক্কালে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালার কাছে পাঠানো চিঠিতে কেন্দ্র জানিয়েছে, জনস্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৯৫৮ সালের অল ইন্ডিয়া সার্ভিস (ডেথ কাম রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস) আইন মেনে ১৯৯২ ব্যাচের এই আইপিএস অফিসারের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে সায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি। ফলে আগামী অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদেই থাকছেন সিদ্ধনাথ। নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করার পরেই রাজ্য পুলিশে রদবদলের হিড়িক পড়েছিল। তৎকালীন ডিজিপি পীযূষ পাণ্ডেকে সরিয়ে কমিশন দায়িত্ব দিয়েছিল সিদ্ধনাথ গুপ্তকে। শুধু ডিজিপি নন, কলকাতা পুলিশের কমিশনার থেকে শুরু করে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এবং ডিজি (কারা) পদেও আনা হয়েছিল নতুন মুখ। এমনকি মুখ্যসচিব পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নতুন মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালা এবং স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষের অধীনেই এখন কাজ করছে রাজ্যের প্রশাসনিক যন্ত্র। কমিশনের কড়া নজরদারিতে গত ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ১৫২টি আসনে ভোটদানের হার ৯৩ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তি হলেও বড় কোনও অঘটন ঘটেনি। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার অগ্রবাল জানিয়েছেন, ‘ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও গন্ডগোলের অভিযোগ নেই। সর্বত্র সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ছিল। আগে ওই সমস্ত কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যেও অশান্তি হত। বুথের বাইরে কয়েকটি অশান্তির অভিযোগ এসেছে। তবে কোথাও কোনও মৃত্যুর খবর নেই।’ প্রথম দফায় কোনও বুথেই পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। তার ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগেই কেন্দ্রের এই বিজ্ঞপ্তি রাজ্যের পুলিশ মহলে বাড়তি তৎপরতা তৈরি করল। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করতেই সিদ্ধনাথের ওপর আস্থা বজায় রাখল দিল্লি, এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সব মিলিয়ে ভোটের বাংলায় পুলিশি রদবদলের আবহে সিদ্ধনাথের মেয়াদ বৃদ্ধি এক নতুন সমীকরণ তৈরি করল।

প্রচারের শেষলগ্নে জনজোয়ার মমতার মিছিলে, সঙ্গী তেজস্বী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ কলকাতার রাজপথে জনজোয়ার নামিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের যবনিকা টানলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে যাদবপুরের সুকান্ত সেতু থেকে শুরু হওয়া এই মহামিছিলে আক্ষরিক অর্থেই জনসুনামি আছড়ে পড়ল। বুধবার বঙ্গে দ্বিতীয় দফার হাই-ভোল্টেজ ভোট। তার ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে শহরের পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র ছুঁয়ে নিজের খাসতালুক ভবানীপুরে বিজয়োৎসবের মেজাজে প্রচার শেষ করলেন তিনি। মিছিলের শেষভাগে বিহারের আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের উপস্থিতি এদিনের কর্মসূচিতে বিশেষ রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করেছে। এদিন বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ সুকান্ত সেতু থেকে মিছিলের সূচনা হয়। নেত্রীর পাশে ছিলেন অরূপ বিশ্বাস, দেবব্রত মজুমদার, দেবাশিস কুমার, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং জাভেদ খানের মতো হেভিওয়েট প্রার্থীরা। পাঁচ বিধানসভা কেন্দ্র; যাদবপুর, কসবা, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ ও ভবানীপুরের ওপর দিয়ে যাওয়া এই মিছিলে কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল রেকর্ড ছোঁয়া। তীব্র গরমকে উপেক্ষা করেই কাতারে কাতারে মানুষ শামিল হন মিছিলে। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়ানো মহিলাদের উলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। কোথাও আবার বাড়ির ছাদ বা বারান্দা থেকে তৃণমূল নেত্রীর উদ্দেশে ঝরে পড়ে অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি। শারীরিক ধকল সামলাতে এদিন বেশ কৌশলী ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সুকান্ত সেতু থেকে ঢাকুরিয়া ব্রিজ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ হেঁটে যাওয়ার পর তিনি আচমকাই একটি স্কুটিতে সওয়ার হন। স্কুটিতে চেপেই তিনি সরাসরি পৌঁছান গোলপার্ক এলাকায়। গোলপার্ক থেকে ফের শুরু হয় তাঁর দ্বিতীয় দফার পদযাত্রা। মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে দীর্ঘ পথ হেঁটে বালিগঞ্জে আসার পর, সেখান থেকে আরও একবার স্কুটিতে চড়ে রওনা দেন তিনি। তবে প্রচারের শেষভাগে হাজরা ক্রসিং থেকে গোপালনগর পর্যন্ত পুরো পথটাই টানা হেঁটে অতিক্রম করেন মমতা। রাস্তার দুধারে ভিড় করা মানুষের দিকে হাসিমুখে হাত নেড়ে অভিবাদন গ্রহণ করতে দেখা যায় তাঁকে। নিরাপত্তার কড়া ঘেরাটোপের মাঝেই তিনি বারবার সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ২০২৬ সালের এই বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রচারে বারবার ‘ইন্ডিয়া’ জোটের মেজাজ ধরা পড়েছে। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন থেকে শুরু করে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল; সকলেই তৃণমূলের হয়ে প্রচার অভিযানে ঝড় তুলেছেন। কিন্তু প্রচারের একেবারে শেষবেলায় তেজস্বী যাদবকে খোদ ভবানীপুরের মাটিতে নিয়ে আসা তৃণমূলের এক গভীর রাজনৈতিক চাল বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। দক্ষিণ কলকাতার হিন্দিভাষী ভোটারদের মন জয়ে তেজস্বীর জনপ্রিয়তা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। একইসঙ্গে আরজেডি ও তৃণমূলের সুদৃঢ় বন্ধুত্বের বার্তাও এই মহামিছিলের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেওয়া হল। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের ২৯৪টি কেন্দ্রেই কড়া নজর দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমদিকে জেলাগুলোতে এবং প্রথম দফার আসনগুলোতে জোর দিলেও প্রচারের অন্তিম লগ্নে নিজের দুর্গ রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। এর আগে ভবানীপুরের দেখভালের দায়িত্ব অরূপ বিশ্বাস বা ফিরহাদ হাকিমদের ওপর থাকলেও, সোমবারের রোড-শো প্রমাণ করল শেষ কথা বলবেন ঘরের মেয়েই। সুকান্ত সেতু থেকে গোপালনগর; মাইলের পর মাইল জুড়ে থাকা এই জনসমুদ্রই যেন বুঝিয়ে দিল শেষলগ্নের লড়াইয়ে এক চুলও জমি ছাড়তে রাজি নন মমতা। সব মিলিয়ে প্রচারের অন্তিম লগ্নে কলকাতায় আক্ষরিক অর্থেই ‘শো-স্টপার’ হয়ে রইলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের মিছিলে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ তৃণমূল শিবিরের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। দিনশেষে এই মেগা রোড-শো কলকাতার বুকে এক নয়া নজির সৃষ্টি করল।

বাংলাদেশের নতুন হাই কমিশনার ‘বাঙালি অন্তরের’ দীনেশ ত্রিবেদী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ জল্পনা ছিলই, সোমবার তাতে সিলমোহর দিল সাউথ ব্লক। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে ভারতের নতুন হাই কমিশনার নিযুক্ত হলেন দীনেশ ত্রিবেদী। বিদায়ী রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মার জায়গায় এবার দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার (রাষ্ট্রদূত) হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। শীঘ্রই তিনি দায়িত্বগ্রহণ করবেন।’ বাংলাদেশে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর দিল্লির এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত কৌশলী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন কূটনীতিকরা। অন্তর্বর্তী সরকার জমানায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের আকাশে যে কালো মেঘ জমেছিল, তা কাটাতে দীনেশের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি বড় হাতিয়ার হতে পারে। গুজরাতি পরিবারের সন্তান হলেও দীনেশ ত্রিবেদীর বেড়ে ওঠা এবং পড়াশোনা কলকাতায়। তিনি শুধু ঝরঝরে বাংলা বলেন তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল; বাঙালি সংস্কৃতি তাঁর মজ্জায়। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জটিল রসায়নে এই ‘সাংস্কৃতিক যোগ’ বড় অনুঘটক হতে চলেছে। বর্ণময় রাজনৈতিক কেরিয়ারে কংগ্রেস, জনতা দল ও তৃণমূল ঘুরে ২০২১ সালে বিজেপিতে যোগ দেন দীনেশ। ইউপিএ-২ জমানায় রেল ও স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতর সামলেছেন তিনি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রাক্তনী ও টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ দীনেশ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির নাড়ি চেনেন। ২০০৯ সালে ব্যারাকপুর থেকে লোকসভার সাংসদ হওয়ার পর দিল্লির অলিন্দেও তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তারেক জমানায় ঢাকার সঙ্গে সুসম্পর্ক পুনর্নির্মাণ করা এখন দিল্লির প্রধান লক্ষ্য। সে দেশ এখন এক নতুন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এমন পরিস্থিতিতে একজন দক্ষ রাজনীতিককে কূটনীতিকের ভূমিকায় পাঠিয়ে দিল্লি বুঝিয়ে দিল, ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ককে তারা কতটা অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তবে ঠিক কবে তিনি ওপার বাংলায় গিয়ে চার্জ নেবেন, সে বিষয়ে মন্ত্রক এখনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানায়নি। কূটনৈতিক মহলের মতে, দীনেশের নিয়োগে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জট দ্রুত কাটবে।

আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা নিয়ে এবার রাইসিনা হিলস থেকে পদ্মা পাড়ে পাড়ি দিচ্ছেন এই ‘বাঙালি অন্তরের’ পোড়খাওয়া রাজনীতিক। ফাইল ফটো।

প্রাক-নির্বাচনী হিংসায় জোড়া রিপোর্ট কমিশনে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের মুখে তপ্ত আরামবাগ। প্রচারের শেষলগ্নে হুগলির এই জনপদে দফায় দফায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় নড়েচড়ে বসল নির্বাচন কমিশন। পুলিশের পাশাপাশি জেলাশাসকের দপ্তর থেকেও এই হিংসার ঘটনায় জোড়া রিপোর্ট জমা পড়েছে কমিশনে। গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর এবার কড়া দাওয়াইয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ অগ্রবাল। সোমবার সন্ধ্যায় পুলিশি রিপোর্টের প্রাপ্তিস্বীকার করে সিইও জানান, ‘আরামবাগের ঘটনায় তিনটি বিষয় জানা যাচ্ছে। কোথাও দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলা হচ্ছে। জেলাশাসক এবং পুলিশের তরফে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। কমিশন সব রিপোর্ট এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে জানাতে পারবে।’ আধিকারিকের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় বাহিনীর অভাবের সুযোগ নিয়েই দুষ্কৃতীরা মাথাচাড়া দিয়েছে। তাঁর সাফ কথা, ‘রবিবার থেকে দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন শুরু হয়েছে। এর আগে কম বাহিনী ছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দুষ্কৃতীরা অশান্তি, ভয় দেখানোর মতো কাজ করেছে। সেগুলি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে নেই।’ অশান্তি রুখতে এদিন কড়া সুরে সিইও হুঁশিয়ারি দেন, ‘এ বার থেকে যে কোনও ধরনের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করা হবে।’ সোমবার সকালে গোঘাটে বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগারের গাড়িতে হামলার অভিযোগে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দ্রুত অভিযানে নেমে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বেলা গড়াতেই পাল্টা নিশানায় আসেন তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ। তাঁর গাড়িতে হামলার ঘটনায় নাম জড়িয়েছে বিজেপির। জখম সাংসদকে হাসপাতালে দেখতে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় খানের নেতৃত্বে তাঁদের ২০ জন কর্মীকে জখম করা হয়েছে। অশান্তি রুখতে পুলিশি টহলদারি চললেও আরামবাগ ঘিরে উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে।

মমতার খাসতালুক এড়িয়েই প্রচার শেষ মোদীর, কটাক্ষ শাসকদলের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ প্রচারের শেষ লগ্নে নবান্ন দখলের লড়াইয়ে বিজেপির তুরুপের তাস হয়ে থাকল ব্যারাকপুর। জল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক দক্ষিণ কলকাতায় পা রাখলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভবানীপুর বা রাসবিহারীতে তাঁকে দিয়ে রোডশো করানোর পরিকল্পনা বিজেপি সাজালেও, শেষ দিনে উত্তর ২৪ পরগনার জনসভা দিয়েই নিজের প্রচারপর্ব সাঙ্গ করলেন তিনি। ফলে ভোট ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রীর ১৯টি কর্মসূচির তালিকায় ব্রাত্যই থেকে গেল ‘মমতাদুর্গ’। বিজেপি সূত্রের খবর ছিল, প্রচারের ইতি টানা হবে দক্ষিণ কলকাতার মেগা রোডশো দিয়ে। খোদ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরের প্রার্থী হওয়ায় এই কর্মসূচি নিয়ে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে এসপিজি-র আপত্তিতে সেই পরিকল্পনা থমকে যায়। সুরক্ষার খাতিরেই দক্ষিণ কলকাতায় রোডশোয়ের অনুমতি মেলেনি বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের। যদিও বিজেপির একাংশ মনে করিয়ে দিচ্ছে, ভোট ঘোষণার আগে ব্রিগেড ময়দানে মোদীর বিশাল সভাটি আদতে দক্ষিণ কলকাতারই অংশ ছিল।

শুভেন্দুর মনোনয়ন পেশের দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মিছিলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। হাজরা মোড়ে তৃণমূল-বিজেপি সংঘাত এবং পুলিশি ধরপাকড় গেরুয়া নেতৃত্বকে বাড়তি সতর্ক করেছে।

শুভেন্দুর প্রার্থীপদ বহাল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আইনি লড়াইয়ে বড় জয় পেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে তাঁর প্রার্থীপদ খারিজের আর্জি সোমবার খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, সংবিধানের নির্দিষ্ট আইনি ভিত্তি দেখাতে না পারায় এই জনস্বার্থ মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে ভোটের মুখে বড়সড় স্বস্তি পেলেন পদ্ম শিবিরের এই দাপুটে নেতা। মামলাকারীর অভিযোগ ছিল, গত ৩ এপ্রিল ভবানীপুর ও মেদিনীপুরের সভায় আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন শুভেন্দু।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞানে মিশুক আদি জ্ঞান

হিমবাহের সম্মুখে দাঁড়ালে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ছেয়ে ফেলে চারিধার। যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবল অন্তহীন নীলাভ বরফের ভাস্কর্য; গতিহীন, প্রাচীন, অটল। যেন একটু উষ্ণতার অপেক্ষায় রয়েছে এই নদী-উৎস। গ্রীষ্মের আঁচ পেলেই অবসান হবে সে অপেক্ষার। অ্যালাস্কার হিমবাহের সঙ্গে পরিচয় নেই আমার। তবে, অস্তমান সূর্যের ছটা যখন তার বরফে ঢাকা উপরিতল স্পর্শ করে, তখন উত্তরবঙ্গ থেকে বিস্ময়ে দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার কথা মনে পড়ে। অ্যালাস্কা রেঞ্জ আর হিমালয়ের হিমবাহের ভিতর তফাত তুষারপাতে নয়, বরফের নীলাভ উচ্ছ্বাসে নয়, বরং তা থেকে সৃষ্ট নদীর বহমানতায়, সঞ্চারণে। তাই অচেনা জমাট-বরফের পাশে দাঁড়িয়েও আমি ভেবেছি উপমহাদেশের নদীগুলোর প্রবহমানতার কথা, ভবিষ্যতের কথা।গঙ্গোত্রী থেকে নেমে আসা গঙ্গা আর তার শাখানদী হুগলি যেমন হিমবাহ-সৃষ্ট, তেমনই হিমালয়ের হিমবাহ থেকে তৈরি হয়েছে নেপালের কর্নাল, ভুটানের মানস আর বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা। হিমবাহকে আপাতস্থবির মনে হলেও এই জমে থাকা বরফেও গতি থাকে। পাহাড়ের গা ঘষে ধীর লয়ে এগোয় এই জমাট নদী। হিমবাহ থেকে নদী-জন্মের প্রক্রিয়াটি অভিনব। এক দিকে যেমন তুষার সঞ্চিত হতে হতে বরফের স্ফটিক হিমবাহ গড়তে থাকে, অন্য দিকে হিমবাহের বরফ গলনে সৃষ্ট হয় জলধারা। বরফের এই গলন ঘটে তিনটি স্তরে; হিমবাহের পৃষ্ঠদেশে সূর্যতাপ-জনিত গলন, অভ্যন্তরে মৌসুমি তাপমাত্রা-জনিত গলন, আর তলদেশে পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে ঘর্ষণ-জনিত গলন। এই গলিত জলে মিশে থাকে কোয়ার্টজ-সহ নানা খনিজ। জলের প্রবহমানতায় এই খনিজ পলল খানিক অবক্ষিপ্ত হয়, আর এর অধিকাংশই স্রোতের সঙ্গে বয়ে চলে। জন্ম হয় নদীর।হিমবাহ গলে নদীর জন্ম যেমন একটি স্বাভাবিক, চিরায়ত প্রক্রিয়া, অন্য দিকে উষ্ণায়নের ফলে সংঘটিত অতি-গলন জলপ্রবাহের ভারসাম্যে বাদ সাধছে। অর্থাৎ, বর্ষায় দেখা যাচ্ছে হিমবাহ-জাত হ্রদ থেকে প্রলয়ঙ্করী বন্যা, আর শুষ্ক মরসুমে ঘটছে জলশূন্যতা। এ প্রসঙ্গে, ২০২৩-এ দক্ষিণ লোনাক হিমবাহ-হ্রদ সৃষ্ট বন্যায় তিস্তা অববাহিকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য। সিকিমের তিস্তা বাঁধে দেখা দিয়েছিল ভাঙন। আর কালিম্পং ও দার্জিলিঙের বিশাল এলাকায় নেমে এসেছিল বন্যার স্রোত। ২০২৪-এ হিমবাহের অতি-গলনে আফগানিস্তান ও উত্তর পাকিস্তানের গিলগিট-বালটিস্তান অঞ্চলে প্রায় ১০০০ লোকের প্রাণহানি ঘটে। এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গবেষণা বলছে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে আগামী তিন থেকে ছয় দশকের ভিতর হিমালয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হিমবাহের লক্ষণীয় গলন ঘটবে। আর তাই, আগামী দশকগুলিতে বন্যার তীব্রতা ও তার পুনরাবৃত্তি এই অঞ্চলের নদীগুলিকে অস্থির করে তুলবে বলে অনুমান। হিমবাহ প্রায়-নিঃশেষিত হওয়ার পর অতি-জলপ্রবাহ রূপান্তরিত হবে জলশূন্যতায়। কেবল জলের পরিমাণ নিয়ে জটিলতা নয়, হিমবাহ-নিঃসৃত খনিজ আর পাহাড়ি নদীর পলল বদলে দিতে পারে জলের গুণাগুণও। এই অবশ্যম্ভাবিতা একটি দিকেই ইঙ্গিত করছে; প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এখনই।এই প্রস্তুতি কি কেবল সরকারি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকবে? না কি স্থানীয়দের সম্পৃক্ততাও জরুরি? ২০২৩-এর বন্যার পর তিস্তা নদীর পলল নিষ্কাশন করা হয়েছে দার্জিলিং আর শিলিগুড়ির সংযোগ সেতু 'সেবক' থেকে ময়নাগুড়ি পর্যন্ত, প্রায় ৫০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে। এতে তিস্তার নাব্যতা কিছুটা হলেও বাড়বে বলে প্রত্যাশা। আবার বন্যা-পরবর্তী সময়ে 'জল ধরো-জল ভরো' প্রকল্পের মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংগ্রহের যে পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা শুষ্ক মরসুমে জলের অভাব কিছুটা হলেও পূরণ করবে। এ ছাড়া, বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও এই প্রস্তুতিতে জোর দিয়েছে। আঞ্চলিক পদক্ষেপের ভিতর নেপাল ও ভুটানে বিপজ্জনক হিমবাহ-হ্রদ সমূহে নিষ্কাশন কর্মকাণ্ড চালিয়ে জলসীমা নীচে নামানো হচ্ছে। আর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে, সুইৎজারল্যান্ডে হিমবাহের পৃষ্ঠদেশ থেকে জল সরানো হচ্ছে, পেরু ও আইসল্যান্ডে হ্রদের জলসীমা পর্যবেক্ষণ জোরালো করার মধ্য দিয়ে বন্যার পূর্বাভাস নিশ্চিত করা হচ্ছে। তবে এই দেশগুলির কর্মকাণ্ডে স্থানীয়দের সম্পৃক্তি জড়িয়ে রয়েছে।রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল আইপিসিসি-র ২০২১-এর বার্ষিক রিপোর্ট বলছে, স্থানীয় সংস্কৃতি ও চর্চা এবং আদি জ্ঞান যদি বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তবেই অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিযোজন পরিকল্পনা কার্যকর হবে। অন্যথায়, বিজ্ঞান-সৃষ্ট তথ্য বা জ্ঞান প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছতে বিলম্ব ঘটতে পারে, যা সংশোধন-অতীত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের দুর্ভোগ প্রান্তিক মানুষকে যে ভাবে আঘাত করে, বাকি জনগোষ্ঠীর উপর তেমন ভাবে করে না। তাই স্থানীয়দের সম্পৃক্তি যথার্থ অভিযোজনের জন্য আবশ্যক। আর আদি জ্ঞানের শক্তির কথা আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার না করলেও এর সম্পৃক্ততা ছাড়া কোনও সমাধানে পৌঁছনো যাবে না। রবিন ওয়াল কিমেরার তাঁর ব্রেডিং সুইটগ্রাস গ্রন্থে দেখিয়েছেন, আদি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকল্প নয়, বরং তার পরিপূরক।

মনিপুর যখন জ্বলছে মোদি তখন সম্রাট নিরোর ভূমিকায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে এসে নৌকাবিহারে আমোদ করছেন ঠিক তখনই ফের উত্তপ্ত মণিপুর আরও আরও আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গুলির লড়াইয়ে তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে বলে জানা গেছে। নিহতদের মধ্যে দুজন কুকি ও একজন নাগা যুবক। আহত আরো অন্তত ছজন। তাদের মধ্যে দুজন শিশুও রয়েছে। রাজ্যের উখরুল জেলার কুকি নিবিড় মুল্লাম গ্রামে অতর্কিত হামলা চালিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে নাগা উগ্রপন্থী সংগঠন টাংখুল। অন্যদিকে মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার মইরাং-এর কাছে ত্রংলাওবি গ্রামে একটি ভয়াবহ বোমা বা রকেট হামলায় দুই শিশুর মৃত্যু হয় এবং তাদের মা গুরুতর আহত হন। ঘটনার প্রতিবাদে বিষ্ণুপুর-চূড়াচাঁদপুর সীমান্তে উত্তপ্ত জনতা একটি সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলা চালায় এবং গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। পুলিশের গুলিতে এবং সংঘর্ষে সেখানে আরও ৩ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। বিষ্ণুপুরের ঘটনার প্রতিবাদে এবং ১৮ এপ্রিল উখরুল জেলায় দুই তঙ্খুল নাগা দের তরফে ব্যক্তি হত্যার বিচার চেয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী বনধ ডেকেছে।গত কয়েকদিন ধরে মণিপুরের ১৬টি জেলার মধ্যে অন্তত ১২টি জেলায় স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত। উপত্যকার ৫টি জেলায় পাঁচ দিনের বনধ চলছে এবং পাহাড়ি জেলাগুলোতেও নাগা সংগঠনগুলোর ডাকা বনধের প্রভাব স্পষ্ট।

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে বিষ্ণুপুর সহ ৫টি স্পর্শকাতর জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। ৭ এপ্রিলের হামলার তদন্তভার এনআইএ গ্রহণ করেছে। এছাড়া হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে এপর্যন্ত অন্তত ২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং ড্রোন ও হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে।সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী মোট বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫৮,৮২১ জন।নিহতের সংখ্যা ২১৭ ছাড়িয়েছে।প্রায় ৭,৮৯৪টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং প্রায় ২,৬৪৬টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন, তবে কুকি-মেইতেই সংঘাতের পাশাপাশি সাম্প্রতিক নাগা-কুকি উত্তেজনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ইম্ফল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জেলাগুলোতে পরিস্থিতি এখনো অত্যন্ত থমথমে। মণিপুরে গত এক বছর ধরে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপির জুমনাম খেমচাদ সিংয়ের আমলে যা চলছে, তাকে আর যাই হোক সু বা কু কোনো 'শাসন'-ই বোধহয় বলা চলে না। কেন্দ্র এবং রাজ্য;উভয় স্তরেই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলী রাজ্য যেভাবে গৃহযুদ্ধের অন্ধকারে তলিয়ে গেল, তা 'ডবল ইঞ্জিন' মডেলের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে। বিজেপির ডবল ইঞ্জিন তত্ত্বের মূল কথা ছিল কেন্দ্র ও রাজ্যের সুসমন্বয়। কিন্তু মণিপুরের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র। যখন ইম্ফল জ্বলছিল, তখন দিল্লির ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের। মাসের পর মাস পার হয়ে গেলেও এন বীরেন সিং-এর ব্যর্থ সরকারকে কেন টিকিয়ে রাখা হল, তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর নেই। রাজ্যের মানুষের জীবনের চেয়ে দলের কুরসি বাঁচানোই কি এই ডবল ইঞ্জিনের আসল লক্ষ্য?সাম্প্রতিক আর টি আই রিপোর্ট বলছে, কয়েকশো মানুষের মৃত্যু, হাজার হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস আর প্রায় ৬০ হাজার মানুষ আজও ত্রাণ শিবিরে। অথচ এই ডবল ইঞ্জিন সরকারই বিভিন্ন সময় শান্তি ফেরার 'ফেক ন্যারেটিভ' ফেরি করে গেছে। এমনকি রকেট বা ড্রোনের মতো আধুনিক অস্ত্র যখন সাধারণ মানুষের ওপর ব্যবহার হচ্ছে, তখনও সরকার সেই চিরাচরিত 'তদন্ত হচ্ছে' বা 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে' মার্কা বয়ান দিয়ে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকছে। মণিপুরের এই ভয়াবহ পরিণতি বাংলার জন্য এক চরম সতর্কবার্তা। যারা 'সোনার বাংলা' বা 'ডবল ইঞ্জিন' উন্নয়নের খোয়াব দেখাচ্ছেন, মণিপুর তাদের সেই মডেলের আসল কঙ্কালটা বের করে দিয়েছে। আইনের শাসন আর মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে জাতিগত বিভাজনকে উসকে দিয়ে ক্ষমতার সার্কাস চালানোই যদি ডবল ইঞ্জিনের দস্তুর হয়, তবে বাংলার মানুষ সেই সার্কাসের টিকিট কাটতে মোটেই রাজি নয়। মণিপুর আজ প্রমাণ করেছে যে, ডবল ইঞ্জিন মানেই মসৃণ গতি নয়; বরং দুই ইঞ্জিনের ভুল দিকে টানাহ্যাঁচড়ায় একটা আস্ত রাজ্য ছারখার হয়ে যেতে পারে। দিল্লি আর ইম্ফলের এই যৌথ ব্যর্থতা ভারতীয় গণতন্ত্রের এক কলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে থাকবে। সৌ ঃ দৈনিক আজাদি।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 28-04-2026 02:58 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

পর্যবেক্ষক ও বিজেপির ‘গোপন বৈঠক’
‘সেনাপতি’র বার্তার পরই কোর্টে তৃণমূল

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ মগরাহাট পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষকের গোপন বৈঠকের অভিযোগে এবার সরাসরি আইনি লড়াইয়ে নামল তৃণমূল। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টে এই মর্মে মামলা দায়ের করেছে শাসকদল। রবিবারই ফলতার সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, অভিযুক্ত পর্যবেক্ষককে তিনি ‘টানতে টানতে আদালতে’ নিয়ে যাবেন। সেই বার্তার চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আদালতের দ্বারস্থ হল ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের মূল অভিযোগ আইপিএস পরমার স্মিথ পরযোত্তমদাসের বিরুদ্ধে। বর্তমানে তিনি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে কর্মরত। শাসকদলের দাবি, গত ২০ এপ্রিল নিয়ম ভেঙে আলিপুরের আইপিএস মেস ছেড়ে ডায়মন্ড হারবারের সাগরিকা টুরিস্ট লজে ছিলেন তিনি। সেখানেই মগরাহাট পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী গৌর ঘোষের সঙ্গে তাঁর এক গোপন বৈঠক হয়। এই বৈঠকের সিসিটিভি ফুটেজ তৃণমূল আগেই জনসমক্ষে এনেছিল, যদিও তার

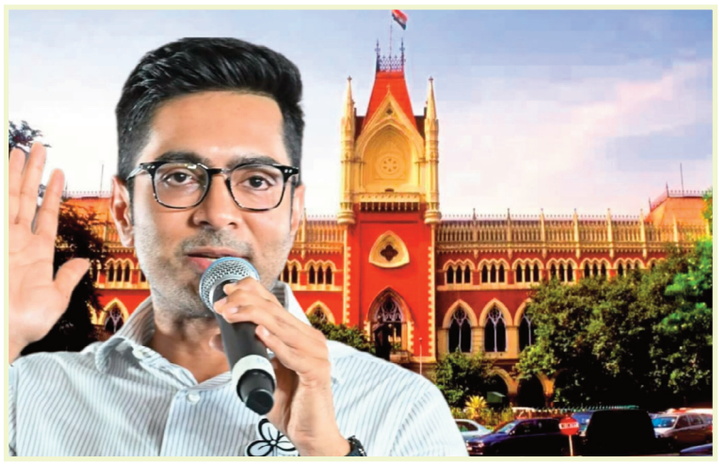

সত্যতা যাচাই করেনি ‘নয়া জামানা’। রবিবার নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে নির্বাচনী রোড শো শেষে মেজাজ হারিয়েছিলেন অভিষেক। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, নজরদারি এড়ানো অসম্ভব। তাঁর কথায়, ‘ভেবেছিল চুপিচুপি মিটিং করবে, আর কেউ জানবে না। আরে ডায়মন্ড হারবারের আকাশে-বাতাসে, লতায়-পাতায় আমি আছি। যে পুলিশ অবজার্ভার এটা করেছে, তাকে টানতে টানতে কোর্টে নিয়ে যাব।’ সেই মেজাজ বজায় রেখেই সোমবার হাই কোর্টে মামলা রুজু করা হয়। আদালতে তৃণমূলের যুক্তি, পুলিশ পর্যবেক্ষকের পদটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার চারটি বিধানসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন আধিকারিক যদি কোনও বিশেষ দলের প্রার্থীর সঙ্গে সংগোপনে আলোচনা করেন, তবে তা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিপন্থী। এতে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে আস্থা চলে যায়। একে চরম ‘প্রশাসনিক নিয়মবিরুদ্ধ’ এবং ‘প্রাতিষ্ঠানিক সততার পরিপন্থী’ কাজ বলে উল্লেখ করেছে তৃণমূল। উল্লেখ্য, এই জল ঘোলা হতে শুরু করেছিল আগেই।

রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্যের প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজীব কুমার আগেই নির্বাচন কমিশনের কাছে এই পর্যবেক্ষকদের আচরণ নিয়ে নালিশ জানিয়েছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, পুলিশ পর্যবেক্ষকদের মৌখিক নির্দেশে অন্তত ৫০০ জনকে বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। দল যে এই ‘দাদাগিরি’ সহ্য করবে না, তা আগেই স্পষ্ট করেছিল তৃণমূল। এবার সেই হুঁশিয়ারিকে বাস্তবে রূপ দিয়ে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে সুষ্ঠু বিচার চাইছে রাজ্যের শাসকদল। রাজনৈতিক মহলের নজর এখন আদালতের নির্দেশের দিকে।

এবার পরিবর্তন করেই ছাড়তে হবে,
বঙ্গে ‘তীর্থযাত্রা’ শেষে বার্তা মোদীর

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ‘এ যেন আমার এক তীর্থযাত্রা’। বাংলার ভোটপ্রচার শেষে ঠিক এইভাবেই নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার প্রচারের শেষলগ্নে এআই প্রযুক্তিতে তৈরি এক অডিয়োবার্তায় পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশে তিনি দাবি করেন, এবার বাংলায় পরিবর্তন নিশ্চিত। ৪ মার্চ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ৭ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডের সেই অডিয়োবার্তায় মোদী বলেন, ‘গণতন্ত্রের মন্দিরে বিজয়পতাকা ওড়ানোর এক অসাধারণ সুযোগ আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।’ ২৯ এপ্রিলের ভোটারদের কাছে তাঁর বিশেষ আবেদন, এদিন যেন ভোটদানের সমস্ত পুরনো রেকর্ড ভেঙে যায়। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই দীর্ঘ প্রচার পর্বেও তিনি বিন্দুমাত্র ক্লান্তি অনুভব করেননি। বরং মা কালীর ভক্তদের আশীর্বাদে তিনি নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়েছেন। অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে যে দৈব শক্তির সঞ্চার তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন,

বাংলার জনসভাতেও সেই একই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি হয়েছে বলে তাঁর দাবি। তৃণমূলের নাম না করে মোদী সরাসরি তোপ দাগেন রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর। সাধারণ মানুষকে সাহস জুগিয়ে তিনি বলেন, ‘অনেক ভয় দেখিয়েছে, এখন আর ভয় নয় ভরসা চাই। বাংলাকে সুরক্ষিত রাখা আমার পরম দায়িত্ব।’ তাঁর মতে, বাংলার যুবসমাজ আজ উন্নয়নের জন্য মুক্ত আকাশ চায় এবং নাগরিকরা চায় নিরাপত্তা। উন্নত ও বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার যে অঙ্গীকার তিনি করেছেন, তা পূরণে এবার পরিবর্তন আনা জরুরি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘বাংলার যুবসমাজ এগিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ চায়। বাংলার নাগরিক সুরক্ষা চায়। এখন পরিবর্তন করেই ছাড়তে হবে।’ বিজেপির এই নির্বাচনী রোডম্যাপে যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বারবার উঠে এসেছে। মোদীর দাবি, প্রথম দফার ভোট ইতিমধ্যেই ইতিহাস তৈরি করে ফেলেছে। এবার ২৯ এপ্রিল শেষ দফার পরীক্ষায় রাজ্যের মানুষকে বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণের ডাক দিয়েছেন তিনি। গণতন্ত্রের এই উৎসবে শামিল হয়ে বাংলার মানুষ যাতে নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করেন, সেই বার্তাই দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ৪ মার্চের পর এক নতুন ভোরের প্রত্যাশায় তিনি এখন অধীর অপেক্ষায়।

নির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা আগে দল বেঁধে
বাইকে নিষেধাজ্ঞা জারি করল কোর্ট

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের ময়দানে বাইক বাহিনীর দাপট রুখতে কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। নির্বাচনের ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে দল বেঁধে বাইক চালানো বা ‘গ্রুপ রাইডিং’ পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করল বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ। তবে নিরাপত্তার কড়াকড়ির মাঝেও সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে আদালত। সোমবার এক শুনানিতে বিচারপতি সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ‘কারও ব্যক্তিস্বাধীনতায় আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। কারও যদি ইচ্ছে হয় বাইকে করে মুক্ত বাতাস নিতে যাবেন, তাতে বাধা কোথায়? সেখানে আমরা বাধা দিতে পারি না।’ অর্থাৎ, দলবদ্ধ যাত্রা রুখলেও একা হাওয়া খেতে বেরোনোয় কোনো বাধা থাকছে না। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন বাইক চলাচলের ওপর গুচ্ছ বিধিনিষেধ আরোপ করে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল। সেই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা হলে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের একক বেঞ্চ কমিশনের নির্দেশে কিছু রদবদল করেন। একক বেঞ্চ জানিয়েছিল, বাইক র‍্যালি নিষিদ্ধ হলেও জরুরি প্রয়োজনে যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করা যাবে এবং ভোটের দিন পরিবার নিয়ে ভোট দিতে যাওয়া যাবে। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সোমবার ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় কমিশন। দীর্ঘ শুনানির পর ডিভিশন বেঞ্চ একক বেঞ্চের নির্দেশে পুরোপুরি হস্তক্ষেপ না করে মাঝপথের একটি সমাধান বের করেছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, অন্য কোনো রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কমিশন এমন পদক্ষেপ করেছে বলে প্রমাণ দিতে পারেনি। নজির থাকলে

আদালত তা বিবেচনা করত। বিচারপতিরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ব্যক্তিগত চলাফেরায় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা আইনত যুক্তিযুক্ত নয়। আদালতের এই রায়ের ফলে সোমবার প্রচারের শেষ দিনে রাজনৈতিক দলগুলির বাইক র‍্যালির পরিকল্পনা ধাক্কা খেল। সোমবার সন্ধ্যা ৬টার পর থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে। বুধবার রাজ্যের বাকি ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ। তার ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকেই রাস্তায় পুলিশের নজরদারি বাড়বে যাতে কোনোভাবেই জটলা করে বাইক চালানো না হয়। কমিশনের মূল বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, ভোটের দুদিন আগে বাইকের পিছনে কোনো আরোহী বসতে পারবেন না। অ্যাপভিত্তিক বাইক বা স্কুল-হাসপাতালের মতো জরুরি পরিষেবায় ছাড় থাকলেও সাধারণ মানুষের জন্য স্থানীয় থানার লিখিত অনুমতির কড়াকড়ি ছিল। আদালত মনে করছে, সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের অগাধ ক্ষমতা থাকলেও তা আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার করা উচিত। কোনো নির্দিষ্ট আইন বা এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর) ছাড়া বাইক চলাচল পুরোপুরি বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নির্বাচনী নিরাপত্তার ভারসাম্য বজায় রাখতেই এই রায় দেওয়া হয়েছে। ভোটের ১২ ঘণ্টা আগে থেকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইকে যাত্রী বহন নিষিদ্ধ থাকবে। তবে ভোটের দিন সপরিবারে বুথে যাওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় বহাল থাকছে। কমিশন চেয়েছিল কড়া বিধিনিষেধের মাধ্যমে অশান্তি রুখতে, কিন্তু আদালত সাধারণ মানুষের মুক্ত চলাফেরার অধিকার বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। সোমবার থেকে নির্বাচনের এই বিশেষ নিয়ম কার্যকর হওয়ায় রাস্তায় বাইক নিয়ে দলবদ্ধ মহড়া বন্ধ হলেও, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে আর কোনো আইনি অনিশ্চয়তা রইল না। আদালতের এই নির্দেশ রাজনৈতিক অস্থিরতা কমাতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভোটের ১২ ঘণ্টা আগে থেকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইকে যাত্রী বহন নিষিদ্ধ থাকবে। তবে ভোটের দিন সপরিবারে বুথে যাওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় বহাল থাকছে। কমিশন চেয়েছিল কড়া বিধিনিষেধের মাধ্যমে অশান্তি রুখতে, কিন্তু আদালত সাধারণ মানুষের মুক্ত চলাফেরার অধিকার বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। সোমবার থেকে নির্বাচনের এই বিশেষ নিয়ম কার্যকর হওয়ায় রাস্তায় বাইক নিয়ে দলবদ্ধ মহড়া বন্ধ হলেও, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে আর কোনো আইনি অনিশ্চয়তা রইল না। আদালতের এই নির্দেশ রাজনৈতিক অস্থিরতা কমাতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতীকী ফটো।

কমিশনের জালে ১২৭ কোটির সুরা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের বঙ্গে এবার মদের বন্যায় বাঁধ দিচ্ছে কমিশন। আগের সব রেকর্ড চুরমার করে দিয়ে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১২৭ কোটি টাকার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন সংস্থার চিরুনি তল্লাশিতে মোট ৪৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৮৩ লিটার সুরা উদ্ধার হয়েছে।

গত কয়েকটি নির্বাচনের নিরিখে বাজেয়াপ্ত হওয়ার এই বহর নজিরবিহীন। কমিশন সূত্রে খবর, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে উদ্ধার হওয়া মদের আর্থিক মূল্য ছিল প্রায় ৪১ কোটি টাকা। সেই তুলনায় এবার পরিসংখ্যান কয়েক গুণ বেশি। শুধু মদ নয়, মাদকের কারবারেও রাশ টেনেছে কমিশন। গত বিধানসভা নির্বাচনে যেখানে ১৩৬ কোটি টাকার মাদক মিলেছিল, এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩৯ কোটি টাকায়। সোমবার কমিশন জানিয়েছে, সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৫১০ কোটি টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মদ, মাদক ও নগদ অর্থ।গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল ‘ইলেকশন সিজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’। ১৫ মার্চ ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই কড়া নজরদারিতে গোটা রাজ্য। আগামী বুধবার দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের ১৪২টি আসনে ভোট। তার আগে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর পরিমাণ আরও বাড়ার সম্ভাবনা। কমিশনের দাবি, স্বচ্ছ ভোট করাতেই এই কড়াকড়ি। সব মিলিয়ে ভোটের মুখে বেআইনি কারবারে জোর ধাক্কা দিল কমিশন।

ভুয়ো ভোটে হাজতবাস, কড়া বার্তা কমিশনের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বুথে ঢুকে পরের ভোট দেওয়ার দিন শেষ। পরিচয় লুকিয়ে জাল ভোট দিতে গেলেই কপালে জুটবে শ্রীঘর। বাংলার দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে এই ভাষাতেই চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিল নির্বাচন কমিশন। বুধবার, ২৯ এপ্রিল রাজ্যের ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। তার আগে বুধবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিশন স্পষ্ট জানাল, ছাপ্পা বা ভুয়ো ভোট দেওয়ার পরিণাম হবে ভয়াবহ। ‘এক ব্যক্তি, এক ভোট’; এই নীতি ভাঙলে রেহাই মিলবে না কিছুতেই। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রের খবর, এবারের নজরদারি কার্যত নজিরবিহীন। প্রতি বুথে বসানো হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ওয়েবকাস্টিং ক্যামেরা। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সরাসরি প্রতিটি বুথের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হবে। কেউ যদি নিজের পরিচয় গোপন করে বা অন্য কারও হয়ে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করেন, তবে এই ক্যামেরার ফুটেজ থেকেই তাকে শনাক্ত করা হবে নিমেষে। এমনকি ভুলবশত বা অসাবধানতাবশত এই কাজ করলেও আইনি জটিলতা এড়ানো যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। আইনি সংস্থান নিয়েও ভোটারদের সতর্ক করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভুয়ো ভোট দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৭২ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই অপরাধের শাস্তি হবে।’ দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। কোনও অবস্থাতেই যেন কেউ একাধিকবার ভোট দেওয়ার চেষ্টা না করেন, সেই মর্মে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভোটের নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না কমিশন। প্রথম দফার বিক্ষিপ্ত অশান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে আরও ১১ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে মোট পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৫, যা রাজ্যের প্রশাসনিক ইতিহাসে কার্যত রেকর্ড।

ভোট সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে সাধারণ মানুষ সরাসরি টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-৩৪৫-০০০৮ অথবা wbfreeandfairpolls@gmail.comó এই ঠিকানায় মেল করতে পারবেন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে এবার কোমর বেঁধে নেমেছে কমিশন।

আক্রান্ত তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ, হাসপাতালে দেখতে গেলেন অভিষেক

নয়া জামানা, হুগলী ঃ তপ্ত হুগলির গোঘাট। আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগের গাড়িতে ভয়াবহ হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় জখম সাংসদ বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়েই আহত দলীয় সতীর্থকে দেখতে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে ছুটে গিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন মিতালি। অভিযোগ, গোঘাটে বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগারের কার্যালয়ের সামনে তাঁর গাড়ি আটকানো হয়। এরপরই একদল দুষ্কৃতী লাঠি, রড ও ইট নিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায়। রক্তক্ষয়ী এই ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ স্ট্রিমিং করে কান্নায় ভেঙে পড়েন সাংসদ। তিনি বলেন,

‘দেখুন কী ভাবে বিজেপির দুষ্কৃতীরা গাড়ি ভাঙচুর করেছেন। এখনও ভোট শুরু হয়নি। দেখুন একজন মহিলার কী ভাবে কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।’ ভাঙা কাচে সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে দাবি করে তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, কী ভাবে একজন মহিলার উপর নির্যাতন করা হল। নির্বাচন কমিশন, তোমাদের এর জবাবদিহি করতে হবে।’

সাংসদের অভিযোগ, তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। হামলার দায় সরাসরি নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপিয়েছেন মিতালি বাগ। তাঁর ক্ষোভ, ‘নির্বাচন কমিশন, তুমি আরামবাগে এসে বলে গিয়েছ তৃণমূলের সমস্ত নেতা-কর্মীকে ধরে ধরে গ্রেফতার করতে হবে। নির্বাচন কমিশন, এর দায় তোমাকে নিতে হবে। আমার গোটা শরীরে কাচ ফুটে ভর্তি হয়ে রয়েছে।’

এলাকাবাসীকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়ে তিনি জানান, তৃণমূল হার মানতে জানে না। মা-মাটি-মানুষের দল লড়াইয়ের ময়দান ছাড়বে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। পাল্টা মারপিটের অভিযোগ তুলেছে গেরুয়া শিবিরও। সাংসদের অভিযোগ নস্যাৎ করে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষের দাবি, এটি মিতালি বাগের ‘নাটক’। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় খানের নেতৃত্বে তাঁদের কর্মীদের ওপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা হয়েছে। বিজেপির দাবি অনুযায়ী, তাদের প্রায় ৫০ জন কর্মী আহত এবং ২০ জন হাসপাতালে ভর্তি। বিজেপি প্রার্থীর গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে দাবি করেন বিমানবাবু। তৃণমূলের গোষ্ঠীকন্দল ঢাকতেই সাজানো চিত্রনাট্য তৈরি করা হচ্ছে বলে দাবি তাঁর। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর ও সাংসদ নিগ্রহের ঘটনায় গোঘাটে উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। জেলা জুড়ে মোতায়েন হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা চরমে। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এলাকায় থমথমে পরিবেশ বজায় রয়েছে। উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কমিশন গোটা পরিস্থিতির রিপোর্ট তলব করেছে বলে সূত্রের খবর। নির্বাচনের মুখে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে থমথমে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র। ছবি সংগৃহিত।

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্টে সাসপেন্ড পুলিশকর্মী

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের মুখে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেফাঁস পোস্ট করে বড়সড় শাস্তির মুখে পড়লেন কলকাতা পুলিশের এক কর্মী। নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা সাসপেন্ড করা হয়েছে। লালবাজার সূত্রে খবর, শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ওই পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিলম্বিত থাকবেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও আপস করতে নারাজ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। কলকাতা পুলিশের জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘সমাজমাধ্যমে করা একটি পোস্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে।’ এই কড়া পদক্ষেপের মাধ্যমে বাহিনীর বাকি সদস্যদেরও কড়া বার্তা দিল লালবাজার। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এমন কোনও পোস্ট বা সমর্থন করা যাবে না যা ‘পরিষেবা আচরণবিধি বা নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী’। ভোটের সময় পুলিশকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ বা পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ যে বরদাস্ত করা হবে না, তা এই ঘটনায় পরিষ্কার। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য রাখতেই এই কড়াকড়ি। লালবাজারের ইঙ্গিত, আগামী দিনেও সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া নজরদারি চলবে। সামান্য বিচ্যুতিতেও কড়া ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে শৃঙ্খলা রক্ষায় কোমর বেঁধে নেমেছে কলকাতা পুলিশ।

> ভোটের মুখে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেফাঁস পোস্ট করে বড়সড় শাস্তির মুখে পড়লেন কলকাতা পুলিশের এক কর্মী। নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা সাসপেন্ড করা হয়েছে।

দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে গ্রেপ্তার ১৫৪৩

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগে উত্তপ্ত বাংলা। গত ৩৬ ঘণ্টায় রাজ্যজুড়ে ধরপাকড় চালিয়ে ১৫৪৩ জন ‘ঝামেলাবাজ’কে গ্রেফতার করাল নির্বাচন কমিশন। অশান্তি রুখতে কমিশনের কড়া নির্দেশে পুলিশ এই মেগা অভিযানে নামে। ধৃতদের তালিকায় রয়েছেন পূর্ব বর্ধমান পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভকত। রবিবার গভীর রাতে বাড়ি থেকে তাঁকে জালে তোলা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি নেতার বাড়িতে চড়াও হয়ে ‘দাদাগিরি’ করার অভিযোগ উঠেছে।

মমতাকে নিয়ে কুরুচিকর মিম, পদক্ষেপ কমিশনের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ‘কুরুচিকর’ মিম ভিডিয়ো ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, পুলিশের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় তথ্য-প্রযুক্তি আইনে মামলা রুজু করা হতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ জমা না পড়লেও স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই সক্রিয় হয়েছে কমিশন। আগামী বুধবার দ্বিতীয় দফার মহারণ। এই দফায় সবচেয়ে হাই-প্রোফাইল কেন্দ্র ভবানীপুর, যেখানে প্রার্থী স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। ভোটের লড়াইয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছেন দুই পক্ষই। সম্প্রতি চক্রবেড়িয়ার সভায় বিজেপি’র প্রচার ঘিরে উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। অভিযোগ ওঠে, মমতার সভার পাশেই মাইক বাজিয়ে প্রচার

শুরু করে বিজেপি। ক্ষুব্ধ মমতা সেখানে ‘অসভ্যতামির’ অভিযোগ তুলে কয়েক মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, ‘বিপত্তি’। এরপর রবিবার সেই এলাকায় পদযাত্রাও করেন তিনি। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করাই যে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, তা ফের স্পষ্ট করে দিয়েছে কমিশন। সেই সূত্রেই উদ্ধার হচ্ছে বিপুল পরিমাণ বেআইনি সরঞ্জাম। এবারের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত রাজ্য থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৮৩ লিটার মদ। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে মদ উদ্ধারের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪১ কোটি টাকা, যা এবার কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। একইভাবে মাদক দ্রব্য উদ্ধারের গ্রাফও ঊর্ধ্বমুখী। গতবার ১৩৬ কোটি টাকার মাদক মিললেও এবার তা ৩৩৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বুধবার রাজ্যের ১৪২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। তার আগে শহর থেকে জেলা; সর্বত্রই নাকা তল্লাশি চালাচ্ছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থা।

কমিশনের কড়া নজরদারিতে মদ ও মাদক বাজেয়াপ্ত করার অঙ্কটা আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ভিডিয়ো নিয়ে কমিশনের এই তৎপরতা রাজনৈতিক মহলে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 28-04-2026 02:58 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

অকাল বর্ষণে ভিজবে বাংলা

উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি

কুশল রায় ।। নয়া জামানা ।। উত্তরবঙ্গ

ঝিলিক মারা রোদ আর অস্বস্তিকর গরমের দাপট কমিয়ে রাজ্যে নামছে অকাল বর্ষণ। উত্তর-পূর্ব ঝাড়খণ্ডে অবস্থানরত একটি ঘূর্ণাবর্ত এবং ওয়েস্টার্লি জেট উইন্ড-এর প্রভাবে সপ্তাহের শুরু থেকেই দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

সোম ও মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঝড় ও শিলাবৃষ্টির কবলে পড়তে পারে রাজ্যের একাধিক জেলা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে সোমবার থেকেই দুর্যোগের মাত্রা বাড়বে। বিশেষ করে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। সঙ্গে বইবে ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া। মঙ্গলবার পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। পাহাড় ও ডুয়ার্সের জেলাগুলোতে সপ্তাহজুড়েই এই বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে সোম ও মঙ্গলবার ঝড়ের তীব্রতা বেশি থাকবে। এদিন বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ৫০ থেকে ৬০ কিমি বেগে দমকা হাওয়ার সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও দুই বর্ধমানে ঝড়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছে, যেখানে বাতাসের গতিবেগ ৬০ কিমি ছুঁতে পারে।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতেও ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝড় ও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই দুর্যোগের জেরে চলতি সপ্তাহে তাপমাত্রা প্রায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। আগামী বুধবার অর্থাৎ নির্বাচনের দিন সকালেও মনোরম পরিবেশ থাকলেও বেলার দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং নদীয়া, যেখানে ভোট রয়েছে, সেখানে বিকেলের দিকে ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার থেকেই মূলত নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান ও দুই ২৪ পরগনায় ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এপ্রিল মাসের বাকি কটা দিন এই বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই নেই বাংলার মানুষের। দুর্যোগের সময় বাইরে না বেরোনো এবং খোলা মাঠ বা গাছের নিচে না দাঁড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন আবহবিদরা।

ধূপগুড়িতে ফের পথ দুর্ঘটনা, আহত দুই

নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে রেলিংয়ে ধাক্কা দিল দ্রুত গতির বাইক। ঘটনায় আহত বাইক চালক সহ আরোহী। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের কালীরহাট সংলগ্ন তেঁতুলতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধূপগুড়ি ব্লকের দুরামারি এলাকার দুই যুবক ডাউকিমারির দিক থেকে ধূপগুড়ির দিকে দ্রুত গতিতে আসছিল। আচমকা তেঁতুলতলা এলাকায় দ্রুত গতিতে থাকা বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে রাস্তার পাশে লাগানো রেলিংয়ে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। রাস্তার উপর চালক সহ আরোহী ছিটকে পড়ে। বাইক চালকের থেকে আরোহীর আঘাত বেশি লাগে। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। একজনের হাতের আঙুল কেটে পড়ে গিয়েছে। অপরজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা হামিদার মহম্মদ বলেন, বাইকের গতি অতিরিক্ত ছিল। যার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। একজন অনেকদূর ছিটকে পড়ে। দুইজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে বাইকটি আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

বীরপাড়ায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ উদ্ধার, গ্রেপ্তার এক

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ উদ্ধার করল আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার পুলিশ। সোমবার বিকেলে বীরপাড়া চৌপথি এলাকায় একটি বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশের একটি দল। তল্লাশির সময় ওই বাড়ি থেকে প্রায় ৯০ লিটার ইন্ডিয়ান মেড ফরেন লিকার উদ্ধার করা হয়। বাড়িতে উপস্থিত ব্যক্তি এই বিপুল পরিমাণ মদ মজুত করার বৈধ কাগজ দেখাতে ব্যর্থ হন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে যে, এই মদ অবৈধ পথে বা কালোবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বীরপাড়া থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং যেকোনো ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে পুলিশ সর্বদা তৎপর। ভবিষ্যতেও এই ধরনের কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অসুস্থ পদ্মশ্রী সারিঙ্গা বাদক মঙ্গলাকান্ত রায়, পাশে দাঁড়ালেন বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা করিমুল হক

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ পদ্মশ্রী প্রাপ্ত সারিঙ্গা বাদক মঙ্গলাকান্ত রায় অসুস্থ। ১০৫ বছর বয়সি এই বর্ষীয়ান শিল্পীকে আজ সকালে প্রথমে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসে তাঁর পরিবার। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন ধরেই জ্বর, কাশি ও শরীরব্যথায় ভুগছিলেন মঙ্গলাকান্ত রায়। ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয় এবং তিনি প্রায় খাওয়াদাওয়াও বন্ধ করে দেন। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে আজ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলাকান্ত রায়ের বড় ছেলে উমাকান্ত রায় জানান, বাবার শরীর বেশ কিছুদিন ধরেই খারাপ ছিল। আজ সকালে অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রথমে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখান থেকে ডাক্তাররা জলপাইগুড়ি মেডিকেলে নিয়ে যেতে বলেন। এদিকে, মঙ্গলাকান্ত রায় অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়েই ছুটে যান আর এক পদ্মশ্রী প্রাপ্ত সমাজসেবী, বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা নামে পরিচিত করিমুল হক। পরিবারের সঙ্গে তিনিই দ্রুত মঙ্গলাকান্ত রায়কে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসতে সহায়তা করেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভোটেও মঙ্গলাকান্ত রায় বাড়িতেই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে জলপাইগুড়ি মেডিকেলে এবং চিকিৎসকদের তরফে তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

গৌ সম্মান অভিযান দিবসে ডেপুটেশন তুফানগঞ্জে

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ গৌ সম্মান অভিযান দিবস উপলক্ষে তুফানগঞ্জে তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচির আয়োজন করল সংগঠনের সদস্যরা।

গো-রক্ষা এবং ভারতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের দাবিকে সামনে রেখে একটি সুবিন্যস্ত ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। স্মারকলিপিতে মূলত গো-হত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার দাবি জানানো হয় এবং এ বিষয়ে কঠোর আইন প্রয়োগের আহ্বান করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গরু ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবাবেগের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাই এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হিরন্ময় গোস্বামী মহারাজ, মিঠুন সাহা সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে, গো-রক্ষা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় বিষয় নয়, বরং এটি দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশে সম্পন্ন হওয়া এই ডেপুটেশন কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় বিশেষ সাড়া পড়ে। সংগঠনের সদস্যরা আশা প্রকাশ করেছেন, তাঁদের উত্থাপিত দাবি সরকারের উচ্চ পর্যায়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বেঙ্গল সাফারি পার্কের একমাত্র গন্ডার ভীমের জীবনাবসান

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে মৃত্যু হল একমাত্র গন্ডার ভীমের। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পার্ক কর্মীদের মধ্যে। বেঙ্গল সাফারিতে ভীমের আসার ইতিহাস ছিল বেশ রোমাঞ্চকর। জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে সঙ্গীনী দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে এলাকা ছাড়া হয় ভীম। এরপর সেবকে চলে এসেছিল গন্ডারটি। সেইসময় কানহেলা নামে এই গন্ডারটিকে উদ্ধার করে বেঙ্গল সাফারি পার্কে নিয়ে আসে বনদফতর। এখানেই তার নতুন নামকরণ করা হয় ভীম। ধীরে ধীরে গন্ডারটি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এরপরই পার্ক কর্তৃপক্ষ আলাদা করে রাইনো সাফারি চালু করেছিল। বেশ কয়েকবার পার্কের দেওয়াল ভেঙে বের হওয়ার চেষ্টাও করেছিল ভীম। তার জন্য সঙ্গীনীর খোঁজও চলছিল। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর জানান, গন্ডারটির বয়স হয়েছিল এবং শারীরিক কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। নিয়ম মেনে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং রিপোর্ট উচ্চপদস্থ জু অথরিটির কাছে পাঠানো হয়েছে।

ভোট শেষ হলেও বিজ্ঞাপনে নিস্তার নেই, কালীপুজোতেও বাজছে ভোটের গান

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আলিপুরদুয়ারে ভোটগ্রহণ শেষ হলেও সাধারণ মানুষের স্বস্তি মিলছে না। ইউটিউবে গান বা ভিডিও চালালেই মাঝেমধ্যে ভেসে উঠছে রাজনৈতিক প্রচারের বিজ্ঞাপন, যা অনেকের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের ঘরঘরিয়া গ্রামের এক বাড়ির কালীপুজোতে এমনই অভিজ্ঞতা হয়। বাড়ির বারান্দায় বসে কয়েকজন প্রসাদের জন্য ফল কাটছিলেন, আর মোবাইলের সঙ্গে ব্লুটুথে যুক্ত একটি বক্সে বাজছিল শ্যামাসঙ্গীত। গানের সঙ্গে গুনগুন করছিলেন মহিলারা। হঠাৎ গান থেমে বেজে ওঠে রাজনৈতিক স্লোগান; পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। এতে চমকে ওঠেন এক মহিলা এবং পুজোর গান চালানোর কথা বলেন। পাশে থাকা এক তরুণী জানান, এটি ইউটিউবের বিজ্ঞাপন, যা গানের মাঝেই চলে আসে। শুধু একটি দল নয়, কখনও তৃণমূলের প্রচারও শোনা যাচ্ছে। ফলে এই বিজ্ঞাপনগুলো এখন অনেকের কাছে বিরক্তির কারণ। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, ভোট শেষ হওয়ার পরও কেন এই বিজ্ঞাপন চলছে। জানা গেছে, ২৯ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গে ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রচার চলবে। রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি, সোশ্যাল মিডিয়ার বিজ্ঞাপন রাজ্যজুড়েই দেখানো হয়। ফলে যেখানে ভোট হয়ে গেছে, সেখানেও তা বন্ধ হয় না।

পার্কিংয়ের অভাবে নিত্য যানজট খড়িবাড়িতে

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ি বাজার ও আশপাশ এলাকায় প্রতিদিনই তীব্র যানজটের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ কোটি টাকার হলেও সাধারণ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে বাধ্য হয়ে ক্রেতা ও গ্রাহকেরা রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করাচ্ছেন। সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে যানজটের অন্তহীন সমস্যা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই চিত্র খড়িবাড়ি এলাকায়। বিশেষ করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও খড়িবাড়ি থানার সামনে প্রতিদিনই অব্যবস্থার ছবি চোখে পড়ে। অভিযোগ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে উদাসীন থাকায় সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এলাকায় একাধিক ব্যাঙ্ক থাকলেও অধিকাংশেরই নিজস্ব পার্কিং ব্যবস্থা নেই। ব্যাঙ্কে আসা গ্রাহকেরা রাস্তার উপরেই গাড়ি দাঁড় করাতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে অন্যান্য যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং দিনের অধিকাংশ সময়ই যানজট লেগে থাকছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রাফিক সচেতনতা মাসে নিয়ম মানার পরামর্শ দেওয়া হলেও বাস্তবে রাস্তার উপর অবৈধ পার্কিং রোধে প্রশাসনের তৎপরতা নেই। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে যাওয়ার পথে যানজটের কারণে রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। রাস্তার ধারে ফুটপাত ও নিকাশি নালার উপর দোকান বসানো, পাশাপাশি বাস, ম্যাজিক ভ্যান, অটো ও ই-রিকশা রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে রাখায় যানজট আরও বাড়ছে। খড়িবাড়ি থানার সামনেও একই অবস্থা। থানায় যাতায়াত করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে দীর্ঘক্ষণ জ্যামে আটকে থাকতে হচ্ছে। খড়িবাড়ি রোড সংলগ্ন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক শাখার সামনেও পার্কিং সমস্যায় নাজেহাল গ্রাহকেরা। মূল সড়কের ধারে হওয়ায় রাস্তার উপরেই গাড়ি রাখতে হচ্ছে। অনেক সময় ব্যাঙ্কের প্রবেশদ্বারও আটকে যাচ্ছে। স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেই। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা, অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ নিক।

ভোট নিতে রাজবংশী-কামতাপুরিদের দাবি মানতে হবে হুঁশিয়ারি গ্রেটার নেতাদের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের মাথায় হাত বুলিয়ে আর ভোট নেওয়া যাবে না। সরকার যে দলই গঠন করুক না কেন, রাজবংশী ও কামতাপুরিদের দাবিগুলিকে মান্যতা দিতে হবে। সেই লক্ষ্য মাথায় রেখে কামতাপুরি, রাজবংশী ভূমিপুত্ররা এবার ভোট দিয়েছেন। ভূমিপুত্রদের দাবি মান্যতা না পেলে আগামীদিনের পরিস্থিতি যে সরকারকে নাড়িয়ে দেবে সেটা তৃণমূল ও বিজেপি দুপক্ষই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের জিসিপিএ নেতা বংশীবদন বর্মন বলেন, ভূমিপুত্ররা এখন অনেক সচেতন হয়েছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন কোথায় ভোট দিলে দাবি পূরণ হবে। আগের ভোটগুলির মতো নেতাদের মুখ রোচক কথা এবার কেউ শুনতে চাননি। আমাদের পৃথক রাজ্য আদায় থেকে ভাষার অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলির সাংবিধানিক স্বীকৃতি দরকার। সেটা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার পারে। তাই বিজেপিকে ভোট দিয়েছি। ফলাফল ঘোষণার পর দাবিপূরণ না হলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আন্দাজ করলেও, এখনই বলা মুশকিল।

আরেক গ্রেটার নেতা নগেন রায় অবশ্য ফলাফলের পর কী হতে পারে এই প্রশ্ন শুনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের মাথায় হাত বুলিয়ে আর ভোট নেওয়া যাবে না। সরকার যে দলই গঠন করুক না কেন, রাজবংশী ও কামতাপুরিদের দাবিগুলিকে মান্যতা দিতে হবে। সেই লক্ষ্য মাথায় রেখে কামতাপুরি, রাজবংশী ভূমিপুত্ররা এবার ভোট দিয়েছেন। ভূমিপুত্রদের দাবি মান্যতা না পেলে আগামীদিনের পরিস্থিতি যে সরকারকে নাড়িয়ে দেবে সেটা তৃণমূল ও বিজেপি দুপক্ষই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে বিপাকে কোচবিহারের পোস্টাল ভোট কর্মীরা

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড়সড় সমস্যার মুখে পড়লেন কোচবিহারের পোস্টাল ভোট কর্মীরা।

অভিযোগ, তাদের মধ্যে অনেককেই প্রায় ৭০০ কিলোমিটার দূরের জেলায় ডিউটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত দূরে পৌঁছনো নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে সোমবার কোচবিহার জেলাশাসক দপ্তরে গিয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করেন একাধিক পোস্টাল ভোট কর্মী। তাদের বক্তব্য, নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে তাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু একদিনের নোটিশে এত দূরের ডিউটিতে যাওয়া কার্যত অসম্ভব। যাতায়াতের কোনও সুস্পষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে। কর্মীদের দাবি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট কোনও সদুত্তর মেলেনি।

অতিরিক্ত জেলাশাসক বিষয়টি দেখছেন বলে আশ্বাস দিলেও সমস্যার বাস্তব সমাধান কী হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে ভোট কর্মীদের মধ্যে। তাদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থা না করা হলে বা সমস্যার সমাধান না মিললে তারা ডিউটিতে যোগ দিতে পারবেন না। একই সঙ্গে তারা প্রশ্ন তুলেছেন, যদি নির্বাচন কমিশন ডিউটি না করার জন্য কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়, তার দায়ভার কে নেবে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। নির্বাচন ঘনিয়ে আসার মুখে এমন সমস্যা ভোট প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। এখন দেখার, প্রশাসন কত দ্রুত এই জটিলতার সমাধান করতে পারে।

২৮ এপ্রিল ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

ভোটের রেশ কাটতে না কাটতেই স্কুল চালু, কিন্তু অধিকাংশ বেঞ্চই খালি !

উমার ফারুক ।। নয়া জামানা।। মালদা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন(২০২৬) এর প্রথম দফার ভোট গত ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার সঙ্গে মালদহ জেলাতেও ওইদিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর জেলার অধিকাংশ সরকারি স্কুল ও মাদ্রাসা সোমবার খুলেছে। কিছু স্কুল শনিবারও খুলেছে। নির্বাচনের পর সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠনপাঠন শুরু হলেও এদিন পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার ছিল কম। নির্বাচনের কাজে স্কুলগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।পোলিং স্টেশন হিসেবে বা কেন্দ্রীয় বাহিনির থাকার ব্যবস্থা হিসেবে স্কুলগুলো কাজে লাগানো হয়। নির্বাচনের আবহে স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমে যায়। তবে নির্বাচন পর্ব মিটে গেলেও পড়ুয়াদের ব্যাপকভাবে স্কুলমুখী হতে দেখা যায় নি। অনেক অভিভাবকের ধারণা ভোটের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর স্কুলে পঠনপাঠন স্বাভাবিক হবে। আবার অনেকের ধারণা স্কুলে এখনো কেন্দ্রীয় বাহিনি রয়েছে। ফলে এদিন পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার কম ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও কিছু স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি স্বাভাবিক ছিল বলেই স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি।জেলার বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এদিন জেলার প্রায় স্কুলে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। কিন্তু স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল হতাশাজনক। স্কুলের পক্ষে প্রচার করা সত্ত্বেও উপস্থিতি কম ছিল। এই প্রসঙ্গে মালদহের কালিয়াচক-২ ব্লকের পঞ্চানন্দপুর সুকিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোস্তফা কামাল বলেন, নির্বাচনের পর এদিন স্কুলে যথারীতি পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। তবে পড়ুয়াদের উপস্থিতি স্বাভাবিক থেকে কম ছিল। আশা করছি উপস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। স্কুল পোলিং স্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। স্কুল খোলার আগেই শ্রেণিকক্ষ পঠনপাঠনের উপযুক্ত করা হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মফিজউদ্দিন আহমেদ বলেন, এদিন স্কুলে পঠনপাঠন শুরু হবে এই বিষয়ে অভিভাবকদের আগেই জানানো হয়েছিল। পড়ুয়াদেরও নোটিস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কম ছিল।হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের জগন্নাথপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান

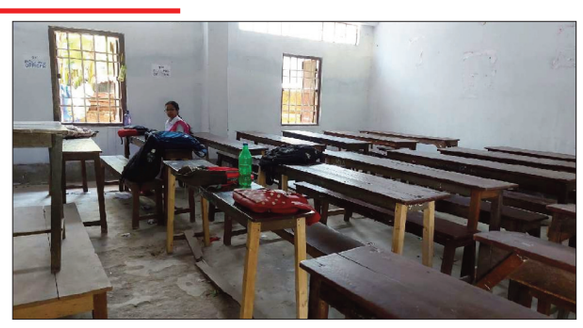

শিক্ষক মহম্মদ সাহাবুদ্দিন বলেন, পড়ুয়াদের উপস্থিতি হতাশাজনক। আমরা অভিভাবকদের ফোন করে জানিয়েছি, স্যোশাল মিডিয়ায় প্রচার করেছি। পড়ুয়াদের উপস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আবার কিছু স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি স্বাভাবিক ছিল বলেই জানা গিয়েছে। রতুয়া-১ ব্লকের এগ্রিল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলেশ পাণ্ডে ও ভাদো বিএসবি হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সরিফুল ইসলাম প্রমুখ বলেন, নির্বাচনের পর এদিন স্কুলে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে এবং পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক। স্কুলে প্রথম পর্বের পরীক্ষা শুরু হবে এই বিষয়ে পড়ুয়াদের জানানো হয়েছে।

লিচু বাগান থেকে উদ্ধার কোটি টাকার ‘ব্রাউন সুগার’, পুলিশের জলে ১

নয়া জামানা, মালদহ ঃ ভোটপর্ব শেষ হতেই নিষিদ্ধ মাদকের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার পুলিশ।গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রবিবার গভীর রাতে মোজমপুর এলাকার নারায়াপুর পাগলা নদী সংলগ্ন একটি লিচুবাগানে হানা দেয় পুলিশ। সেখানে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ, চলছিল ব্রাউন সুগার তৈরির কারবার।অভিযান চলাকালীন ঘটনাস্থল থেকে তৌসিফ আলম (২০)নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের বাড়ি মোজমপুরের বালুগ্রাম এলাকায়। যদিও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তার সঙ্গীরা অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে যায়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৪ কেজি ৮০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে যার বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা।

পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৫ কেজি সোডিয়াম ক্লোরাইড-সহ মাদক তৈরির বিভিন্ন কাঁচামাল। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ওই লিচুবাগানেই গোপনে মাদক তৈরির কারখানা গড়ে তোলা হয়েছিল।এই ঘটনায় আর কারা জড়িত, সেই রহস্য ভেদে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে মালদহ জেলা আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। মালদহে মাদকচক্রের এই চক্র ভাঙতে পুলিশ আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভোট-পরবর্তী কড়া নজরদারি, মালদহের স্ট্রংরুম পরিদর্শনে জেলাশাসক

নয়া জামানা, মালদহ ঃ ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হতেই এবার নজর স্ট্রংরুমের নিরাপত্তায়। সোমবার মালদহ কলেজে স্ট্রংরুম পরিদর্শনে যান জেলাশাসক রাজেনবীর সিং কাপুর এবং জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং।

তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরাও যাতে স্বচ্ছতা ও আস্থার বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়।মালদহ জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদহের ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম সংরক্ষণের জন্য দুটি পৃথক স্ট্রংরুম তৈরি করা হয়েছে। মালদহ কলেজে রাখা হয়েছে চাঁচল, মালতীপুর, মালদহ, ইংরেজবাজার ও মোথাবাড়ি কেন্দ্রের সিলবন্দী ইভিএম। অন্যদিকে, বাকি সাতটি কেন্দ্রের ইভিএম রাখা হয়েছে মালদহ পলিটেকনিকের স্ট্রংরুমে। পরিদর্শনের সময় আধিকারিকরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং

উপস্থিত প্রার্থীদের সামনে বিস্তারিতভাবে তা তুলে ধরেন। মালদহ জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানান, দুটি স্ট্রংরুমেই রয়েছে কড়া ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়।কেন্দ্রীয় বাহিনী স্ট্রংরুম পাহারার দায়িত্বে রয়েছে পাশাপাশি বাইরে মোতায়েন রয়েছে রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী।তিনি আরও জানান, স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির কোনো অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। প্রয়োজনে বাড়ানো হবে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাও। নির্বাচন-পরবর্তী এই কড়া নজরদারি প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার বার্তাকেই আরও জোরালো করছে।

জাতীয় সড়কে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনা, ব্যাহত যান চলাচল

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকের ভাটানালা এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর পথ দুর্ঘটনা। অল্পের জন্য বড়সড় বিপদ এড়ানো গেলেও মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দাসপাড়া থেকে চা পাতা বোঝাই করে একটি পিকআপ ভ্যান বিধাননগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু ভাটানালা এলাকায় এসে হঠাৎই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গাড়িটি বিকল হয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে।ঠিক সেই সময় দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি ছয় চাকার কন্টেইনার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন দিক থেকে সজোরে ধাক্কা মারে ওই পিকআপ ভ্যানটিকে।প্রবল ধাক্কায় মুহূর্তের মধ্যে দুমড়ে-মুচড়ে যায় ভ্যানটি এবং গাড়িতে বোঝাই থাকা চা পাতা ছড়িয়ে পড়ে রাস্তার উপর।দুর্ঘটনার বিকট শব্দে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের তৎপরতায় কন্টেইনারের ভিতর থেকে চালককে উদ্ধার করা হয়। সৌভাগ্যবশত, চালক সামান্য আহত হলেও বড় কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুক্ষণের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও জমজমাট পতিরামের চড়ক মেলা

সাজাহান আলি, নয়া জামান ,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বিধানসভা নির্বাচন ও অন্যান্য কারণে চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক মেলা অনুষ্ঠিত হলো সোমবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত। পতিরাম নর্থ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে বহু বছরের প্রাচীন এই চড়ক মেলা উপলক্ষে প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। পিঠে লোহার বড়শি গেঁথে এক ব্যক্তিকে সন্ধ্যা নাগাদ শূন্যে ঘোরানোর সময় মানুষজনের ভিড় ছিল সবচেয়ে বেশি।এরকম লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে উপস্থিত মানুষজন প্রবল করতালিতে ভরিয়ে দেন। চৈত্র সংক্রান্তির পরে আনন্দমুখর পরিবেশে চড়ক মেলা দেখে মানুষজন খুশিতে মেতে ওঠেন। পতিরাম কদমতলী নর্থ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত সোমবারের চড়ক মেলায় রকমারি জিনিসপত্র নিয়ে ব্যবসায়ীরা দোকান দিয়েছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জিলিপি , রসগোল্লা , লাড্ডু , পান্তুয়া , ল্যাংচা , খুরমা সহ মিষ্টির দোকান, মনোহারী দোকান, গৃহস্থালি সামগ্রী , তরমুজ, হাতপাখা, ঠান্ডা পানীয়, ইমিটেশন সামগ্রী , তেলেভাজা, মসলা মুড়ি , লোহা , বাঁশ ,বেত ও কাঠের সামগ্রী, বেলুন, খেলনা ইত্যাদি। নিম্নচাপ জনিত কারণে রবিবার রাতে ও সোমবার ভোররাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয় পতিরামসহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে । ফলে কাঁদা জলে সর্বত্রই পরিস্থিতি ছিল একেবারে প্রতিকূল। সেই সঙ্গে ২১-৩০ কিলোমিটার গতিবেগে হিমেল হাওয়ায় যেন শীতের আমেজকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে এই গ্রীষ্মকাল। এসব সত্ত্বেও মানুষজন চড়ক মেলায় দলে দলে অংশগ্রহণ করেন। ফলে প্রচুর পরিমাণে বিকিকিনি হয় মেলাতে । স্বভাবতই ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে খুব খুশি। পতিরামের যুবক চন্দন মন্ডল , বিক্রম সরকার , নিতাই সরকার , বিষ্ণু পাল , অশোক সরকার , আলম মন্ডল প্রত্যেকেই জানান , ভোটের পরে এই মেলায় ঘুরে খুব ভালো লাগলো। আবহাওয়া ভালো থাকলে আরো অনেক বেশি লোক হতো বলে তারা জানান। চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক মেলা বৈশাখের মধ্যভাগে আয়োজিত হওয়ায় মানুষজন ভীষণভাবে এই মেলাকে উপভোগ করেন।

কুলিক সেতু ঘিরে স্বস্তির হাওয়া, বেহাল রাস্তার দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে জোরকদমে সংস্কার কাজ

রামকৃষ্ণ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জে কুলিক সেতু সংলগ্ন রাস্তার বেহাল দশা দীর্ঘদিন ধরেই ভোগান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের জন্য। গর্তে ভরা রাস্তা, তার উপর দিয়ে যাত্রী বোঝাই টোটোর ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত;প্রতিদিনই যেন দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে পথ চলতে হচ্ছিল যাত্রী ও চালকদের।

কবে হবে সংস্কার?;এই প্রশ্নই ছিল সবার মুখে। অবশেষে সেই প্রশ্নের উত্তর মিলতে শুরু করেছে। প্রশাসনিক উদ্যোগে এখন জোরকদমে চলছে কুলিক নদীর উপর অবস্থিত কুলিক সেতুর সংস্কারের কাজ। দীর্ঘ টালবাহানার পর দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে মেরামতি, যা নিয়ে স্বস্তি ফিরেছে স্থানীয়দের মধ্যে।

উল্লেখ্য, রূপাহার থেকে বারোদুয়ারি পর্যন্ত শিলিগুড়ি মোড় হয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কটি নতুনভাবে

সংস্কার করা হচ্ছে। এই সড়কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ কুলিক সেতু, যা একসময় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। যদিও বর্তমানে বাইপাস জাতীয় সড়ক তৈরি হওয়ায় যানজট কিছুটা কমেছে, তবুও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ও যানবাহন এই সেতুর উপর দিয়েই রায়গঞ্জ শহরে প্রবেশ করে। সেতুর উপর রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে পড়েছিল যে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটত। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, গাড়িচালক;সবাইকে নাজেহাল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হত। তবে বর্তমানে সংস্কার কাজ শুরু হওয়ায় বদল আসছে পরিস্থিতিতে। স্থানীয়দের দাবি, এই উদ্যোগের ফলে বহুদিনের ভোগান্তি থেকে মুক্তি মিলবে। ইতিমধ্যেই কাজের অগ্রগতিতে খুশি সাধারণ মানুষ, চালক মহল ও ব্যবসায়ী সমাজ। তারা আশা করছেন, দ্রুত কাজ শেষ হলে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত হবে, এবং কুলিক সেতু আবারও স্বস্তির পথ হয়ে উঠবে রায়গঞ্জবাসীর কাছে।

ছাত্রাবাস থেকে পালিয়ে যাওয়া নাবালককে উদ্ধার করল পুলিশ

দিলীপ কুমার তালুকদার, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ ছাত্রাবাস থেকে পালিয়ে আসা এক নাবালক ছাত্রকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে অভিভাবকের হাতে ফিরিয়ে দিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার পুলিশ।চতুর্থ শ্রেণীতে পড়া ছাত্রটির নাম পলাশ মুর্মু(১০)।বাবার নাম সুনীল মুর্মু।বাড়ী উত্তর দিনাজপুর জেলার ভাটোলে।জানা গেছে,মাস তিনেক আগে পলাশকে পড়াশুনার জন্য বুনিয়াদপুরের এক ছাত্রাবাসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন তার বাবা সুনীল মুর্মু।সূত্রের খবর,সোমবার সকালে পলাশ ছাত্রাবাস থেকে পালিয়ে যায়।তারপর তার খোঁজাখুঁজি শুরু করে ছাত্রাবাস কতৃপক্ষ। এদিকে, বুনিয়াদপুরের সেলিমাবাদ এলাকার কয়েকজন তাকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় ঘুরতে দেখে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে, সে ছাত্রাবাস থেকে পালিয়েছে।তাদের মধ্যে একজন বংশীহারী থানায় খবর দিলে বংশীহারী থানার পুলিশ সেখানে ছুটে গিয়ে পলাশকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।পুলিশ ছাত্রাবাস কতৃপক্ষকে খবর দিলে একজন পরিচালক মন্ডলীর সদস্যা থানায় ছুটে আসেন।অন্যদিকে, পলাশের বাবাকেও খবর দেওয়া হয়।খবর পেয়ে তার বাবা ও মা ভাটোল থেকে বংশীহারী থানাতে ছুটে আসেন।ছাত্রাবাসের পরিচালক মন্ডলীর সদস্যা বলেন, রবিবার রাতে অন্যের থালা নিয়ে খেতে বসলে তাকে ধমক দেওয়া হয় এবং নিজের থালা ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়াতে সে রাগ করে ছাত্রাবাস থেকে পালিয়েছিল।আমরা তো তাকে শুধু উপদেশ দিয়েছিলাম।এরকম যে করবে, কে জানতো! ছাত্রাবাস থেকে সে পালিয়ে যাওয়ায় আমরা খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম।কিছু পরেই আমরা থানার দ্বারস্থ হতাম।তাকে থানা থেকে উদ্ধার করে তার বাবা মায়ের হাতে তুলে দেওয়ায় নিশ্চিন্ত হলাম।তাকে ছাত্রাবাসে রাখা হবে কিনা, তা পরিচালকমন্ডলী স্থির করবে।বংশীহারী থানার বক্তব্য, সোমবার বুনিয়াদপুরের এক ছাত্রাবাস থেকে পালিয়ে যাওয়া খুদে ছাত্রকে কয়েকজনের সহযোগীতায় উদ্ধার করে তার বাবা মায়ের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গাজোলের বিশিষ্ট সমাজসেবীর হাত ধরে তীর্থযাত্রায় দুস্থ ভক্তরা

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, মালদা ঃ পিতৃভক্তি আর সমাজসেবার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মালদার গাজোলের বিশিষ্ট সমাজসেবী বিধান চন্দ্র রায় ও তার পরিবার।তাঁর স্বর্গীয় পিতা শ্রী দুলাল চন্দ্র রায়ের স্মৃতিকে পাথেয় করে তিনি ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে গাজোল ব্লকের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জন অসহায় ও দুঃস্থ ভক্তকে তীর্থ দর্শনের সুযোগ করে দেওয়া হল।দীর্ঘদিনের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক প্রতিকূলতার কারণে যেসব ভক্তরা তীর্থ ভ্রমণ করতে পারছিলেন না, তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতেই বিধান বাবু ও তার পরিবারের লোকজন এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে তিনি ভক্তদের যাতায়াত থাকা-খাওয়া ও

বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শনের সমস্ত সুব্যবস্থা করেছেন।সোমবার গাজলের নয়াপাড়া বিধানচন্দ্র রায় এর বাসভবন থেকে এই যাত্রা শুরু হয়। ভক্তদের প্রসাদের ব্যবস্থাও এদিন করা হয়। প্রসাদ খাওয়ানোর পর তাদের কপালে ফোঁটা দিয়ে এবং ফুলের মালা দিয়ে ভক্তদের সংবর্ধনা জানানো হয়।ভক্তদের হাত খরচার জন্য কিছু অর্থ প্রদান করেন বিধান বাবু। সকলে জগন্নাথ মন্দিরে পূজো দিয়ে তীর্থ ভ্রমণ যাত্রা শুরু করেন।এই মহতী উদ্যোগ প্রসঙ্গে বিধান চন্দ্র রায় জানান, বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে মানুষের সেবা করতে পারাটাই আমার কাছে সবথেকে বড় শান্তি। এই অসহায় মানুষগুলোর আশীর্বাদই আমার জীবনের পাথেয়।এই যাত্রার প্রাক্কালে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বিধান বাবুর এই মানবিক পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন গাজোলের আপামর সাধারণ মানুষ। তারা মনে করছেন, বর্তমান সময়ে যেখানে সমাজসেবা কেবল প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেখানে এমন নিঃস্বার্থ উদ্যোগ সমাজের জন্য একটি বড় বার্তা।

ভিন রাজ্যে কাজের টোপ দিয়ে অপহরণ, ফোনে মুক্তিপণের হুমকি; পুলিশের দ্বারস্থ দিশেহারা পরিবার

দেবাশীষ পাল, নয়া জামানা, মালদা ঃ ভিন রাজ্যে কাজে নিয়ে যাবে বলে, বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক পরিযায়ী শ্রমিককে অপহরণের অভিযোগ উঠলো। ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা মুক্তিপণের দাবি করেছে অপহরণকারীরা। মালদহের হবিবপুর থানার দাল্লা এলাকার ঘটনা। পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার দ্বারস্থ হয়েছে মালদহ জেলা পুলিশ সুপারের কাছে। জানা গেছে, অপহৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম উমেশ রায়। তার বাবা হীরেন রায়ের অভিযোগ, তার ছেলে ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে। সেই সূত্রে রবিবার সকালে মালদার গাজোল থানার ওলতোড় এলাকার বাসিন্দা পেশায় লেবার সরবরাহকারী মুকুল

বিশ্বাস তার ছেলেকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়, ব্যাঙ্গালোরে শ্রমিকের কাজে নিয়ে যাবে বলে। এরপর সন্ধ্যা নাগাদ হঠাৎ সংশ্লিষ্ট ওই ব্যক্তি ফোন করে বলে তার ছেলেকে অপহরণ করা হয়েছে, মুক্তিপণ চাই। এরপরই তারা পুলিশের দ্বারস্থ হয়।সোমবার এই মর্মে মালদা জেলা পুলিশ সুপারের কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছে।

ভোট মিটতেই ফের ভিনরাজ্যে শ্রমিকদের ঢল, রাজ্যে কর্মসংস্থান নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

অপূর্ব বর্মন, নয়া জামানা, মালদা ঃ ভোট আসে ভোট যায়, সরকারের পরিবর্তন হলেও ভাগ্য পরিবর্তন হয় না এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের।তাই ভোটপর্ব শেষ হতেই আবার ভিনরাজ্যের পথে পা বাড়ালেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। মালদহের প্রায় ৮৪০ জন শ্রমিক বাড়ি ফিরেছিলেন ভোট দেওয়ার জন্য।

ভোট শেষ হতে ফের কাজে যোগ দিতে ১৫ টি বাসে করে রওনা দিলেন ভিন রাজ্যে।জানা গিয়েছে, বামনগোলা ও হবিবপুর ব্লকের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকেও শ্রমিকরা ফের একইভাবে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁদের মূল গন্তব্য হায়দ্রাবাদ সহ বিভিন্ন রাজ্যে। শ্রমিকদের যাতায়াতের খরচ

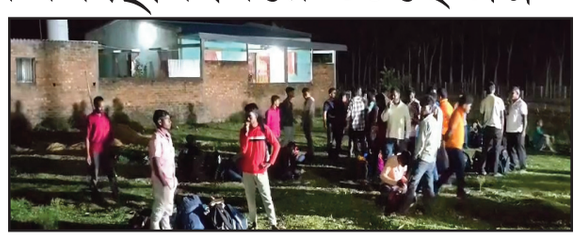

ঠিকাদাররাই বহন করছে বলে জানা গেছে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার রাজ্যের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থানের অভাবেই বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে। যদিও শাসক শিবিরের দাবি, রাজ্যে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। যদিও শ্রমিকদের একাংশের বক্তব্য, রাজ্যে সেভাবে কাজ মেলে না, আর যা মেলে তাতেও মজুরি খুব কম। সংসার চালাতে বাধ্য হয়েই বাইরে যেতে হচ্ছে।ভোটের সময় শ্রমিকদের ফিরে আসা এবং ভোট মিটতেই পুনরায় ভিনরাজ্যে যাত্রা সংস্থানের জন্য বর্তমানে পরিবর্তনও চাইছেন শ্রমিকরা।রবিবার রাতে ১২ মাইল এলাকা থেকে, প্রায় ১৫ টি বাস হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের নিয়ে রওনা দিল ;এই চক্র ঘিরে রাজ্যের বাস্তব চিত্র নিয়েই নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 28-04-2026 02:58 Page 6

মসজিদ-মন্দির-চার্চে অনুদান, বার্তা ঐক্যের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সাগরদিঘিতে অনুদান দিলেন বায়রন বিশ্বাস মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে ভোটের ফল ঘোষণার আগেই নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নজির গড়লেন বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। শুক্রবার ধুলিয়ানে তাঁর নিজস্ব কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন তিনি। এই অনুদানের পুরো অর্থই তিনি ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এদিন সাগরদিঘি ব্লকের নানা এলাকা থেকে মসজিদ, মন্দির, চার্চ, মাদ্রাসা, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের হাতে নিজে অনুদান তুলে দেন বিধায়ক। পাশাপাশি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পাশে থাকার বার্তাও দেন তিনি। বায়রন বিশ্বাস বলেন, মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থনের প্রতিদান দেওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। মানুষের প্রয়োজনে তিনি সবসময় পাশে থাকতে চান। নির্বাচনের ফল যা-ই হোক, মানুষের জন্য কাজ চালিয়ে যাবেন বলেও জানান তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বায়রন বিশ্বাস শুধু জনপ্রতিনিধি নন, একজন মানবিক ও দানশীল নেতা হিসেবেও পরিচিত। বিভিন্ন সময়ে সাধারণ মানুষের বিপদে-আপদে তাঁকে পাশে পাওয়া যায় বলেও তাঁদের বক্তব্য। অনুদানপ্রাপ্ত বিভিন্ন কমিটির সদস্যরাও বিধায়কের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে, ভোটের ফল ঘোষণার আগেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সত্যিই প্রশংসনীয়। এতে এলাকার মানুষের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাগরদিঘি জুড়ে ইতিবাচক সাড়া পড়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এমন উদ্যোগ ভোটের আগে সাধারণ মানুষের মনে ভালো প্রভাব ফেলতে পারে। তবে বায়রন বিশ্বাসের বক্তব্য, রাজনীতি নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

ঘরে ঘরে লাঠি-বল্লম রাখুন, অধীরের মন্তব্যে বিতর্ক

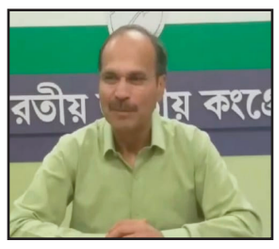

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই অশান্তির অভিযোগ উঠল বহরমপুরে। শনিবার গভীর রাতে বহরমপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে এক কংগ্রেস সমর্থকের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ, একদল দুষ্কৃতী বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালায় এবং পরিবারের সদস্যদের মারধর করে। এই ঘটনায় একই পরিবারের তিনজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক মহিলা রয়েছেন। আহতদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আক্রান্ত পরিবারের কর্তা কৃষ্ণ ঘোষ কংগ্রেস সমর্থক। পরিবারের দাবি, শনিবার রাতে বাড়ির এক মহিলা সদস্য বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর উদ্দেশ্যে কুমন্তব্য করে এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। তিনি প্রতিবাদ করলে অভিযুক্তরা ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়িতে হামলা চালায়। ভাঙচুরের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের উপর মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। পরে তিনি আহতদের হাসপাতালে গিয়ে দেখেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তবে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তাঁর মন্তব্য ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অধীর চৌধুরী বলেন, মানুষকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তিনি ঘরে ঘরে লাঠি, বল্লম বা আত্মরক্ষার সরঞ্জাম রাখার পরামর্শ দেন। প্রয়োজনে পাল্টা আক্রমণ করার কথাও বলেন বলে অভিযোগ। ভোটের আবহে তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি করেছে। প্রথম দফার ভোটে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর মিলেছিল। আসানসোলে ভোট মিটতেই এক কংগ্রেস সমর্থকের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। তার পর এবার বহরমপুরে হামলার অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়েছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সঞ্জীব-শ্রীকান্তর উদ্যোগে মিলল জীবনদায়ী সহায়তা

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ হাবরা হাসপাতালে রক্তের অভাবে যখন এক রোগীর জীবন সংকটে, ঠিক তখনই মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিলেন মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘীর দুই যুবক। সঞ্জীব দাস ও তাঁর বন্ধু শ্রীকান্ত বধূকের তৎপরতায় সময়মতো রক্ত পেয়ে নতুন করে বাঁচার আশায় বুক বাঁধলেন হাবড়ার বাসিন্দা বাসুদেব সাধুখা। জানা গিয়েছে, বাসুদেব সাধুখা বেশ কয়েকদিন ধরে হেমাটেমেসিস বা রক্তবমি রোগে ভুগছিলেন। শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাবরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন বলে জানান। কিন্তু পরিবারের পক্ষ থেকে বহু চেষ্টা করেও প্রয়োজনীয় রক্ত জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই কঠিন পরিস্থিতিতে রোগীর মেয়ে দেবস্মিতা সাধুখা অসহায় হয়ে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করতে শুরু করেন। শেষমেশ তিনি ফোন করেন সাগরদিঘীর উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক ও পরিচিত রক্তযোদ্ধা সঞ্জীব দাসকে। খবর পেয়েই দ্রুত উদ্যোগ নেন সঞ্জীব। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা তাঁর বন্ধু শ্রীকান্ত বধূকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর দু'জনে মিলে সোনারতরী চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় রক্তের ব্যবস্থা করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রক্ত হাসপাতালে পৌঁছে যায়। রক্ত পেয়ে চিকিৎসা শুরু হওয়ায় বাসুদেব সাধুখার পরিবারের মুখে স্বস্তির হাসি ফিরে আসে। বিশেষ করে তাঁর মেয়ে দেবস্মিতা সঞ্জীব দাস ও শ্রীকান্ত বধূকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সময়মতো সাহায্য না পেলে বাবাকে বাঁচানো কঠিন হয়ে যেত। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে। আবারও প্রমাণ হলো, সময়মতো সঠিক উদ্যোগ এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতাই বাঁচাতে পারে একটি মূল্যবান জীবন।

মোদির সফরে স্বপ্নপূরণ, তিন তরুণ-তরুণীর বাড়িতে পৌঁছাল প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ ১১ই এপ্রিল জঙ্গিপুরের মাটিতে প্রথমবারের মতো পা রাখেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর এই সফরকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ভাসে গোটা এলাকা। আর সেই সফরই স্বপ্নপূরণের পথ খুলে দিল জঙ্গিপুরের তিন তরুণ-তরুণী;বৃষ্টি মন্ডল, তৃষাগ্নি ব্যানার্জি এবং স্বরূপ হালদারের। জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর জনসভার খবর আগেই পেয়ে তাঁকে বিশেষ উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা করেন এই তিনজন। দিন-রাত পরিশ্রম করে কেউ আঁকেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতি, আবার কেউ এঁকেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি। এরপর ১১ই এপ্রিল মঙ্গলজন সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সেই ছবিগুলি নিয়ে হাজির হন তারা। জনসভার ভিড় ও নিরাপত্তা বলয়ের বাধা পেরিয়ে অনেক কষ্টে ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন তারা। প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে ওঠার পরই নিজেদের আঁকা ছবি উঁচিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। অবশেষে সেই প্রচেষ্টা সফল হয়;প্রধানমন্ত্রীর নজরে আসে ছবিগুলি। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশ দেন ছবিগুলি সংগ্রহ করার জন্য। সেই সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, যাঁরা তাঁর জন্য এত পরিশ্রম করে উপহার এনেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে তিনি চিঠি পাঠাবেন। প্রতিশ্রুতি মতো কয়েক দিনের মধ্যেই সেই চিঠি পৌঁছে যায় তিনজনের বাড়িতে। রঘুনাথগঞ্জের প্রতাপপুরে বৃষ্টি মন্ডলের বাড়ি, গোডাউন কলোনিতে স্বরূপ হালদারের বাড়ি এবং ভাগীরথী পল্লীতে তৃষাগ্নি ব্যানার্জির বাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর চিঠি এসে পৌঁছায়। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত তিন পরিবারই। তাঁরা এই অভিজ্ঞতাকে জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট কোন দিকে? অঙ্ক কষছে সব রাজনৈতিক দল

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই মুর্শিদাবাদে নতুন করে অঙ্ক কষতে শুরু করেছে সব রাজনৈতিক দল। জেলার ভোটের ফলে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলতে পারে পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট; এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, এবার রেকর্ড সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফিরে ভোট দিয়েছেন। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, জেলায় প্রায় ১২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক এবার ভোট দিয়েছেন, যা অতীতের সব নির্বাচনের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এসআইআর হওয়ার পর এই প্রথম নির্বাচন। তাই ভোটার তালিকায় নাম থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা, নাম বাদ যাওয়ার ভয় এবং নানা জটিলতার আশঙ্কায় এবার পরিযায়ী শ্রমিকরা ভোটদানে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। ভিনরাজ্যে কাজ করা শ্রমিকদের পাশাপাশি রাজ্যের অন্য জেলায় কাজ করা বহু মানুষও বাড়ি ফিরেছেন। ট্রেন, বাস, এমনকি কষ্ট করে দাঁড়িয়ে-ঝুলে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে তাঁরা গ্রামে ফিরেছেন শুধুমাত্র ভোট দেওয়ার জন্য। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে এমন আগ্রহ আগে খুব কমই দেখা গিয়েছে। জেলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে এবার ভোটের হারও চোখে পড়ার মতো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যেসব কেন্দ্রে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগ বেশি উঠেছিল, সেসব এলাকাতেই এবার ভোটের হার বেশি হয়েছে। ফলে বোঝা যাচ্ছে, ভোটাধিকার রক্ষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়তি সচেতনতা তৈরি হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনের হিসাব অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তত ১৫ লক্ষ মানুষ দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং বিদেশে কাজ করেন। জেলার বহু গ্রাম থেকে দল বেঁধে ৮০ থেকে ৯০ জন যুবক কাজের খোঁজে বাইরে যান। কেউ নির্মাণ শ্রমিক, কেউ কারখানার কর্মী, কেউ আবার দোকান বা শপিং মলে কাজ করেন। অনেকে সৌদি আরব, দুবাই, কুয়েতের মতো দেশে গিয়ে বাগান পরিচর্যা, নির্মাণকাজ বা পরিষেবা ক্ষেত্রে কাজ করেন। তবে বিদেশে থাকা বহু শ্রমিক এবার ভোট দিতে ফিরতে পারেননি। বিমানভাড়া ও যাতায়াত খরচ বেশি হওয়ায় অনেকেই আসতে পারেননি। তবে যাঁরা ইদের সময় বাড়ি ফিরেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ভোট দিয়ে আবার বিদেশে ফিরে যাচ্ছেন। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা শ্রমিকদের বড় অংশ ভোট দিতে বাড়ি ফিরেছেন। ফলে ১২ লক্ষের কাছাকাছি ভোট পড়েছে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক ভোট কোন দিকে গেল, তা নিয়েই এখন চর্চা তুঙ্গে। কারণ, এবার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের ঘটনা বাংলার ভোটে বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে। বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে একের পর এক বাঙালি শ্রমিক আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কোথাও মারধর, কোথাও হেনস্থা, আবার কোথাও খুনের ঘটনাও সামনে এসেছে। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকদের নিশানা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। গত এক বছরে এই আতঙ্কে বহু পরিযায়ী শ্রমিক কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরেছেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সেই ক্ষোভ যদি ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হয়, তাহলে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এতে সুবিধা পেতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ, শাসকদল নির্যাতিত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি করছে। আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা, ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা, পরিবারের পাশে আর্থিক সাহায্য; এসব বিষয় প্রচারে তুলে ধরা হচ্ছে। হরিহরপাড়ার যুবক ও পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা শামিম রহমান বলেন, কোনও শ্রমিক আক্রান্ত হলে তাঁরা দ্রুত যোগাযোগ করে তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তুলেছেন। তাঁর দাবি, আক্রান্ত শ্রমিকরা বিজেপি শাসিত রাজ্যে কী পরিস্থিতি দেখেছেন, তা গ্রামে ফিরে অন্যদের জানিয়েছেন। ফলে তাঁদের ভোট রাজ্যের শাসকদলের দিকে যেতে পারে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার মতিউর রহমান বলেন, বাঙালি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার এবার ভোটের বড় ইস্যু হয়েছে। তার উপর এসআইআরে হেনস্থার অভিযোগে পরিযায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ বেড়েছে। সেই কারণেই এবার ভোটদানের উৎসাহ অনেক বেশি ছিল। বিদেশে থাকা অনেকে ফিরতে না পারলেও দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় সবাই ফিরেছেন এবং ভোট দিয়েছেন। সব মিলিয়ে, মুর্শিদাবাদের নির্বাচনী ফল নির্ধারণে এবার পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। ১২ লক্ষ ভোট কোন দিকে গেল, তা বোঝা যাবে ফল প্রকাশের দিন। তবে এই ভোট যে জেলার রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিতে পারে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নেশামুক্তি কেন্দ্রে আবাসিকের মৃত্যু, খুনের অভিযোগ পরিবারের

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ নেশামুক্তি কেন্দ্রে আবাসিকের রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডোমকলে। মৃতের নাম গজলু সেখ । তিনি ডোমকল থানার ভগীরথপুর এলাকার বাসিন্দা। পরিবারের অভিযোগ, নেশামুক্তি কেন্দ্রে মারধর করে তাঁকে খুন করা হয়েছে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার ডোমকল থানার পুলিশ গজলু সেখকে বাড়ি থেকে আটক করে নিয়ে যায়। পরিবারের দাবি, গজলু আগে হেরোইনের নেশায় আসক্ত থাকলেও বর্তমানে নেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর পুলিশ তাঁকে একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠায় বলে অভিযোগ।পরিবারের আরও অভিযোগ, ওই কেন্দ্রে ভর্তি থাকার পর গজলুর সঙ্গে পরিবারের কাউকে সরাসরি দেখা করতে দেওয়া হতো না। পরিবর্তে সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হতো বা মোবাইলে ভিডিও পাঠানো হতো। সোমবার সকালে পরিবারকে ফোন করে জানানো হয়, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় গজলু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে। প্রথমে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করার কথা বলা হলেও পরে জানানো হয়, তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছে গজলুকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। অভিযোগ, এরপরই নেশামুক্তি কেন্দ্রের সদস্যরা হাসপাতাল ছেড়ে চলে যান। পরিবারের দাবি, গজলুর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল, যা মারধরের ইঙ্গিত দিচ্ছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, নেশামুক্তি কেন্দ্রে নির্যাতনের জেরেই গজলুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কীভাবে গজলু সেখের মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

স্ট্রংরুমে মালবাহী গাড়ি ঘিরে চাঞ্চল্য, কড়া নজরদারি প্রশাসনের

নয়া জামানা,জঙ্গিপুর ঃ জঙ্গিপুর-এ নির্বাচনকে ঘিরে বাড়তি সতর্কতার ছবি সামনে এল। জঙ্গিপুর পলিটেকনিক কলেজে স্থাপিত স্ট্রংরুম থেকে একটি মালবাহী গাড়ি বেরিয়ে আসতেই হঠাৎই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক মহলে। গাড়িটি স্ট্রংরুম চত্বর থেকে বেরোনোর সময় উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সন্দেহ প্রকাশ করে সেটিকে আটকে তল্লাশি চালান।ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তল্লাশিতে দেখা যায়, ওই গাড়িতে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো সংবেদনশীল সামগ্রী নয়, বরং প্যান্ডেলের বিভিন্ন সরঞ্জাম বহন করা হচ্ছিল। ফলে প্রাথমিক আতঙ্ক কাটলেও ঘটনাটি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাপা উদ্বেগ থেকেই যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্ট্রংরুম এলাকায় আগেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। তবে এদিনের ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও কড়াকড়ি আনা হয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে স্ট্রংরুমের আশেপাশে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে, জঙ্গিপুর পলিটেকনিক কলেজের বাইরে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি নিয়েও কড়া অবস্থান নেয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। যাদের কাছে কমিশনের বৈধ পরিচয়পত্র ছিল না, তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদেরই স্ট্রংরুম সংলগ্ন এলাকায় থাকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। যে কোনও গুজব বা আতঙ্ক ছড়ানো থেকে বিরত থাকার জন্য সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মীদের আবেদন জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, জঙ্গিপুরে নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনের নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি শান্তিপূর্ণ ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা যায়।

কেরালায় মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু, খুনের অভিযোগ পরিবারের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কেরালায়। মৃতের নাম আশিক মণ্ডল (২২)। তিনি মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানা এলাকার সরকার পাড়ার বাসিন্দা। শনিবার রাতে কেরালা থেকে ফোনে আশিকের মৃত্যুর খবর পান তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পরে কেরালার এর্নাকুলাম জেলার আলুয়া এলাকায়
একটি ভাড়া বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই পরিবারের দাবি, আশিককে খুন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আলুয়া থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় তিন বছর আগে আশিক তাঁর বাবা জান্নাত মোল্লার সঙ্গে কাজের সন্ধানে কেরালায় গিয়েছিলেন। জান্নাত মোল্লা তিরুবনন্তপুরমে শ্রমিকের কাজ করতেন। অন্যদিকে আশিক আলুয়ায় একটি চায়ের দোকানে কাজ নেন। সেখানেই অসমের এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে সেই পরিচয় প্রেমের সম্পর্কে গড়ায় বলে পরিবারের দাবি। জানা গিয়েছে, ওই মহিলা
অসমের বাসিন্দা হলেও স্বামীর সঙ্গে কেরালাতেই থাকতেন। একই এলাকায় থাকার কারণে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁদের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়। দু'জনে একসঙ্গে রিলস ভিডিও তৈরি করতেন বলেও জানা গেছে।
এই সম্পর্কের কথা জানাজানি হতেই অশান্তি শুরু হয় বলে অভিযোগ। আশিকের পরিবারের দাবি, সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি ওই মহিলার পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, মহিলার পরিবারের সদস্যরাই আশিককে খুন করেছে। এরপর ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে দেখাতে প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।
দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার খবর গ্রামে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকায়।

রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপের ধাক্কায় মৃত্যু কিশোরের

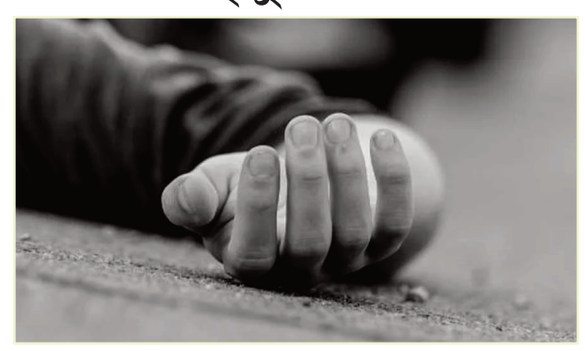

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ নবগ্রাম এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল এক কিশোর। মৃতের নাম রিয়াজ সেখ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নবগ্রামের একটি হোটেলের সামনে রাস্তা পারাপারের সময় আচমকাই একটি দ্রুতগতির পিকআপ গাড়ি এসে সজোরে ধাক্কা মারে তাকে। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে সাগরদিঘী হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে সেখানে পৌঁছলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে আটক করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিকে দুর্ঘটনার পর থেকেই পিকআপ গাড়ির চালক ও খালাসি পলাতক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ভাগীরথীতে তৃণমূল নেত্রীর স্বামীর দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ এক রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে মুর্শিদাবাদের লালগোলা ও রঘুনাথগঞ্জ জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। লালগোলা ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী হাসেন বানু বিবির স্বামী নাজির শেখের (৪৯) দেহ সোমবার দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ থানার বৈকুণ্ঠপুর ঘাট সংলগ্ন ভাগীরথী নদী থেকে উদ্ধার হয়। ভোটপর্ব শেষ হতেই শাসকদলের এক নেত্রীর স্বামীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাজির শেখের বাড়ি লালগোলা থানার ফকিরপাড়া এলাকায়। রবিবার দুপুর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের দাবি, এটি কোনও দুর্ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত খুন। মৃতের ছেলে নাদিম হাসান শেখ জানান, রবিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ তাঁর বাবা বাড়ি থেকে বের হন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে সাইকেল ছিল না। রাত ৮টা ৪০ মিনিট নাগাদ এলাকার একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে তাঁকে রঘুনাথগঞ্জের দিকে যেতে দেখা যায়। এরপর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ বৈকুণ্ঠপুর ঘাটে কয়েকজন ব্যক্তি স্নান করতে গিয়ে ভাগীরথীতে একটি দেহ ভাসতে দেখেন। পরে এক ব্যক্তি দেহটি তীরে তুলে আনেন এবং রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃতের পরিচয় নিশ্চিত হয়।পরিবারের অভিযোগ, নাজির শেখ সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এলাকায় সালিশি বৈঠকও করতেন। সেই সূত্রে তাঁর শত্রু থাকতে পারে বলেই পরিবারের অনুমান। তাঁদের দাবি, পূর্বপরিকল্পিতভাবে তাঁকে খুন করা হয়েছে।লালগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির আহ্বায়ক রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হাসেন বানু বিবি আমাদের দলের মহিলা ব্লক সহ-নেত্রী। তাঁর স্বামী সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন না। গতকাল রাতে তিনি স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার কথা জানান। আমরা তাঁকে পুলিশের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিই।এদিন সকালে তিনি থানায় গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহ উদ্ধারের খবর আসে। এটি খুন, আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা;এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 28-04-2026 02:58 Page 7

শেষ মুহূর্তের প্রচারে তেহট্টে ঝড় তুললেন তৃণমূল প্রার্থী

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ তেহট্ট বিধানসভায় শেষ দিনের প্রচারে জোরকদমে ঝড় তুললেন দিলীপ পোদ্দার। সোমবার নির্বাচনী প্রচারের অন্তিম লগ্নে ব্যাপক কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে তেহট্টজুড়ে শক্তি প্রদর্শন করে তৃণমূল কংগ্রেস।এদিনের প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান।

তাঁদের উপস্থিতি ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।প্রচার কর্মসূচির সূচনা হয় তেহট্ট ছিন্নমস্তা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে।সেখান থেকে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে তেহট্ট বাজার পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য রোড শোভাযাত্রা করেন তৃণমূল প্রার্থী। রোড শো-এর পুরো পথজুড়ে দলীয় পতাকা, স্লোগান এবং সমর্থকদের ভিড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়।রোড শো চলাকালীন সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বার্তা দেন প্রার্থী দিলীপ পোদ্দার। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে জয়ী করার আহ্বান জানান উপস্থিত নেতৃত্ব। শেষ দিনের প্রচারে এই শক্তি প্রদর্শনকে ঘিরে তেহট্ট বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দৈনিক
নয়া
জামানা
পত্রিকা
নিয়মিত
পড়ুন ও
পড়ান

গণনার আগে কীর্ণাহারে প্রশাসনের মাইকিং, জারি একাধিক নির্দেশিকা

রূম্পা দাস,নয়া জামানা, বীরভূম ঃ আগামী ৪ঠা মে বোলপুর কলেজে নানুর, লাভপুর ও বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনাকে ঘিরে প্রশাসনের তরফে কড়া নিরাপত্তা ও বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে সোমবার বিকেলে কীর্ণাহারের বিভিন্ন রাস্তায় মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গণনার দিন বোলপুর কলেজের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও ধরনের মিছিল, সমাবেশ, সভা, বিক্ষোভ বা শ্লোগান দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। পাশাপাশি, অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া ওই এলাকার মধ্যে পাঁচজনের বেশি লোকের জমায়েতও করা যাবে না।এছাড়াও আরও একাধিক বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে, যাতে গণনা প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায়।

প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, এই ধরনের কড়া পদক্ষেপ নেওয়ায় এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে।

নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত গাড়িতে বিজেপির ঝান্ডা ঘিরে সরব বিরোধীরা, কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নির্বাচনের শেষ লগ্নে প্রচারের ময়দানে দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) আঁতাত নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন খোদ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। ভাইরাল হয়েছে ইতিমধ্যে একটি ভিডিও,যেখানে দেখা যায় পুলিশ লেখা একটি গাড়িতে বিজেপির পতাকা। আর তাতেই সরব তৃণমূল কংগ্রেস। শান্তিপুরে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শান্তিপুরের তৃণমূল প্রার্থী ব্রজ কিশোর গোস্বামী একাধিক বিষয়ে তাঁর ক্ষোভ উগরে দেন।তৃণমূল প্রার্থীর প্রধান অভিযোগ, গ্রামাঞ্চলে সরকারি জলপ্রকল্প ‘সজল ধারা’র বিভিন্ন কাঠামোতে বিজেপির পতাকা লাগানো রয়েছে। তৃণমূলের পতাকা কোনো সরকারি জায়গায় থাকলে তা খুলে ফেলা হলেও বিজেপির ক্ষেত্রে কমিশন নীরব থাকছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।বিএসএফ বা সেনাবাহিনীর গাড়িতে বিজেপির পতাকা লাগানো হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর প্রশ্ন, যাদের

ন্যূনতম নীতিবোধ বা জ্ঞান নেই, তারা কীভাবে বিএসএফ-এর গাড়িতে দলীয় পতাকা লাগাতে পারে?প্রার্থীর আরও দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানিমূলক স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারে এবং এর সম্পূর্ণ দায় নির্বাচন কমিশনের ওপর বর্তাবে বলে তিনি জানান।বিজেপির কর্মীদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ওরা শান্তিপুর আসনটিকে ব্রাজিল বনাম হংকং ফুটবল ম্যাচের মতো মনে করছে, যেখানে ওরা হংকংকে ২০ গোল দেবে ভাবছে। কিন্তু এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস নির্বাচনের শেষে ওদের জন্যই ক্ষতিকর হবে।নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি আরও বলেন যে, কমিশন বর্তমানে পুরোপুরি বিজেপির অঙ্গুলি হেলনে চলছে, যা ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য এক অশনি সংকেত। নির্বাচনের ফলাফল এই সমস্ত অন্যায়ের যোগ্য জবাব দেবে বলেও তিনি আশাপ্রকাশ করেন। যদিও তৃণমূলকে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। তিনি জানাচ্ছেন, এই ঘটনা পুরোপুরি তৃণমূলের চক্রান্ত। কেউ বা কারা এই গাড়িতে পতাকা লাগিয়ে রীতিমতো প্রচারের আলোয় আসার চেষ্টা করছে। এই কাজ তৃণমূল ছাড়া কেউ করতে পারে না। সিপিআইএমও এ বিষয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি, শান্তিপুর বিধানসভার প্রার্থী সৌমেন মাহাতো জানাচ্ছেন আমরা বারংবার দাবি জানিয়ে আসছিলাম নির্বাচন কমিশন বিজেপির নির্দেশে চলছে। এই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসেরও মদত রয়েছে তাতে, বিভিন্ন প্রয়োজনে তারাও ব্যবহার করছে। তবে নির্বাচন কমিশন নিরপক্ষ না হলে মানুষের দুশ্চিন্তা আরো বাড়ছে স্বচ্ছ নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে।

সিউড়ি থানায় বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা, ১৪ দিন জেল হেফাজতে ধৃত

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের সিউড়ীতে এক বিজেপি নেতার গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গ্রেফতার হওয়া নেতার নাম দেবাশিষ ঘোষাল, তিনি সিউড়ী শহর বিজেপির সহসভাপতি এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ১২৪ নম্বর বুথের সভাপতি বলে জানা গিয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, এক মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করে সিউড়ী থানার পুলিশ।

অভিযোগ, ওই মহিলাকে ধর্ষণ করেছেন দেবাশিষ ঘোষাল। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে তাকে গ্রেফতার করা

হয়।সোমবার অভিযুক্তকে সিউড়ী আদালতে পেশ করা হলে আদালত তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে।

বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এটি সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং চক্রান্তের ফল। যদিও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।অভিযুক্তের আইনজীবীর কথায় আদালতে জামিন এদিন খারিজ হলেও আগামী ১১ই মে নতুন করে জামিনের আবেদন করা হবে।

প্রচারের শেষ লগ্ন, রেকর্ড জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী রুকবানুর !

পার্থ দাস বৈরাগ্য, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ পলাশীপাড়া বিধানসভায় শেষ দিনের প্রচারে ঝড় তুললেন রুকবানুর রহমান। সোমবার বিকেলে নির্বাচনী প্রচারের বিপুল কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে বার্নিয়া এলাকা জুড়ে শক্তি প্রদর্শন করল তৃণমূল কংগ্রেস।এদিনের নির্বাচনী রোড শোতে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী রুকবানুর রহমান, সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ আবু তাহের খান এবং বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি ও কর্মী সমর্থকরা। শেষ মুহূর্তের প্রচারে এদিন কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।সোমবার বার্নিয়া

খেলার মাঠ থেকে এই রোড শো শুরু হয়। সেখান থেকে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বার্নিয়া বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় বর্ণাঢ্য রোড শো করেন তৃণমূল প্রার্থী। রোড শো-তে দলীয় পতাকা, সমর্থকদের ভিড় ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বার্নিয়া।এই রোড শো থেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রুকবানুর রহমান কে জয়ী করার আহ্বান জানান উপস্থিত নেতৃত্ব।

কমিশন থেকে মিলছে না সুরাহা , ভোটের ডিউটি নিয়ে চরম বিপাকে বিশ্বভারতীর শিক্ষকমহল

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ নির্বাচনী দায়িত্বে অমানবিক চাপ দেওয়া হচ্ছে, রবিবার এমনই অভিযোগ তোলেন বিশ্বভারতীর শিক্ষকেরা। এনিয়ে রবিবার ইমেল মারফত বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে একটি চিঠি দিয়ে শিক্ষকদের সমস্যার কথা জানান শিক্ষকদের প্রতিনিধি মানস মাইতি। তারপরই রবিবার রাতে ভোটের দায়িত্ব থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতি চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি দেন বিশ্বভারতীর কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়। যদিও এই বিষয়ে কমিশনের কাছ থেকে এখনও কোনো উত্তর আসেনি বলে সূত্রের খবর। শিক্ষকদের দাবি, গত কয়েকদিন ধরেই তাঁরা বীরভূমের বিভিন্ন এলাকায় টানা নির্বাচনী কাজে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও রবিবার গণনার প্রশিক্ষণও নিয়েছেন। এর মধ্যেই হঠাৎ করে দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনে বহু শিক্ষককে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায়, এমনকি সাগরদ্বীপের মতো দূরবর্তী স্থানে মঙ্গলবারের মধ্যে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বল্প সময়ে যাতায়াতের সমস্যা, প্রবল গরমে দীর্ঘক্ষণ কাজের চাপ এবং শারীরিক অসুবিধার আশঙ্কার কথাও তুলে ধরা হয়েছে ইমেলে। এছাড়াও, শিক্ষাদানের কাজে বিঘ্ন ঘটার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মসচিব জানান, অধিকাংশ শিক্ষক আগেই এসআইআর ও প্রথম দফার নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেককে আবার ৪ মে-র গণনার কাজেও রাখা হয়েছে। এর মধ্যেই দ্বিতীয় দফার ভোটে অন্য জেলায় ডিউটি পড়ায় সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। আরও জানা গিয়েছে, একইসঙ্গে শিক্ষক ও আধিকারিকদের কিছু জনের দ্বিতীয় দফায় ভোটদানের ব্যাপার রয়েছে অথচ তাঁদের অন্য জেলায় ভোট পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁরা নির্বাচনে কিভাবে অংশ নেবেন কিভাবেই বা ভোটের দায়িত্ব পালন করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। বিশ্বভারতীর কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায় বলেন, সকলেই নির্বাচনের ডিউটি করতে চাইছেন কিন্তু বিষয়টি যেন মানবিকভাবে দেখা হয় তার আবেদন করেছি আমরা ।

পরিকাঠামোর হাল বেহাল, বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ঘেরাও করে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। সোমবার বিকালে উপাচার্যের দপ্তরের সামনে তাঁকে ঘেরাও করে দীর্ঘক্ষণ ধরে নিজেদের দাবিদাওয়া লিখিত আকারে তুলে ধরেন পড়ুয়ারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিকাঠামো ও পড়াশোনার পরিবেশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।

যদিও এই নিয়ে বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবু তালেব খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁকে ফোন বা মেসেজে পাওয়া যায়নি। পড়ুয়াদের অভিযোগ, হোস্টেলের ন্যূনতম পরিকাঠামো অত্যন্ত খারাপ।ছাত্রাবাসের পর্যাপ্ত আসবাব, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্যানিটেশনের

অভাব রয়েছে। পাশাপাশি অত্যধিক ল্যাব ফি বহন করতে অনেক পড়ুয়াই অসুবিধায় পড়ছেন।এমনকি খাবার ক্যান্টিনে অতিরিক্ত ভিড়, বিরতির সময় কম ও পর্যাপ্ত বসার জায়গার অভাবের কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলেও অভিযোগ।স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পড়ুয়ারা।জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসা মেলে না বলে দাবি তুলে প্রতিটি হোস্টেলে প্রাথমিক চিকিৎসা ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার দাবি জানানো হয়। এছাড়া দূর থেকে যাতায়াতকারী পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে উপস্থিতির কড়াকড়ি শিথিল করা। প্রবল গরমে শ্রেণীকক্ষে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা দ্রুত মেরামতের দাবিও তোলা হয়। পাশাপাশি সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার দ্রুত আয়োজন করে পড়ুয়াদের বছর নষ্ট হওয়া রুখতে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

তীব্র গরমে কঙ্কালসার পর্যটন শিল্প ঃ ভোট আবহে শান্তিনিকেতনে বুকিং বাতিল !

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ৪০ ডিগ্রীর গন্ডি বেরিয়েছে তাপমাত্রা। তীব্র দাবদাহে পুড়ছে বীরভূমের বোলপুর শান্তিনিকেতন। এই আবহাওয়ায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে নির্বাচন। ফলে যে সময় সবচেয়ে বেশি পর্যটকদের দেখা মেলার কথা, এখন সেখানে হাতেগোনা কিছু মানুষকে দেখা যাচ্ছে।

পর্যটকদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বর্তমানে চরম সমস্যায় পড়েছেন হোটেল ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ছোট দোকানদাররা। কিন্তু, কয়েক মাস আগেই ছবিটা ছিল পুরো ভিন্ন। শীত থেকে বসন্ত, পুরো সময়টাই শান্তিনিকেতন ছিল পর্যটকে ভরা। পৌষ মেলা, বসন্ত উৎসব, নববর্ষে সোনাঝুরি হাঁট - সমস্ত পার্বণেই এখানকার হোটেল গুলিতে ঘর পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। কিন্তু এপ্রিলের শেষের দিকে এসে হঠাৎই পর্যটনে ভাটা পড়েছে। ভোট এবং তীব্র গরম এই দুইয়ের জন্যই এই অবস্থা, বলে স্থানীয়দের দাবি। পাশাপাশি নির্বাচনের জন্য কয়েক দিন বন্ধ রাখা হয় রবীন্দ্রভবন। যার ফলে অনেক পর্যটকই হতাশ হয়ে ফিরে যান।

এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানিয়েছেন, নির্বাচনের কাজের জন্য রবীন্দ্র ভবনের সমস্ত কর্মী ও আধিকারিকদের ডেকে নেওয়া হয়েছিল যার জন্য কিছুদিন রবীন্দ্র ভবন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সাধারণত আগে সোনাঝুরি হাট, কঙ্কালীতলা ইত্যাদি জায়গায় উপড়ে পড়তো মানুষের ভিড়,

তীব্র গরমে সেইসব এলাকাও এখন জনশূন্য। হোটেলগুলিতেও একই অবস্থা। হোটেল মালিকদের কথায় অনেকে নিজেদের বুকিং বাতিল করেছেন, ফলে মাথায় হাত পড়েছে তাদেরও।

মানবিকতার জয় ! জরুরি অবস্থায় রক্ত দিয়ে বাংলাদেশি রোগীর প্রাণ বাঁচালেন নলহাটির যুবক

সায়ন ভান্ডারী ।। নয়া জামানা ।। বীরভূম

কয়েকদিন আগে বালুরঘাট থেকে চেন্নাইয়ে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া দুই যুবকের যাত্রা মাঝপথেই থমকে গেল আকস্মিক অসুস্থতায়। ট্রেন চলাকালীন হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁদের মধ্যে এক যুবক। তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকায় সঙ্গী চাচাতো দাদা আর ঝুঁকি না নিয়ে বীরভূমের নলহাটি স্টেশনে নামিয়ে দেন তাঁকে।

সেখান থেকে তড়িঘড়ি রামপুরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসকরা রোগীর শারীরিক পরীক্ষা করে দ্রুত রক্তের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। কিন্তু সমস্যার শুরু সেখানেই। স্থানীয় না হওয়ায় এবং পরিচিতির অভাবে প্রয়োজনীয় রক্তের জোগাড় করতে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন রোগীর আত্মীয়। বহু চেষ্টা করেও মেলেনি মনের মতো

রক্তদাতা। এই কঠিন পরিস্থিতিতেই সামনে আসেন নলহাটির এক বাসিন্দা। ঘটনাচক্রে তাঁর পরিবারের এক সদস্য ওই সময় হাসপাতালে পাশের বেডে ভর্তি ছিলেন।বিষয়টি জানতে পেরে তিনি তাঁর ছেলে সাহিল মোমিনকে খবর দেন। খবর পেয়ে সাহিল কোনও দ্বিধা না করে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং রক্তের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেন। পরীক্ষায় জানা যায়, রোগীর প্রয়োজনীয় রক্তের গ্রুপ এবি পজিটিভ। কাকতালীয়ভাবে সাহিলের রক্তের গ্রুপও একই হওয়ায় তিনি নিজেই রক্তদান করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এই উদ্যোগে শেষ পর্যন্ত রোগীর প্রাণ রক্ষা হয়। চিকিৎসকদের তৎপরতা ও সময়মতো রক্ত পাওয়ায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন ওই যুবক। জানা গিয়েছে, অসুস্থ যুবকের নাম ত্রিবিরাজ অমর রায় এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন চাচাতো দাদা সাধন কুমার সরকার। তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলায়। কিডনির সমস্যার চিকিৎসার জন্যই তাঁরা দক্ষিণ ভারতে যাচ্ছিলেন।

পথে হঠাৎই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, সঙ্গে তীব্র কাশি ও রক্তপাত হতে থাকে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে ওঠে যে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি।সুস্থ হওয়ার পর ত্রিবিরাজ এবং তাঁর আত্মীয়রা সাহিল মোমিন ও তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কথায়, অপরিচিত জায়গায় বিপদের সময় এমনভাবে কেউ পাশে দাঁড়াবে, তা ভাবিনি। এই সাহায্য আমরা কোনওদিন ভুলব না। স্থানীয়দের মতে, সাহিল রক্তের বন্ধন নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়ান। এই ঘটনায় মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

কৃষ্ণগঞ্জে প্রবীন নাগরিকদের ভোটদান খতিয়ে দেখলেন সাধারণ পর্যবেক্ষক

নায়া জামানা, নদীয়া ঃ ৮৮ কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি) বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় সাধারণ পর্যবেক্ষক, শ্রী কিল্লু শিবা কুমার নাইডু(আইএএস) শনিবার কৃষ্ণগঞ্জের দুর্গাপুর গ্রামে অনুপস্থিত প্রবীণ নাগরিক (এভিএসসি)ভোটারদের জন্য গৃহভিত্তিক ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন।পোলিং দল ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী জওয়ানদের উপস্থিতিতে এদিন তিনি সমগ্র

ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করেন এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তাও নিশ্চিত করেন। তিনি এক ৯৩ বছর বয়সী এভিএসসি ভোটারের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং সরাসরি ভোটদানের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন।ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি জানান, গৃহভিত্তিক ভোটগ্রহণের এই উদ্যোগ প্রবীণ ও অন্যান্য যোগ্য অনুপস্থিত ভোটারদের মর্যাদা ও সুবিধার সঙ্গে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে সহায়তা করছে।

২৮ এপ্রিল ২০২৬

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

লাল-সবুজ-গেরুয়া ত্রিমুখী লড়াই

প্রত্যাবর্তন না পরিবর্তন,জল্পনায় তুঙ্গে শিল্পাঞ্চল

রাকেশ লাহা ।। নয়া জামানা ।। জামুড়িয়া

২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই শিল্পাঞ্চল জামুড়িয়ার রাজনীতি যেন নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ভোট মিটলেও উত্তেজনা কমেনি, বরং বেড়েছে জল্পনা, অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ। চায়ের দোকান থেকে কারখানার গেট, পাড়ার মোড় থেকে খেলার মাঠ;সব জায়গাতেই এখন একটাই আলোচনা;এবার কি জামুড়িয়ায় পুরনো 'লাল দুর্গ'-এর প্রত্যাবর্তন, নাকি 'সবুজ শাসন' আবারও টিকে থাকবে, নাকি গেরুয়া শিবির চমক দেখাবে? জেলা পশ্চিম বর্ধমানের ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের মতো জামুড়িয়াতেও ভোট হয়েছে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে। প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি;সব মিলিয়ে বড় কোনও অশান্তি ছাড়াই ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের। তবে ভোট মিটতেই সামনে আসতে শুরু করেছে ভিন্ন ছবি;নীরব ভোটার, আড়ালে ক্ষোভ, আর মাটির তলায় চলা রাজনৈতিক সমীকরণের জটিলতা।

এবারের ভোটে অন্যতম উল্লেখ যোগ্য বিষয় হল রেকর্ড সংখ্যক ভোটার উপস্থিতি। তীব্র গরম উপেক্ষা করেও দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ ভোট দিয়েছেন। কিন্তু ভোট দেওয়ার পরেই যেন বদলে গেছে চিত্র। অধিকাংশ ভোটারই নিজেদের পছন্দ গোপন রাখছেন। অনেকেই বলছেন, তভোট হয়েছে ভোটের মতোই, নিজের মত দিয়েছিদ, কিন্তু কাকে ভোট দিয়েছেন;সেই প্রশ্নে স্পষ্ট উত্তর নেই। কেউ কেউ আবার ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় বলছেন, তফুলে ভোট দিয়েছি, কিন্তু কোন ফুলে সেটা বলব না।দ এই নীরবতাই এখন রাজনৈতিক মহলের কাছে সবচেয়ে বড় ধাঁধা এবং সম্ভাব্য 'গেম চেঞ্জার'। উন্নয়ন বনাম বঞ্চনা;এই দ্বন্দ্বই এই নির্বাচনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, গত পাঁচ বছরে জামুড়িয়ায় নজিরবিহীন উন্নয়ন হয়েছে এবং সেই উন্নয়নের ভিত্তিতেই মানুষ ভোট দিয়েছেন। অন্যদিকে বিরোধী শিবির;বাম ও বিজেপি;সরাসরি অভিযোগ তুলছে, উন্নয়নের নামে শুধুই প্রচার হয়েছে, বাস্তবে মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলি থেকেই গেছে। বেহাল রাস্তাঘাট, পানীয় জলের দীর্ঘদিনের সংকট, শিল্পাঞ্চল হয়েও কর্মসংস্থানের অভাব;এই ইস্যুগুলিই এখন ভোট-পরবর্তী আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, লালদের সরিয়ে সবুজ এনেছিলাম উন্নয়নের আশায়, কিন্তু পাঁচ বছরে সেই আশা অনেকটাই ভেঙে গেছে। এই নির্বাচনের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হল ত্রিমুখী লড়াই। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের দখল ধরে রাখতে মরিয়া, অন্যদিকে বাম-আইএসএফ জোট তাদের পুরনো শক্ত ঘাঁটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে, আর তৃতীয় শক্তি হিসেবে বিজেপি আক্রমণাত্মক প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে চাইছে। বিশেষ করে বিজেপি প্রার্থী ডা. বিজন মুখার্জি;স্থানীয় 'ভূমিপুত্র' ও পরিচিত চিকিৎসক হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা;ভোটের সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। একইসঙ্গে, জামুড়িয়ায় প্রায় ২৬ শতাংশ মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক এই নির্বাচনের ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সিপিআইএম প্রার্থী মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় সেই ভোটের একটি বড় অংশ বাম-আইএসএফ জোটের দিকে যেতে পারে;এমনই ধারণা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। ফলে সরাসরি লড়াইয়ের পাশাপাশি 'ভোট কাটাকাটি'র বিষয়টিও সামনে চলে এসেছে। কে কার ভোট কাটবে, সেই কাটাকাটির ফলে শেষ পর্যন্ত কে লাভবান হবে;এই প্রশ্নই এখন আলোচনার কেন্দ্রে। ভোট শেষ হলেও অভিযোগ-প্রতিআভিযোগের রাজনীতি থামেনি। কোথাও ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ, কোথাও বুথে চাপ সৃষ্টির দাবি;যদিও প্রশাসনের তরফে সব অভিযোগ অস্বীকার করে ভোটকে শান্তিপূর্ণ বলা হয়েছে। তবুও মাটির স্তরে এই বিতর্ক থামেনি, বরং তা আরও বাড়ছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়;প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের জয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী। তৃণমূল উন্নয়নের উপর ভরসা করছে, বিজেপি পরিবর্তনের হাওয়ার কথা বলছে, আর বাম-আইএসএফ জোট নীরব ভোটারদের নিজেদের পক্ষে মনে করছে। ফলে বাস্তবে কে এগিয়ে;তা নিয়ে ধোঁয়াশা আরও ঘনীভূত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জামুড়িয়ার ভোট যেন শুধুমাত্র একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়া নয়, বরং এক জটিল রাজনৈতিক সমীকরণের পরীক্ষাগার হয়ে উঠেছে। গোপনে কি ফিরছে পুরনো 'লাল দুর্গ'? নাকি সবুজ শিবির আবারও দখল ধরে রাখবে? নাকি গেরুয়া শক্তিই এই লড়াইয়ে চমক দেখাবে?;এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখন সময়ের অপেক্ষা। গণনার দিনই স্পষ্ট হবে আসল ছবি, তবে তার আগে পর্যন্ত জামুড়িয়ার রাজনীতি ঘিরে কন্ট্রোভার্সি ও জল্পনা আরও বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

আকস্মিক শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে কৃষকরা

নয়া জামানা, জামুড়িয়া ঃ তীব্র গরমে নাজেহাল অবস্থা আর সেই আবহেই হঠাৎই একটানা প্রায় ২৫ থেকে ৩০ মিনিট শিলা বৃষ্টি। দীর্ঘক্ষণ গৃহবন্দী সাধারন মানুষ, থমকে পড়ল পথচারীরা। সোমবার বিকেলের দিকে হঠাৎই জামুরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় একটানা আধা ঘন্টা শিলাবৃষ্টি। সাথে চলে ঝোড়ো হাওয়া।বেশ কয়েকদিনের তীব্র দাবদাহের পর প্রকৃতির এই রূপ বদল , একদিকে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস অন্যদিকে দীর্ঘক্ষণের শিলাবৃষ্টিতে গ্রামাঞ্চলের কৃষি জীবি মানুষেরা পড়ল ক্ষতির মুখে।এদিন স্বস্তির বৃষ্টিতে ভেজার বদলে শিলাবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে দীর্ঘক্ষন গৃহবন্দী হয়েই থাকতে হয় সাধারণ মানুষজনকে। এলাকার মানুষজনের দাবি, এই ঘাম ঝরানো গরমের মধ্যে একদিকে এই বৃষ্টি যেমন স্বস্তি এনে দিল, ঠিক তেমনি হঠাৎ করেই শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে কৃষিজীবী মানুষজন। এছাড়াও গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি গুলিতে দীর্ঘক্ষণ পড়তে থাকা বরফের টুকরো ব্যাপক ক্ষতি করে বলে জানা যায়। প্রতিবেদন লেখা অব্দি , এখনও রয়েছে মেঘলা আকাশ, সাথে দফায় দফায় মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের ঝলকানি এমনকি ঝিরিঝিরি বৃষ্টিপাতও হচ্ছে।

নির্ভয়ে ভোট দানের আবেদন রেখে বাহিনীর রুট মার্চ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভোটের একদিন আগে সাধারণ ভোটারদের ভয় কাটাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ হলো পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর বিধানসভা এলাকায়। সোমবার সকালে ওই বিধানসভা এলাকার সাতগেছিয়া বাজারে ব্যবসায়ী এবং পথ চলতি সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে নির্ভয়ে ভোট প্রদানের জন্য আবেদন করা হয় বাহিনীর তরফে। কমিশনের নির্দেশ মতো সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলা হয়। এলাকার সাধারণ নাগরিকরা আগ্রহ নিয়েই আধা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কথা বলেন। তারা অবশ্য এই এলাকা শান্তিপ্রিয় বলে জানান কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের।

ভোটের ইস্যু বালি পাচার, পর্যটনের গৌরব ফেরানোর প্রতিশ্রুতি প্রার্থীদের

নয়া জামানা, গলসি ঃ এক সময় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে রণডিহার নামডাক থাকলেও বর্তমানে সেই ছবি বদলে গিয়েছে। পর্যটকরা এখ ন আর দামোদরের বাঁধ বা ভরতপুরের বৌদ্ধস্তুপ দেখতে আগের মতো যান না। তার বদলে এই জায়গা এখন বালি পাচারের কেন্দ্র হিসেবে বেশি পরিচিতি পেয়েছে। ২০১৬ সালে ডিপিআর (ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট) জমা হয়েছিল জেলাশাসকের দপ্তরে। কিন্তু তার পরেও পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি। সরকারি লজগুলো এখন খালি পড়ে রয়েছে। এই আবহে চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে রণডিহার বেহাল দশা এবং বালি পাচার সবথেকে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, যথেচ্ছ ভাবে দামোদর নদ থেকে বালি তুলে পাচার করা হচ্ছে। প্রতিদিন ট্র্যাক্টরে করে বালি তুলে এনে বিভিন্ন জায়গায় জমা করে রাতের অন্ধকারে ট্রাকে করে তা সরানো হয়। বালি বোঝাই গাড়ির চাপে গ্রামের রাস্তাগুলোর অবস্থা এখ ন অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তৃণমূলের একাংশের মদতেই এই কারবার রমরমিয়ে চলছে। এমনকী স্থানীয় চাকতেঁতুল পঞ্চায়েত প্রধান অনুপ মেটের বিরুদ্ধেও বালি পাচারের অভিযোগ উঠেছে। বালি খাদানে অভিযানের সময় পুলিশকে হেনস্থা করার অভিযোগ অনুপ মেটের ভাইকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। অনুপ মেটে অবশ্য জানিয়েছেন ভাইয়ের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। পরিবার নিয়ে আলাদা থাকে। বালি পাচারের অভিযোগ কি শুধু শাসক দলের বিরুদ্ধে? বিজেপি কর্মীরাও যুক্ত আছে। গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র। তিনি বলেন বালি পাচারের সঙ্গে বিজেপির কোনও কর্মী যুক্ত নেই। আমরা ক্ষমতায় আসার পরে বালি কারবার বন্ধ করব। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে রণডিহার পুরোনো গৌরব পুনরুদ্ধার করব। বালি কারবার নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তৃণমূল প্রার্থী অলোক মাঝি। তিনি বলেন পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে রণডিহাকে সাজিয়ে তোলার জন্য ২০১৬ সালে একটি ডিপিআর করে তৎকালিন জেলা শাসক সৌমিত্র মোহনের কাছে জমা করেছিলাম। পুনরায় বিধায়ক হলে রণডিহাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সুন্দর ভাবে সাজানো হবে।

ভোটের পরেও থাকবে বাহিনী, স্কুলে পঠনপাঠন নিয়ে দুঃচিন্তা

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ সারা রাজ্যের সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৬ টি আসনে ভোট গ্রহণ। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই জেলার স্কুল গুলোতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের থাকার জন্য অস্থায়ী শিবির চলছে। ভোট পর্ব মিটে যাবার পর যতদিন না সরকার গঠন হবে ততদিন পর্যন্ত বাহিনীর জওয়ানরা থাকবেন। এর ফলে বিদ্যালয় গুলোতে ছাত্র ছাত্রীদের পঠনপাঠন নিয়ে দুঃচিন্তা শুরু হয়েছে শিক্ষক শিক্ষিকাদের। এরই মধ্যে পঠনপাঠন ও মিডডে মিল প্রায় বন্ধ। বর্তমানে বাহিনীর জন্য স্কুলে আসতে পারছেন না শিক্ষকরাও। কিন্তু ভোট শেষ হলেই স্কুল গুলোতে গরমের ছুটি পড়ে যাবে। ফলে পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে আসার অভ্যাস চলে যাবে বলে শিক্ষকদের দাবি। এছাড়াও বিদ্যালয়ে পরীক্ষা নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। সব নিয়ে ভোটের আবহাওয়ায় পড়ুয়াদের সমস্যা অনেকটাই যে বেড়েছে সে কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন জেলা স্কুল শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার গ্রাম শহরের বেশিরভাগ স্কুলে এখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের রাখা হয়েছে। ভোটের জন্য এখন পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমানে ৬৬ কোম্পানি বাহিনী এসেছে। আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার কথা। তাদের রাখা হয়েছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে। ফলে পঠনপাঠন বন্ধ। একই সঙ্গে বন্ধ আছে মিডডে মিল। ফলে ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে এসে ডিম সহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছেন না। বিষয়টি নিয়ে ভাবিয়ে তুলেছে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের। এদিকে ভোট মিটে গেলে গননা পর্যন্ত বাহিনী থাকবে। আর তার পরেই গ্রীষ্মের ছুটি পড়ে যাবে। আর সেটা নিয়ে আরও ভাবিয়ে তুলেছে শিক্ষিকাদের। কারণ এখন এমনিতেই স্কুলে আসতে পারছে না পড়ুয়ারা। এর পর লম্বা ছুটি পড়বে। ফলে স্কুলে আসার স্বাভাবিক অভ্যাস অনেকটাই কমে যাবে বলে আশংকা। এমনিতেই স্কুল ছুট কমাতে দীর্ঘ পরিকল্পনা করে এগোতে হচ্ছে শিক্ষিকাদের। তার মধ্যে একটানা স্কুলে না আসার সম্ভবনা অনেকটাই সমস্যা ডেকে আনতে পারে। শিক্ষিকাদের দাবি, নিয়মিত স্কুলে আসা বন্ধ থাকায় শিক্ষিকাদের সঙ্গে পড়ুয়াদের দুরত্ব তৈরী হলে পরবর্তীতে তাদের ক্লাসে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে। এছাড়াও বাহিনীর জওয়ানদের রাখার পর বিদ্যালয়ে অফিসিয়াল কাজকর্মও হচ্ছে না ঠিকমতো। কারণ অফিস খুলতে গেলে নিয়ম কানুন মানতে হচ্ছে। প্রধান শিক্ষকদের এক সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৌমেন কোনার সাংবাদিকদের বলেছেন, যে সব স্কুলে বাহিনী রয়েছে সে সব স্কুলে অফিস খোলার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ একটাই , নিয়মের বেড়াজাল। এর জন্য পরীক্ষা প্রস্তুতি বা পরীক্ষা নেবার কাজ কোনটাই হচ্ছে না। এরই মধ্যে অনেক স্কুলে প্রথম পুনর্মূল্যায়ন পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। এদিকে স্কুল বন্ধ থাকায় জেলার জনজাতি এবং তফশিলি সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীরা মিড- ডে মিল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যারা বেশিরভাগ মিড- ডে মিলের ওপর নির্ভরশীল। প্রতি সপ্তাহে দুদিন ডিম কিংবা পুষ্টিকর খাবার, ফল দেওয়া হয় তাদের জন্য। ফলে ওই সব কিছু পাচ্ছে না তারা। এমনটাই দাবি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। অন্যদিকে ভোটের জন্য এতদিন স্কুল বন্ধ থাকার পর ভোট মিটে যাবার পরেই গরমের ছুটি পড়বে। ফলে লম্বা ছুটির পর আরও সমস্যা দেখা দেবে হাজিরা নিয়ে। কারণ বেশিরভাগই স্কুলে আসার অভ্যাস কমতে শুরু করছে। সিলেবাস শেষ কি করে হবে তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে মাষ্টার মশাইদের।আর এসব নিয়ে আবার নতুন করে স্কুল ছুটের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা সব মহলের।

নাকা তল্লাশিতে ১০লক্ষ টাকা উদ্ধার, আটক ২

নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ নির্বাচনকে সামনে রেখে কঠোর নজরদারির অংশ হিসেবে পূর্ব বর্ধমানের কালনায় পুলিশের নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ। সোমবার, ২৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বৈদ্যপুর পুলিশ আউটপোস্টের উদ্যোগে 'কুলটি হাড়িতলা' এলাকায় বিশেষ তল্লাশি চালানো হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআই ব্রজগোপাল হালদারের নেতৃত্বে এএসআই চন্দ্রব্রত রায়চৌধুরী ও অনুপ কুমার ধারা, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ফ্লাইং স্কোয়াড ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে এই অভিযান পরিচালিত হয়। তল্লাশি চলাকালীন সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। অভিযানে হুগলি জেলার পান্ডুয়ার বাসিন্দা সুরেন্দর সাউয়ের কাছ থেকে ৮ লক্ষ টাকা এবং কালনার বাঘনাপাড়া এলাকার বাসিন্দা নূর আলম শেখের কাছ থেকে ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। সব মিলিয়ে মোট ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিরা এই বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ বহনের কোনও বৈধ নথি বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। নির্বাচনকালীন বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার বেশি নগদ অর্থ বহনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় তা আইনবিরুদ্ধ বলে গণ্য হয়। ফ্লাইং স্কোয়াড ম্যাজিস্ট্রেট মানস কুমার ঘোষ এবং এক্সপেন্ডিচার অবজার্ভার ডঃ ভি. বালাসুব্রমনিয়ামের উপস্থিতিতে উদ্ধার হওয়া সমস্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে এ ধরনের নজরদারি আরও জোরদার করা হবে।

দুই যুবককে মারধরের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতাড় থানার ওড়গ্রাম এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী দুই যুবককে মারধর করেন। আর এই অভিযোগ ঘিরে জওয়ানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দুই যুবককে মারধরের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনাও ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওড়গ্রাম মাঠপাড়ার বাসিন্দা মুন্সি মহম্মদ সামিম পরিবারের সঙ্গে একটি বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছিলেন। বরযাত্রীর বাসে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা থাকলেও সামিম একটি আলাদা গাড়িতে আগে বাড়ির কাছে পৌঁছে যান। শামীম বাড়ি থেকে কিছুটা আগে ওড়গ্রাম মাঠ পাড়ার কাছে দাঁড়িয়ে পরিবারের বাকিদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যাতে তারা এলে একসঙ্গে বাড়ি ফিরতে পারেন।অভিযোগ, সেই সময় এলাকায় রুটমার্চ করছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা প্রথমে সামিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর তাঁকে মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ। সামিমকে মারধর করতে দেখে তার ভাই মহম্মদ নাসিম এগিয়ে এলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় দুই ভাই আহত হন এবং এলাকায় আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে প্রহৃতদের সঙ্গে দেখা করতে যান ভাতাড়ের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শান্তনু কোঁয়ার। তিনি ঘটনাটির তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, নিরীহ দুই যুবকের উপর এভাবে অকারণে মারধর করা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। তিনি আরও জানান, পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

বাহিনীকে সতর্ক থাকার বার্তা অধীর চৌধুরীর, দেবদীপের মৃত্যু ঘিরে চাপে প্রশাসন

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্যের ভোট-পরিস্থিতি ও সাম্প্রতিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত রাজনৈতিক তরজা। মৃত দেবদীপ চ্যাটার্জীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী সরাসরি প্রশাসন ও শাসকদলকে নিশানা করলেন। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে ভোট মানেই ক্রমশ হিংসা, খুন ও সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে;যা গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে বিপজ্জনক। সাংবাদিক সম্মেলনে অধীর চৌধুরী বলেন, সাধারণ মানুষের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। তাঁর দাবি, রাজ্য পুলিশের একটি অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভুল তথ্য দিচ্ছে, যার ফলে প্রকৃত পরিস্থিতি আড়াল করা হচ্ছে। এই অভিযোগে কার্যত নির্বাচন ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। দেবদীপ চ্যাটার্জীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আরও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন অধীর। তাঁর বক্তব্য, শাসকদলের প্রভাবশালী

নেতারা ময়নাতদন্তের রিপোর্টে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছেন, যাতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তি লঘু হয়। কংগ্রেস এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছে এবং প্রয়োজনে মামলা উচ্চ আদালত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কথাও জানানো হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে জাতীয় স্তরেও প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী তাঁর এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে দেবদীপের মৃত্যুর নিন্দা করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, এই ঘটনায় শুধু একটি মৃত্যুই নয়, বরং রাজ্যের নির্বাচনী নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়েই বড় প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। ভোটের আগে এই ধরনের অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলেই আশঙ্কা।

গলসিতে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে শেষ মুহূর্তে পথসভা

নয়া জামানা,বর্ধমান ঃ দলের প্রার্থীর সমর্থনে একেবারে শেষ মুহূর্তে গ্রাম সভার আয়োজন হল পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে। তৃণ কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রার্থী অলোক কুমার মাঝির সমর্থনে এলাকার গ্রামে গ্রামে পথসভা হয়। এদিন গলসি-১ ব্লকের লোয়া রামগোপালপুর অঞ্চলের বিরিংপুর গ্রামে একটি সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি জর্ণাদন চ্যাটার্জি, সাধারণ সম্পাদক ইজাহারুল ইসলাম মণ্ডল, অঞ্চল সভাপতি বজলুর রহমান শাহ, উপপ্রধান রাহুল চ্যাটার্জি সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সভায় বক্তব্য রাখ তে গিয়ে ইজাহারুল ইসলাম কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে 'জুমলাবাজ' বলে কটাক্ষ করেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে তৃণমূলের পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। এদিনের সভায় গ্রামের মহিলারাও অংশগ্রহণ করেন।

হুমকি দিয়ে নির্বাচনি আচরণবিধি ভাঙ্গায় গেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলর

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান শহরে নির্বাচনী আচরণবিধি চলাকালীন গ্রেফতার হলেন বর্ধমান পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভকত। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগের পাশাপাশি পথসভা থেকে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যকে ঘিরে জোর চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেই সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিযোগ, তখনই কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভকত পুলিশের কাজে বাধা দেন এবং কেন তার অনুমতি ছাড়া এলাকায় পুলিশ ঢুকেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই নিয়ে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে তার বচসা বাধে বলেও অভিযোগ। ফলে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে পুলিশকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়। এই ঘটনার ভিত্তিতেই তার বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে বর্ধমান থানার পুলিশ। সোমবার ভোররাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের যৌথ দল অভিযান চালিয়ে শহরের তার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে তাঁকে বর্ধমান

জেলা আদালতে পেশ করা হয়।অন্যদিকে, গ্রেফতারের আগের রাতে বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে ২২ নম্বর ওয়ার্ডে একটি পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিতর্কে জড়ান ওই কাউন্সিলর।

সেখানে তিনি দাবি করেন, বর্ধমান শহরের বহু ক্লাব তাঁর আর্থিক সহায়তায় চলে এবং ভোটের পর রাজনৈতিকভাবে জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন বলে অভিযোগ। সোমবার আদালতে তোলার সময় নাড়ুগোপাল ভকত নিজের বক্তব্যে জানান, তিনি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের কাজ করছিলেন বলেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি বিষয়ে তার দলই অবস্থান স্পষ্ট করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পুলিশ জানিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩-এর একাধিক ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ভোটের মুখে শাসকদলের এক জনপ্রতিনিধির গ্রেফতারি ঘিরে জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 28-04-2026 02:58 Page 9

পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজবাড়ি ঃ ফেলে আসা রাজকীয় গৌরব আজও ইতিহাসের নীরব সাক্ষী

নয়া জামানা ।। পুরুলিয়া

পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজবাড়ি শুধু একটি পুরনো প্রাসাদ নয়, এটি এক সময়ের রাজকীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের জীবন্ত স্মারক। পশ্চিমের লালমাটির দেশ, পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা এই অঞ্চলে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কাশীপুর রাজবাড়ি, যা মনে করিয়ে দেয় অতীতের গৌরবময় দিনগুলির কথা।

ইতিহাস বলছে, বহু দূর মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী অঞ্চল থেকে পঞ্চকোট রাজবংশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে তারা অবশেষে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে কাশীপুরে এসে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। ১৮৩২ সালে রাজা জগজীবন সিংহদেও কাশীপুরকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই এই এলাকা ধীরে ধীরে রাজ্যশাসন, সংস্কৃতি ও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। কাশীপুরের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম নীলমণি সিংহদেও।

তিনি যেমন সাহসী শাসক ছিলেন, তেমনই ছিলেন বিদ্যা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকার কথা আজও লোকমুখে শোনা যায়। একই সঙ্গে তাঁর রাজসভায় নিয়মিত বসত সাহিত্য ও সংগীতের আসর। শোনা যায়, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও এক সময় কাশীপুরে এসেছিলেন। রাজদরবারের শান্ত পরিবেশ ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এখানে কিছু সনেট রচনা করেছিলেন বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস। পরবর্তীকালে জ্যোতিপ্রসাদ সিংহদেও রাজ্যভার গ্রহণ করে কাশীপুরকে আরও আধুনিক রূপ দেন। রাস্তা, সেতু, বিদ্যালয়, হাসপাতাল নির্মাণের পাশাপাশি ১৯১৬ সালে শুরু হয় নতুন রাজপ্রাসাদের নির্মাণ কাজ। দূর দেশ থেকে আনা দক্ষ কারিগরদের হাতে তৈরি হয় এই অনন্য স্থাপত্য। বেলজিয়াম থেকে আনা বিশাল ঝাড়লণ্ঠন, রঙিন কাচ ও অলংকরণে সেজে ওঠে প্রাসাদ। এক সময় এই রাজবাড়ির দরবার হলে বসত সংগীতের আসর। ঝুমুর, ভাদু, ধ্রুপদী সংগীত থেকে শুরু করে নানা শিল্পচর্চায় মুখর থাকত কাশীপুর। দুর্গাপুজো, রাস, দোল উৎসবেও রাজবাড়ি হয়ে উঠত মানুষের মিলনক্ষেত্র। সময়ের সঙ্গে সেই জৌলুস অনেকটাই ফিকে হয়েছে। আজও রাজবাড়ির দেওয়ালে, পুরনো ঝাড়লণ্ঠনে, অস্ত্রশস্ত্রে এবং নিঃশব্দ বারান্দায় লুকিয়ে আছে অতীতের স্মৃতি। সাধারণ মানুষের প্রবেশ সীমিত হলেও পুজোর সময় একঝলক দেখতে আসেন বহু মানুষ। কাশীপুর রাজবাড়ি আজও পুরুলিয়ার ইতিহাসের গর্ব। সংরক্ষণ ও পরিচর্যা পেলে এটি ভবিষ্যতে বড় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে।

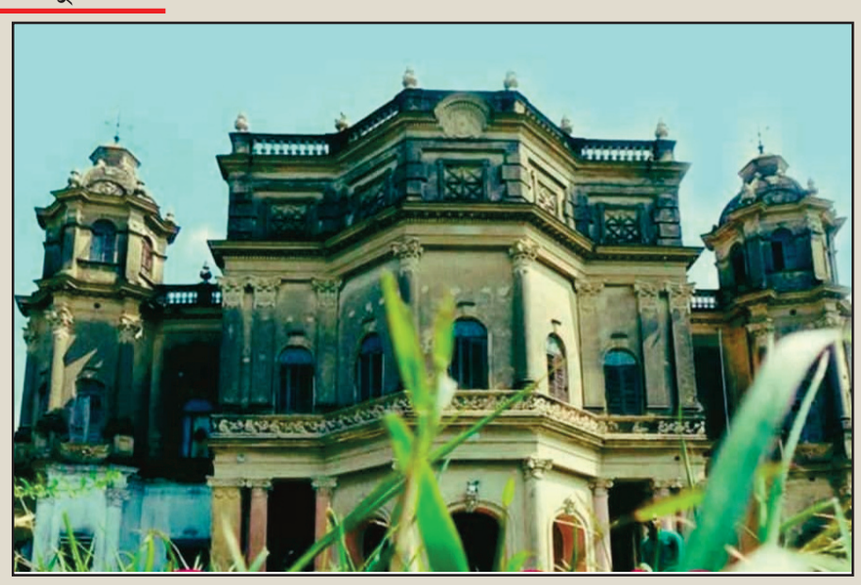

পুরুলিয়ায় রাস্তার ধারে মিলল মৃত বিশাল পাইথন, চাঞ্চল্য এলাকায়

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার মানবাজার এলাকায় রাস্তার ধারে একটি বিশাল আকৃতির পাইথনের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার সকালে মানবাজার-২ নম্বর ব্লকের কুমারী গ্রামের কাছে মানবাজার-বান্দোয়ান রাজ্য সড়কের পাশে সাপটিকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ কয়েকজন পথচারী রাস্তার পাশে বড় একটি সাপকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। কাছে গিয়ে দেখেন সেটি একটি পাইথন। পরে নিশ্চিত হওয়া যায়, সাপটি মারা গিয়েছে। বিশাল আকারের ওই পাইথনের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ ফুট বলে অনুমান করা হচ্ছে। এত বড় সাপ রাস্তার ধারে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় এলাকায় কৌতূহল ও আতঙ্ক দুই-ই ছড়ায়। বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় করে সাপটিকে দেখতে থাকেন। অনেকে মোবাইলে ছবি ও ভিডিওও তোলেন। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, পাইথনটি রাস্তা পার হওয়ার সময় কোনও দ্রুতগতির গাড়ির চাকায় চাপা পড়ে মারা যেতে পারে। কারণ সাপটির শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। খবর পেয়ে বনদপ্তরকে জানানো হয়। মানবাজার-২ নম্বর রেঞ্জের বন আধিকারিকরা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন। মৃত সাপটি উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, আশেপাশের জঙ্গল ও ঝোপঝাড় এলাকা থেকে মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন বন্যপ্রাণী লোকালয়ে চলে আসে। তবে এত বড় পাইথন এইভাবে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে আগে দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে, মানবাজারে বিশাল পাইথনের মৃত্যু ঘিরে নতুন করে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও রাস্তার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

দ্বিতীয় দফার ভোটে পশ্চিম মেদিনীপুরে বাস সংকট, চরম ভোগান্তিতে যাত্রীরা

ভরত বেরা, নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোট ঘিরে পশ্চিম মেদিনীপুরে ফের দেখা দিল তীব্র বাস সংকট। প্রথম দফার ভোটের সময় সাধারণ মানুষ যে সমস্যার মুখে পড়েছিলেন, দ্বিতীয় দফার আগেও একই ছবি সামনে এসেছে। নির্বাচনী কাজে বিপুল সংখ্যক বাস তুলে নেওয়ায় জেলার জনজীবনে বড় প্রভাব পড়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে প্রায় ৬৫০টি যাত্রীবাহী বাস নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বারাসত ও হুগলি জেলায় পাঠানো হয়েছে। এই বাসগুলি ভোটকর্মী, নিরাপত্তা বাহিনী এবং নির্বাচনী সামগ্রী পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হবে। ফলে জেলার বিভিন্ন রুটে বাসের সংখ্যা হঠাৎ

করেই কমে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রী, অফিসযাত্রী, ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষ। জরুরি কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়েও অনেকেই দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও বাস পাচ্ছেন না। কেউ কেউ বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে ছোট গাড়ি, অটো বা টোটোতে যাতায়াত করছেন। গ্রামীণ এলাকাগুলিতে পরিস্থিতি আরও কঠিন বলে অভিযোগ উঠেছে। শহরাঞ্চলে কিছু বিকল্প যানবাহন মিললেও গ্রামের রাস্তায় বাস না থাকায় মানুষকে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। চিকিৎসা, বাজার, স্কুল-কলেজ বা সরকারি কাজে যাতায়াতে বড় অসুবিধা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রথম দফার ভোটের সময়ও একই কারণে জেলায় পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। এবার দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ফের সেই আশঙ্কাই সত্যি হতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বারবার বাস তুলে নেওয়া হলেও সাধারণ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত বিকল্প পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে ভোট চলাকালীন কয়েকদিন দুর্ভোগ আরও বাড়তে পারে। প্রশাসনের দাবি, ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে যানবাহন প্রয়োজন। তবে যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক পরিষেবা ফেরানোর চেষ্টা করা হবে। এখন প্রশ্ন, ভোটের দায়িত্ব আর সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ;দুইয়ের ভারসাম্য কবে ফিরবে?

ভোট দিলেও দুশ্চিন্তা কাটেনি, চন্দ্রকোণার আলুচাষিদের চোখ এখন প্রতিশ্রুতির দিকে

নয়া জামানা , চন্দ্রকোণা ঃ চন্দ্রকোণায় ভোট মিটেছে, কিন্তু আলুচাষিদের দুশ্চিন্তা এখনও কাটেনি। শাসক হোক বা বিরোধী, নির্বাচনের আগে সকলেই কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু ভোট দেওয়ার পরেও আলুচাষিদের মনে একটাই প্রশ্ন;এবার সত্যিই কি দুর্দশা ঘুচবে? চন্দ্রকোণা দীর্ঘদিন ধরেই আলু চাষের জন্য পরিচিত। এ বছর ভালো ফলন হলেও বাজারে ন্যায্য দাম না মেলায় বড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা। অনেক জায়গায় মাঠে পড়ে থেকেই আলু নষ্ট হয়েছে। ধারদেনা করে চাষ করা কৃষকদের লোকসানের পরিমাণও কম নয়। কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর চন্দ্রকোণায় মোট ২০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। এলাকার ৩০টি হিমঘরে প্রায় ৫৮ লক্ষ প্যাকেট আলু মজুত রয়েছে। এখনও মাঠ ও খামারে প্রায় ১৫ শতাংশ আলু পড়ে

থেকে নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ। চাষিদের দাবি, বিঘাপ্রতি আলু চাষে এ বছর খরচ হয়েছে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। কিন্তু ফসল বিক্রি করে বিঘাপ্রতি ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত লোকসান হয়েছে। তার উপর বেড়েছে বস্তার দাম, হিমঘরে সংরক্ষণের খরচও চাপ বাড়িয়েছে। ভোটের সময় তৃণমূল ও বিজেপি; দুই পক্ষই আলুচাষিদের সমস্যা নিয়ে সরব হয়েছিল। বিজেপির দাবি, সরকার কৃষকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। অন্যদিকে তৃণমূল বলছে, কৃষকদের জন্য নানা প্রকল্প ও সুবিধা দিয়েছে রাজ্য সরকার। স্থানীয় কৃষক রতন বিশ্বাস ও সনাতন সামন্ত বলেন, চাষ করে লাভ তো দূরের কথা, দেনা বেড়েছে। ভোট দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু এখন চাই যে সরকারই আসুক, কৃষকদের কথা যেন ভাবে। সব মিলিয়ে, ভোট শেষ হলেও চন্দ্রকোণার আলুচাষিদের আশা-হতাশার লড়াই এখনও জারি রয়েছে।

খেজুরীতে মডেল যুব গ্রাম সভা, স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গড়ার বার্তা যুব সমাজকে

নয়া জামানা , খেজুরী ঃ গ্রামীণ প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও জনমুখী করে তুলতে কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরীতে অনুষ্ঠিত হল 'মডেল যুব গ্রাম সভা'। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে যুব সমাজকে সচেতন করতে মিনিস্ট্রি অফ পাঁচয়তী রাজ এবং মাই ভারত -এর উদ্যোগে জাতীয় পঞ্চায়েত রাজ দিবস উপলক্ষে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্বকারী এই অনুষ্ঠানটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মাই ভারত -এর সহযোগিতায় এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কেয়ার অফ খেজুরি -র ব্যবস্থাপনায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়। খেজুরী ও নন্দীগ্রাম এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৫০ জন যুবক-যুবতী এতে অংশ নেন। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল

গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম, গ্রাম সভার গুরুত্ব এবং একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যুব সমাজের ভূমিকা তুলে ধরা। অংশগ্রহণকারীদের সামনে একটি আদর্শ গ্রাম সভার মডেল তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাই ভারত -এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ডেপুটি ডিরেক্টর পাপাই দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খেজুরী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ গৌতম দণ্ডপাট, ডঃ রণজিৎ সেনগুপ্ত, ডঃ বিবেকানন্দ মাইতি, ডঃ কুন্তল ঠাকুর এবং শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা গুপ্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন কেয়ার অফ খেজুরি সংস্থার সভাপতি তথা সমাজসেবী শুভ্রজিৎ পন্ডা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সংস্থার সদস্য সৌম্যজ্যোতি দাস, টিয়া পাহাড়ী, শ্রাবণী দাস সহ অন্যান্যরা। মাই ভারত -এর স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরাও সহযোগিতা করেন। ছাত্র-যুবদের উৎসাহী অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বক্তারা বলেন, আগামী দিনে যুব সমাজকে সরাসরি গ্রাম সভা ও পঞ্চায়েতের কাজে যুক্ত করতে এ ধরনের কর্মসূচি আরও বাড়ানো দরকার। সব মিলিয়ে, খেজুরীর এই উদ্যোগ যুব সমাজকে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করার এক ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ঝাড়গ্রামে হাতির হামলায় জখম বৃদ্ধা, বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রামে ফের হাতির হামলায় জখম হলেন এক বৃদ্ধা। শনিবার রাতে হরিনাম সংকীর্তন শুনে বাড়ি ফেরার পথে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা একটি হাতির আক্রমণের মুখে পড়েন তিনি। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। একই সঙ্গে বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বিট এলাকার মাসাংডিহি গ্রাম থেকে কয়েকজন মহিলা পাশের গ্রাম থেকে কীর্তন শুনে ফিরছিলেন। আঁধারিশোল গ্রামের কাছে আচমকা জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে আসে। অন্যরা প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে পালালেও ৬২ বছরের সাইবাণী

নায়েক পালাতে পারেননি। অভিযোগ, হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মেরে জঙ্গলে ফিরে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। পরিবারের দাবি, সাইবাণী দেবী ঠিকমতো শুনতে পান না, তাই বিপদ বুঝে দ্রুত সরে যেতে পারেননি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত আট থেকে দশ দিন ধরে পুকুরিয়া বিটের একাধিক গ্রামে সাতটি হাতি ঘোরাফেরা করছে। দিনের বেলাতেও লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে হাতির দল। ধান ও ফসল নষ্ট করছে, রাতে মানুষ ঘর থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দা জয়ন্ত মাহাতো বলেন, বহুবার বন দপ্তরকে জানানো হলেও স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এলাকায় আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আহত মহিলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকায় মাইকিং করে মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে এবং হাতি নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই এলাকায় আগেও হাতির হামলায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ফলে নতুন করে ক্ষোভ বাড়ছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। এখন প্রশ্ন, মানুষ-হাতি সংঘাত রুখতে কবে হবে স্থায়ী সমাধান।

কুড়ুলের কোপে খুন, পুরুলিয়া আদালতে দোষীর যাবজ্জীবন সাজা

বংশীধর সিংহ, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরনো বিবাদের জেরে পরিচিত ব্যক্তিকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় দোষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল পুরুলিয়া জেলা আদালত। সোমবার আদালত এই সাজা ঘোষণা করে। দণ্ডিতের নাম বিন্দেশ্বর মাঝি। যাবজ্জীবনের পাশাপাশি তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলা সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ২০২৩ সালের ২৬ মে পুরুলিয়ার টামনা থানার মাতকুন্ডি গ্রামে ঘটে। সেদিন সন্ধ্যায় বিন্দেশ্বর মাঝির বাড়িতে যান তাঁর পরিচিত গোরাচাঁদ মাঝি। সেখানে কোনও একটি বিষয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে সেই বচসা তীব্র আকার নেয়। অভিযোগ, উত্তেজনার মধ্যে দু'জন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। সেই সময় কাছের একটি মন্দিরের সামনে রাখা কুড়ুল তুলে গোরাচাঁদ মাঝির উপর হামলা চালান বিন্দেশ্বর মাঝি। এলোপাথাড়ি কোপে গুরুতর জখম হন গোরাচাঁদ। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরদিন নিহতের স্ত্রী সুনীতা মাঝি টামনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। দীর্ঘ তদন্ত ও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে গত ২৩ এপ্রিল আদালত বিন্দেশ্বর মাঝিকে দোষী সাব্যস্ত করে। সোমবার সাজা ঘোষণার সময় বিচারক কঠোর অবস্থান নেন এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। সরকারি আইনজীবী জানান, সমস্ত তথ্যপ্রমাণ বিচার করেই আদালত এই রায় দিয়েছে। আদালতের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে নিহতের পরিবার। এলাকাতেও এই রায় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ভোটের পর মানবাজারে পোস্টার ছেঁড়াকে ঘিরে উত্তেজনা, মুখোমুখি তৃণমূল-বিজেপি

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ ভোট মিটতেই পুরুলিয়ার মানবাজার বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল। তৃণমূল কংগ্রেসের পোস্টার, পতাকা ও ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার সকালে পুঞ্চা থানার পায়রাচালী এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

ঘটনাকে ঘিরে মুখোমুখি হয় তৃণমূল ও বিজেপি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে পায়রাচালী বাজার সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মীরা কয়েকটি পতাকা, ব্যানার ও পোস্টার ছেঁড়া অবস্থায় দেখতে পান। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় জড়ো হন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, একাধিক দেওয়ালে লাগানো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টারের ছবি ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দলীয় পতাকা ও ব্যানারও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

ঘটনার পর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পুঞ্চা থানায় মৌখিক অভিযোগ জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তদন্ত শুরু করে। এলাকায় যাতে নতুন করে উত্তেজনা না ছড়ায়, সে দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। মানবাজার ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সিংহ বলেন, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। উদ্দেশ্য একটাই, এলাকায় অশান্তি তৈরি করা। তবে মানুষ এসব বুঝে গিয়েছেন বলে দাবি তাঁর। অন্যদিকে বিজেপির মানবাজার বিধানসভা কনভেনার বাণীপদ কুম্ভকার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, বিজেপি কখনও এ ধরনের কাজ করে না। বরং ভোটের ফলের আগে সহানুভূতি আদায় করতে তৃণমূল নিজেরাই এসব করছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ভোটের পরই মানবাজারে এই পোস্টার বিতর্ক নতুন করে উত্তেজনা বাড়াল। এখন পুলিশি তদন্তে কী উঠে আসে, সেদিকেই নজর সবার।

ডিজিটাল দুনিয়ায় সব খবর সবার আগে

দৈনিক নয়া জামানা

১৪ পৃষ্ঠা
রঙ্গিন

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 28-04-2026 02:58 Page 10

ভোটের আগে হেমনগরে তাণ্ডব, পুলিশের উপর হামলায় গ্রেফতার দুই দুষ্কৃতি

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ ভোটের ঠিক আগে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হেমনগর থানা এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়া এবং পুলিশের উপর হামলার অভিযোগে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম সন্তোষ যোদ্দার ও সঞ্জীব যোদ্দার। সোমবার তাদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার হেমনগর বাজার মোড় এলাকায় ওই দুই ব্যক্তি সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছিল এবং কয়েকজনকে মারধরও করে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি পুলিশকে জানালে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হেমনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে অভিযুক্তরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, তারা লাঠিসোঁটা নিয়ে পুলিশ কর্মীদের উপর চড়াও হয়। শুধু তাই নয়, পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনাস্থলে কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্য তৈরি হয়। পরে অতিরিক্ত বাহিনী পৌঁছলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর পুলিশ দুজনকেই আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক দুষ্কৃতীমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে। হেমনগর থানায় তাদের নামে পুরনো মামলাও আছে বলে সূত্রের খবর। ভোটের আগে এই ঘটনায় এলাকায় বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কোনওরকম দুষ্কৃতী কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। এলাকায় টহলও বাড়ানো হয়েছে। সোমবার ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভাটপাড়ার গুলি কাণ্ডে সরব সুকান্ত, কমিশনকে কড়া পদক্ষেপের দাবি

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ ভাটপাড়ায় গুলি চলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার মুখ খুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। উত্তর ২৪ পরগনায় বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সৌর্য ব্যানার্জীর সমর্থনে প্রচারে এসে তিনি এই ঘটনাকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেন।

পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের কাছে কড়া পদক্ষেপের দাবিও জানান। সুকান্ত মজুমদার বলেন, প্রথম দফার ভোট মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ভাটপাড়ায় যে ঘটনা ঘটেছে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো সংকেত নয়। তাঁর অভিযোগ, থানার ভিতরে ঢুকে বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার, বিজেপি নেতা অর্জুন সিং এবং তাঁদের সঙ্গে থাকা ব্যক্তিদের উপর হামলা করা হয়েছে। গুলিও চালানো হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, এই ঘটনায় নিরাপত্তারক্ষীও আহত হয়েছেন। ভোটের আগে এমন হিংসার ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করছে। তাঁর মতে, নির্বাচন কমিশন রক্তপাতহীন ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু রাজনৈতিক সন্ত্রাস চলতে থাকলে তা সম্ভব নয়। তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ করেন, শাসকদলের দুষ্কৃতীরা এলাকায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে বিজেপি নেতা বলেন, বাংলার পরিস্থিতি অন্য রাজ্যের মতো নয়। তাই এখানে বিশেষ কৌশল নিয়ে আইনশৃঙ্খলা সামলাতে হবে। তিনি দাবি করেন, যাদের বিরুদ্ধে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে, ভোটের অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে তাদের আটক রাখা উচিত। ভোটের মুখে এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। বিরোধীরা বলছে, রাজ্যে নিরাপত্তা বাড়ানো জরুরি। অন্যদিকে শাসকদলের দাবি, বিজেপি ভোটের আগে পরিবেশ গরম করতে চাইছে। সব মিলিয়ে, ভাটপাড়ার গুলি কাণ্ড এবার রাজ্য রাজনীতির বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে।

বসিরহাট উত্তরে বিজেপির জোর প্রচার, কৌশিকের সমর্থনে রোড শোতে অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বিধানসভা ভোটের আগে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রে প্রচারে বাড়তি জোর দিল বিজেপি। এবার বিজেপি প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধার্থের সমর্থনে প্রচারে এলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তাঁর উপস্থিতিতে এদিন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য রোড শো, যা ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মাটিয়া শ্মশানঘাট এলাকা থেকে এই রোড শো শুরু হয়। খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে অশ্বিনী বৈষ্ণব, প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধার্থ এবং স্থানীয় নেতৃত্বকে নিয়ে প্রচারে সামিল হন বিজেপি কর্মীরা। রাস্তাজুড়ে দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। রোড শো

চলাকালীন রাস্তার দুই ধারে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে নেতাদের দেখতে ভিড় করেন। অনেকেই মোবাইলে ছবি ও ভিডিও তোলেন। বিজেপি কর্মীরা দাবি করেন, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনই এই ভিড়ের মূল কারণ। প্রচারের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প, রেল পরিষেবার উন্নতি এবং পরিকাঠামো বৃদ্ধির নানা দিক তুলে ধরা হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, বসিরহাট উত্তরের মানুষ এবার পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিতে প্রস্তুত। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধার্থ বলেন, এলাকার রাস্তা, পানীয় জল, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি কাজ করতে চান। মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী বলেও জানান। ভোটের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই সফরকে রাজনৈতিক মহল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে। শেষ মুহূর্তে এই প্রচার কর্মসূচি বসিরহাট উত্তরে বিজেপির সংগঠনে নতুন গতি আনবে বলেই দাবি দলের। সব মিলিয়ে, বসিরহাট উত্তরে অশ্বিনী বৈষ্ণবের রোড শো ঘিরে নির্বাচনী আবহ আরও জমে উঠেছে। এখন নজর ভোটের ফলাফলের দিকে।

বসিরহাটে সুকান্তর কড়া সুর, কমিশনকে আরও কঠোর হওয়ার দাবি

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটের আগে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এদিন বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌর্য ব্যানার্জীর সমর্থনে প্রচারে এসে নির্বাচন কমিশনের কাছে আরও কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান। পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদ মিতালী বাগকে নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। প্রথমে টাকিতে একটি রোড শো করেন সুকান্ত মজুমদার। এরপর বসিরহাট শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। সেখানে তিনি বলেন, শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করলেই হবে না, ভোটকে শান্তিপূর্ণ করতে আরও কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। তাঁর দাবি, বাংলার মানুষ যাতে ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে

কমিশনকে কঠোর নজরদারি চালাতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনের সময় বারবার অশান্তির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হয়। তাই বাহিনীর পাশাপাশি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাও প্রশাসনের হাতে থাকতে হবে।

ভোটের দিন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল সাংসদ মিতালী বাগের আক্রান্ত হওয়ার প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, তিনি এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত নন। পাশাপাশি তিনি কটাক্ষ করে বলেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি বিস্তারিত জানেন না। এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপির বক্তব্যকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলা হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, তারা শুধু শান্তিপূর্ণ ভোটের দাবিই তুলছে।

ভোটের আগে বসিরহাটে সুকান্ত মজুমদারের এই মন্তব্যে রাজনৈতিক আবহ আরও গরম হয়ে উঠেছে। এখন নজর নির্বাচন কমিশন কী পদক্ষেপ নেয় এবং ভোট কতটা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

কপিলমুনির মন্দিরে অমিত শাহর প্রণাম

ভোটের আগে সাগরে বাড়ল গেরুয়া আত্মবিশ্বাস

শুভজিৎ দাস ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটের আগে সোমবার সকালেই রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর বিধানসভা কেন্দ্রে। গঙ্গাসাগরের পবিত্র কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দিতে পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর সফর ঘিরে সকাল থেকেই এলাকায় বাড়তে থাকে উৎসাহ। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষও মন্দির চত্বরে ভিড় জমান তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য।

অমিত শাহ মন্দিরে পৌঁছতেই কড়া নিরাপত্তায় ঘিরে ফেলা হয় গোটা এলাকা। কেন্দ্রীয় বাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছিল একাধিক স্তরের নিরাপত্তা বলয়।

মন্দিরে প্রবেশ করে তিনি নিয়ম মেনে পুজো অর্চনা করেন এবং কপিলমুনির আশীর্বাদ নেন। ধর্মীয় আচার সম্পন্ন হওয়ার পর কিছুক্ষণ মন্দির প্রাঙ্গণেই সময় কাটান তিনি। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন অমিত শাহ। এলাকার রাস্তা, যাতায়াত, কর্মসংস্থান, নদীভাঙন, পর্যটন এবং উন্নয়নের নানা বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষের বক্তব্য শোনেন।

তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন বলে জানা গিয়েছে। এই জনসংযোগ কর্মসূচি ঘিরে বিজেপি শিবিরে বাড়তি উৎসাহ দেখা যায়। এদিন অমিত শাহর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুমন্ত মন্ডল। তিনিও মন্দিরে পুজো দেন এবং পরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সুমন্ত মন্ডল দাবি করেন, মানুষের সমর্থন বিজেপির দিকেই রয়েছে। তাঁর কথায়, আগামী দিনে বাংলায় পরিবর্তনের হাওয়া বইবে এবং সেই পরিবর্তনের সূচনা হবে ভোটের ফল ঘোষণার দিন থেকেই। তিনি আরও বলেন, অমিত শাহর এই সফর সাগর এলাকায় বিজেপির সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতি কর্মীদের মনোবল বাড়িয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। মন্দির চত্বরে এদিন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। দলীয় পতাকা হাতে বহু কর্মী উপস্থিত ছিলেন। স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। অনেকেই মোবাইলে ছবি ও ভিডিও তোলেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে গঙ্গাসাগরের মতো ধর্মীয় গুরুত্বসম্পন্ন এলাকায় অমিত শাহর এই সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মীয় আবেগের পাশাপাশি জনসংযোগের বার্তাও এতে স্পষ্ট। সব মিলিয়ে, কপিলমুনি মন্দিরে প্রণাম থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা-সব দিক মিলিয়ে সাগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রচারে নতুন গতি এল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। এখন দেখার, ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন কতটা পড়ে।

ভোটের আগে জয়নগরে কড়া নিরাপত্তা, রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ি

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটের আর মাত্র ২৪ ঘণ্টা বাকি। তার আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর মজিলপুরে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গোটা এলাকায় টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি। এই দৃশ্য ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন কৌতূহল তৈরি হয়েছে, তেমনই বেড়েছে নিরাপত্তার অনুভূতিও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে জয়নগর মজিলপুর ও আশপাশের এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছেন। বিশেষ করে স্পর্শকাতর বুথ, অতীতে অশান্তির নজির থাকা এলাকা এবং ব্যস্ত বাজার এলাকায় বাড়তি নজর রাখা হচ্ছে। ভোটের আগে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রুট মার্চ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের যৌথ বাহিনীও তাতে অংশ নিচ্ছে। এলাকাবাসীর মধ্যে আস্থা ফেরানো এবং ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট নিশ্চিত করাই মূল

লক্ষ্য বলে জানিয়েছে প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই জানিয়েছেন, আগের কয়েকটি নির্বাচনে বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনার খবর শোনা গিয়েছিল। তাই এবারের কড়া নিরাপত্তা দেখে তাঁরা অনেকটাই আশ্বস্ত। এক বাসিন্দার কথায়, এত বাহিনী দেখে মনে হচ্ছে এবার শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলেও এই নিরাপত্তা ঘিরে আলোচনা শুরু হয়েছে। সব পক্ষই শান্তিপূর্ণ ভোটের দাবি তুললেও পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগও চলছে। ফলে প্রশাসনের দায়িত্ব আরও বেড়েছে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, সিসিটিভি নজরদারি, কড়া টহল এবং দ্রুত পদক্ষেপের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে ভোটের আগে জয়নগরে স্পষ্ট বার্তা, অশান্তির কোনও জায়গা নেই।

ফলতায় বিজেপির শক্তি প্রদর্শন, বিপ্লব দেবের সভায় চমক সাধু-সন্তের ভিড়

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা কেন্দ্রে নির্বাচনী উত্তাপ তুঙ্গে। ভোটের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচারে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডার সমর্থনে মাঠে নামলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। তাঁর উপস্থিতিতে ফলতার বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত সভা ও প্রচার কর্মসূচিতে ভিড় জমায় বহু কর্মী-সমর্থক। এদিনের সভা কার্যত বিজেপির শক্তি প্রদর্শনে পরিণত হয়। বিপ্লব দেবের সঙ্গে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি সোমা ঘোষ। সভাস্থলে দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। কর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এই সভার অন্যতম আকর্ষণ ছিল বহু সাধু-সন্তের উপস্থিতি।

গেরুয়া পোশাকে তাঁদের উপস্থিতি ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল দেখা যায়। অনেকেই এই দৃশ্য দেখতে সভাস্থলে ভিড় করেন। রাজনৈতিক মহলেও বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিপ্লব দেব রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন এবং সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাঁর দাবি, পরিবর্তনের হাওয়া বইছে এবং মানুষ এবার ভোটে তার জবাব দেবেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন তিনি। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা বলেন, ফলতার মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রায় দেবেন। তিনি এলাকার রাস্তা, পানীয় জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের আশ্বাস দেন। স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধানের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। সাধু-সন্তদের উপস্থিতি নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ থাকলেও বিজেপির দাবি, এটি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ছবি। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে ফলতায় বিপ্লব দেবের সভা বিজেপির প্রচারে নতুন গতি আনল। এখন দেখার, এই প্রচারের প্রভাব ভোটের ফলাফলে কতটা পড়ে।

হিঙ্গলগঞ্জে বিতর্কিত মন্তব্যে তোলপাড়, রেখা পাত্রকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের আগে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের এক মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে যোগেশগঞ্জ এলাকায় এক জনসভায় তিনি বিরোধীদের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান। তাঁর বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। প্রচারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রেখা পাত্র অভিযোগ করেন, এলাকায় সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চলছে এবং তার জবাব মানুষ ভোটের মাধ্যমে দেবেন। তিনি ত্বলডোজারদ শব্দ ব্যবহার করে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। পরে

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, তাঁর বক্তব্যের অর্থ ছিল প্রতীকী প্রতিবাদ। তিনি বলেন, নারীরা ঝাঁটা, লাঠি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। রেখা পাত্র আরও বলেন, সন্দেশখালির ঘটনায় যেমন মহিলারা প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন, তেমনই হিঙ্গলগঞ্জেও মানুষ অন্যায় সহ্য করবেন না। তাঁর দাবি, এলাকায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে এবং ভোটের দিন মানুষ তার প্রমাণ দেবেন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি বুলবুল ইসলাম বলেন, একজন প্রার্থীর মুখে এমন ভাষা মানায় না। তিনি প্রশ্ন তোলেন, শান্তিপূর্ণ এলাকায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে কি না। তৃণমূলের দাবি, ভোটের আগে উস্কানিমূলক মন্তব্য করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বিজেপি। অন্যদিকে বিজেপির পাল্টা দাবি, মানুষের ক্ষোভই এখন সামনে আসছে। ভোটের মুখে এই মন্তব্য ঘিরে হিঙ্গলগঞ্জে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে। এখন নজর ২৯ তারিখের ভোটে। এলাকার মানুষ ব্যালট বাক্সে কাকে সমর্থন দেন, সেটাই হবে আসল জবাব।

শেষ প্রচারে হনুমানের চমক, আত্মবিশ্বাসী কুল্পির বিজেপি প্রার্থী অবনী

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুল্পী বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচারে দেখা গেল এক অভিনব দৃশ্য। বিজেপি প্রার্থী অবনী নস্করের প্রচারে আচমকাই হাজির হয় একটি জীবন্ত হনুমান। আর সেই ঘটনাকে ঘিরেই এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ও কৌতূহল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে প্রচারে বেরোনোর আগে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে পুজো সারছিলেন অবনী নস্কর। ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটি হনুমান এসে সেখানে বসে পড়ে। প্রথমে উপস্থিত সকলে কিছুটা অবাক হয়ে গেলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। কর্মীরা হনুমানটিকে শান্তভাবে পাশে বসিয়ে রাখেন। কেউ তার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেন, কেউ আবার গায়ে উত্তরীয় জড়িয়ে দেন। পুরো সময়টাতে প্রাণীটি ছিল শান্ত এবং কারও প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ করেনি। এরপর প্রচার মিছিল শুরু হলে বাজনার শব্দে একবার চমকে উঠলেও দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যায় হনুমানটি। নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে আলতোভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। পরে একটি সাইকেলের সামনে বসিয়ে মিছিলের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া

হয়। সেই দৃশ্য দেখতে রাস্তায় ভিড় জমায় বহু মানুষ। অনেকেই মোবাইলে ছবি ও ভিডিও তোলেন। ঘটনাকে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। অনেকেই একে শুভ সংকেত বলে দাবি করেন। তাঁদের মতে, হনুমান শক্তি, সাহস ও জয়ের প্রতীক। ভোটের আগে এই উপস্থিতি দলের পক্ষে ইতিবাচক বার্তা বহন করছে বলেই মত তাঁদের। তবে প্রার্থী অবনী নস্কর সরাসরি এই প্রসঙ্গে মন্তব্য না করে বলেন, মানুষের সমর্থনই তাঁর সবচেয়ে বড় ভরসা। তিনি দাবি করেন, কুল্পীর মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেবেন। শেষ দুই দিনে তিনি আরও জোরদার জনসংযোগে নেমেছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে, কুল্পীর শেষ প্রচারে হনুমানের উপস্থিতি রাজনৈতিক মহলেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এখন দেখার, ভোটের বাক্সে তার কতটা প্রভাব পড়ে।

লগ্নে ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির জোর প্রচার, দীপকের পাশে রাহুল সিনহা

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই প্রচারে জোর বাড়াচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এই আবহেই বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদারের সমর্থনে প্রচারে নামলেন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা রাহুল সিনহা। তাঁর উপস্থিতিতে এদিন ডায়মন্ড হারবার জুড়ে একটি বড় রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে রাহুল সিনহা ও দীপক হালদার কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে একাধিক এলাকা পরিক্রমা করেন। রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষদের উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান তাঁরা। বেশ কয়েকটি জায়গায় গাড়ি থামিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলেন নেতারা। এলাকার সমস্যা, রাস্তা, পানীয় জল, কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের নানা দাবি তুলে ধরেন মানুষজন। রোড শো চলাকালীন রাহুল সিনহা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে উন্নয়নের গতি থেমে গেছে এবং সাধারণ মানুষ বহু পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কর্মসংস্থান, দুর্নীতি ও আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, পরিবর্তন আনতে হলে বিজেপিকে সুযোগ দিতে হবে। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার দাবি করেন, ডায়মন্ড হারবারের মানুষ এবার বদলের পক্ষে রায় দেবেন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া, এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং যুবকদের কাজের সুযোগ তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

ভোট স্পেশাল

নয়া জামানা

নির্বাচনী প্রচারের অন্তিম লগ্নে ভবানীপুরে জনতার মাঝে পদযাত্রায় তৃণমূল সুপ্রিমো শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে অন্তিম দিনের ভোট প্রচারে জনতার মঞ্চে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

কাশীপুর বেলগাছিয়ার তৃণমূল প্রার্থী অতীন ঘোষের সমর্থনে পথসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল যুবা আইকন প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

ফল ব্যবসায়ীদের সাথে জনসংযোগে বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি নয়া জামানা, ভবানীপুর

কাটোয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর সমর্থনে পথসভায় উপস্থিত অভিনেত্রী কৌশানী মুখার্জী ও ডাঃ মানস ভুঁইয়া।

পশ্চিমবঙ্গের পবিত্র ভূমিতে নির্বাচনী প্রচারের অন্তিম মুহূর্তে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল ছাত্রনেতা সুপ্রিয় চন্দ । ছবি নয়া জামানা, নদীয়া

বারাসতে অন্তিম মুহূর্তের প্রচারে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে রোড শোতে প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত । ছবি নয়া জামানা, বারাসত

শেষ দিনের প্রচারে পূর্ব বর্ধমানের কালনা বিধানসভা আসনে সিপিআইএম প্রার্থী শর্মিষ্ঠা নাগ সাহার ভোট প্রচার। আমিনুর রহমান, নয়া জামানা , বর্ধমান

তেহট্ট বিধানসভায় নির্বাচনী প্রচারের অন্তিম লগ্নে রোড শোতে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ছবি নয়া জামানা, তেহট্ট

চাদাপাড়ার বাজারে জনসংযোগে তৃণমূলের সর্বকনিষ্ঠা প্রার্থী শ্রীমতী ঋতুপর্ণা আঢ্য । ছবি নয়া জামানা, বনগাঁ

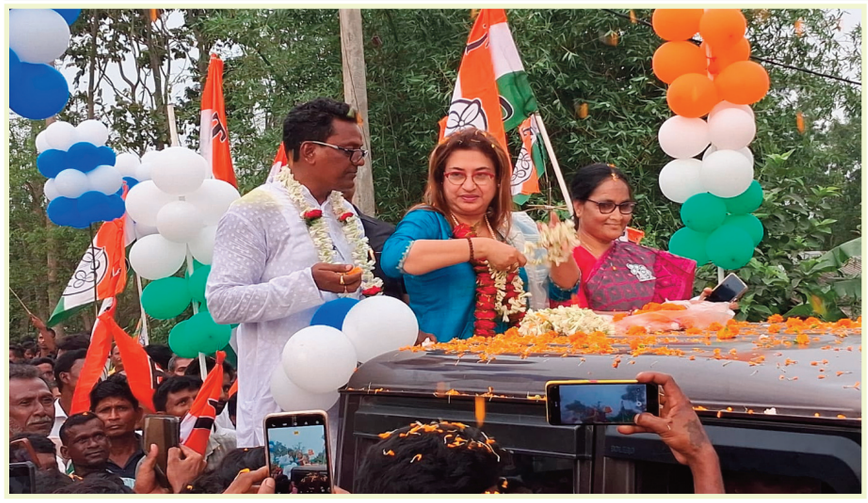

সোমবার ভোটের প্রচারে পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অলোক কুমার মাঝির সমর্থনে রোড- শো করলেন অভিনেত্রী সাংসদ শতাব্দী রায়। ছবি আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান

মহেশতলায় শেষ লগ্নের নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল সেনাপতি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শোতে ব্যাপক উচ্ছাস জনতার । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

বারাসত বিধানসভায় তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচারে অভিনেত্রী নুসরাত জাহান । ছবি নয়া জামানা, বারাসত

ভোটের আগে শেষ বেলার প্রচারে পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর পথসভা। ছবি আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান

বরাহনগর বিধানসভায় নির্বাচনী প্রচারে পদযাত্রায় তৃণমূল যুবনেতা শ্রী সুদীপ রাহা । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 28-04-2026 02:58 Page 12

‘দারুণ অগ্নিবাণে’..... তীব্র দাবদাহে রাজস্থানকে পিছনে ফেলে দিল মহারাষ্ট্র

রাজস্থান নয়, মহারাষ্ট্র। এই মুহূর্তে গরমের লড়াইয়ে আরবসাগরের তীরের রাজ্য পিছনে ফেলেছে মরুরাজ্যকে। দেশের এই মুহূর্তে সবচেয়ে উত্তপ্ত স্থান মহারাষ্ট্রের আকোলা। সেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরপরই সেরাজ্যের অমরাবতী। সেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা রাজস্থানের বহু অঞ্চলের থেকে বেশি। সাধারণত বার্মেরের তাপমাত্রাই বেশি থাকে। শুষ্ক। অথচ রাজস্থানের বহু এলাকায় সামান্য ভেজা বাতাস থাকায় পারদ ততদূর উপরে উঠছে না। আর সেই কারণেই মহারাষ্ট্রের তাপমাত্রা বেশি থাকছে। মরুরাজ্যের বাসিন্দারা অপেক্ষাকৃত স্বস্তিতে থাকছেন।এই মুহূর্তে গোটা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই চলছে গরমের দুরন্ত ব্যাটিং! মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকেই চড়তে শুরু করেছে পারদ। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত স্বাভাবিকের থেকে বেশি তাপমাত্রা থাকবে বলেই

এবার রাজস্থানকে পিছনে ফেলে দিয়েছে মহারাষ্ট্র। গোটা দেশের হিসেবে, বহু অঞ্চলেই তাপমাত্রা পেরিয়ে গিয়েছে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেটা অবশ্য বছরের এই সময়ের নিরিখেই স্বাভাবিক। কিন্তু এর মধ্যেই চমকে দিচ্ছে রাজস্থানের মরু অঞ্চলকে মহারাষ্ট্রের সমভূমির পিছনে ফেলা। কিন্তু কেন এমন হল? এর নেপথ্যে জলবায়ুর কোন ‘খেলা’? আসলে পূর্ব মহারাষ্ট্রের বিদর্ভের আকোলা, অমরাবতীর মতো এলাকায় বেশির ভাগ সময়ই আকাশ থাকছে পরিষ্কার। সামান্য মেঘ থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। যে গরম পড়ছে এখানে, আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। এই সপ্তাহে ভারতজুড়েই দাপাবে গরম। এমনকী কোনও কোনও এলাকায় বর্তমান তাপমাত্রার চেয়েও বেশি তাপমাত্রা অনুভূত হতে পারে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর সতর্ক করে জানিয়েছে যে, আগামী দিনগুলোতে দেশের বড় একটা অংশ তীব্র তাপপ্রবাহের কবলে পড়তে চলেছে। তবে শীঘ্রই স্বস্তির কথাও শুনিয়েছে হাওয়া অফিস। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৮ থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে একাধিক ‘পশ্চিমী ঝঞ্ঝার’ প্রভাবে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে ধূলিঝড়, বজ্রপাত এবং বৃষ্টিপাত হতে পারে।

চাকরিতে যোগ চার ‘বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ’ সারমেয়র

সবেমাত্র প্রশিক্ষণ সেরে কলকাতায় ফিরেছে তারা। চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর ভোটের ডিউটি করেই হাতেকলমে কাজ শিখছে ইনা-টিনারা। লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, এই চারটি সারমেয়ই ল্যাবরাডর প্রজাতির।মাস সাতেক আগে গোয়ালিয়রে বিএসএফ-এর ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিল স্নুপি, মুন, ইনা আর টিনা। কলকাতা পুলিশের ডগ স্কোয়াডের এই চার সদস্য ই সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে সম্প্রতি কলকাতা পুলিশে যোগ দিয়েছে ‘বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ’ হিসাবে। কিন্তু প্রশিক্ষণের পর কলকাতায় এসে হাতেকলমে শিক্ষা বা ‘প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং’ নিতে হয় ধরনের মহড়া রয়েছে। তার মধ্যেই শুরু হয়েছে ভোটের ডিউটি। ভোটের আবহে শহরে শুরু হচ্ছে রাজনৈতিক সমাবেশ, যাতে থাকছেন ভিআইপি ও ভিভিআইপিরা। এই সমাবেশগুলি শুরু হওয়ার আগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে ডগ স্কোয়াডের। ‘বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ’ সারমেয়রা মঞ্চ ও তার আশপাশের অঞ্চলে পরীক্ষা চালায়। তার সঙ্গে থাকে বম্ব স্কোয়াডও। এ ছাড়াও প্রতি ক্দিনের ভিআইপি ডিউটি করতে হয় পুলিশের সারমেয় বাহিনীকে। আবার ভিআইপি বা ভিভিআইপিদের রোড শো-এর আগেও প্রয়োজনমতো রাস্তার দু’পাশে পরীক্ষা চালায় গোয়েন্দা

সব সারমেয়কেই। সাধারণভাবে ‘অভিজ্ঞ’ বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ সারমেয়দের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ঘুরে প্রশিক্ষণ নিতে হয় ডগ স্কোয়াডের নতুন সদস্যদের। পুলিশের মতে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও শহরে ভিআইপিদের নিরাপত্তার জন্য ডিউটির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

এবার ভোটের ডিউটি দিয়েই হাতেকলমে শিক্ষা নেওয়া শুরু করল স্নুপি, মুন, ইনা আর টিনা।লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, এই চারটি সারমেয়ই ল্যাবরাডর প্রজাতির। তাদের মধ্যে তিনজনই হলদেটে রঙের। একজনের রং কালো। চারটি শাবককেই তাদের হ্যান্ডলারদের সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল গোয়ালিয়রে। কলকাতায় ফিরে আসার পর প্রচণ্ড গরমের মধ্যে শুরু হয়েছে তাদের কাজ। প্রত্যেকদিন সকাল ও বিকেলে ব্যায়াম, সাঁতার, দৌড়ানো ও বিভিন্ন কুকুর। সেই ক্ষেত্রে ভোটের সময় সাধারণভাবে ডিউটির সময়ও বেড়ে যায় গোয়েন্দা কুকুরদের। আর পুলিশের চাকরিতে যোগ দিয়েই ডগ স্কোয়াডের ‘সিনিয়র’ সদস্যদের সঙ্গে রাস্তায় বের হতে হচ্ছে ইনা-টিনাদের। তাদের রাস্তায় দিনে কখনও চার ঘণ্টা, আবার কখনও পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্তও ডিউটি করতে হচ্ছে। যদিও গরমে এভাবে ডিউটি করতে অনভ্যস্ত এই নতুন চার সদস্যের কোনও সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। লালবাজার জানিয়েছে, এখন কলকাতা পুলিশের ডগ স্কোয়াডে রয়েছে মোট ৪০ সারমেয়। এর মধ্যে ৩০ জনই ‘বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ’। প্রচণ্ড গরমে তাদের শরীর ঠান্ডা রাখতে প্রত্যেকদিনই তাদের মেনুতে থাকছে দই। ডিউটিতে বের হলে তাদের গ্লুকোজ দেওয়া হচ্ছে। দিনে দু’বার করে তাদের পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের পুকুরে স্নান করানো হচ্ছে।

‘পরিণীতির সঙ্গে ওঁর বিয়েটাও হত না’

‘অকৃতজ্ঞ’ রাঘবকে অতীত মনে করাল আপ

আম আদমি পার্টিকে খাদের কিনারে ঠেলে দিয়ে বিজেপির নৌকায় উঠেছেন রাঘব চাড্ডা। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন দলের আরও ৬ সাংসদকে। এই ঘটনায় ‘বিশ্বাসঘাতক’ রাঘবের নিন্দায় মুখর জাতীয় রাজনীতি। সমালোচনার মুখে পড়ে আপকে দুষে এক ভিডিও পোস্ট করেছেন রাঘব। এর পালটা ‘গদ্দারের’ মুখোশ খুলতে তৎপর হল আপ। শুধু তাই নয়, অতীত মনে করিয়ে রাঘব-পরিণীতির বিয়ের কৃতিত্বও নিল আম আদমি পার্টি। দলের শীর্ষ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ জানালেন, দল ওঁকে সাংসদ না করলে পরিণীতির সঙ্গে ওঁর বিয়েটাও হত না। রাঘবের ভিডিও বার্তার পালটা সোমবার সোশাল মিডিয়ায় এক ভিডিও পোস্ট করে দিল্লির আপ সভাপতি সৌরভ ভরদ্বাজ। তিনি বলেন, দল ভাঙার জন্য বিজেপির সঙ্গে মিলে দীর্ঘ ষড়যন্ত্র করেছিলেন রাঘব। স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে বিমানবন্দরে সস্তা সিঙ্গারা, রিচার্জের নিয়ম এবং গিগ কর্মীদের সমস্যা তুলে ধরেন তিনি। এই কাজে বিজেপি ওঁকে সাহায্য করেছিল। রাঘবের ভাষণের পর অবিলম্বে ব্যবস্থাও নেয় সরকার। পুরোটাই ছিল আঁতাত। এরপরই পরিণীতির সঙ্গে রাঘবের বিয়ের কৃতিত্ব নিয়ে সৌরভ বলেন, দলের কারণেই ওঁদের বিয়েটা হয়েছিল।সৌরভ বলেন, তদি দলত্যাগই উদ্দেশ্য হত, তবে এমনিই ছেড়ে দিতেন। রাজনীতি থেকে সরে যেতে পারতেন, কেউ আপনাকে গালি দিত না। আপনাকে গালি দেওয়া হচ্ছে কারণ আপনি আপনার সেই দল ছেড়েছেন যে আপনাকে সবকিছু দিয়েছে। আজ আপনি বিয়ে করতে পেরেছেন, তার কারণ আপনাকে রাজ্যসভার সদস্য করা হয়েছিল, নইলে কেউ আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিত না। আপনি দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে পুরো দল ভেঙেছেন।দ উল্লেখ্য, সোমবার সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন প্রাক্তন আপ সাংসদ। সেখানে তিনি বলেন, তআপ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে। দলটি আর আগের মতো নেই। আপ এখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এখানে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়। সংসদে কথা বলতে দেওয়া হয় না।দ তিনি আরও বলেন, জীবনের ১৫ বছর আপে বিনিয়োগ করেছি।দ নিজেকে আপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, তআমি আমার ভবিষ্যৎ গড়তে রাজনীতিতে আসিনি। গত ১৫ বছর ধরে রক্ত, ঘাম দিয়ে দলের জন্য পরিশ্রম করেছি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দলে নিজেকে বেমানান মনে হচ্ছিল।দ রাঘবের আরও বলেন, তআমার এই সিদ্ধান্ত কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একসঙ্গে সাত জন আপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। একজন, দু’জন ভুল করতে পারেন। কিন্তু সাতজন ভুল করতে পারেন না।দ চূড়ান্ত হতাশা, মোহভঙ্গ এবং বিতৃষ্ণার কারণে এই দলত্যাগ বলে দাবি রাঘবের। রাঘব ও পরিণীতির বিয়ে হয়েছিল ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। বিয়ের পর এক টিভিশোতে এসেছিল এই নবদম্পতি। যেখানে রাঘব বলেন, প্রথম সাক্ষাতের পর রাঘব সম্পর্কে জানতে গুগলের সাহায্য নিয়েছিলেন অভিনেত্রী। রাঘবের বয়স, তিনি বিবাহিত কিনা এইসব তথ্য যাচাইয়ের পাশাপাশি একজন সংসদ সদস্যের দায়িত্ব কী, সেটাও গুগলে খুঁজেছিলেন পরিণীতা।

ফের সাগরে বাণিজ্যতরীতে হামলা ইরানের

ওমান সাগরে ফের এক বাণিজ্যতরীতে হামলা চালাল ইরান। জানা যাচ্ছে, টোগোর পতাকাবাহী ওই জাহাজটিতে মোট ১২ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন। জাহাজটি লক্ষ্য করে ইরানের উপকূল রক্ষী বাহিনী গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ। সোমবার ওমানের সিনাস প্রদেশের বন্দরের কাছে রাসায়নিকপদার্থবোঝাই জাহাজটিতে হামলা চালায় তেহরান। জাহাজটির নাম ‘এমটি চিরন’। জাহাজটিতে মোট ১২ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন। সাগরে ওই জাহাজটির আশপাশে আরও বেশ কয়েকটি জাহাজ ছিল। সেই সময় টোগোর পতাকাবাহী ওই জাহাজটির পথ আটকায় ইরানের উপকূল রক্ষী বাহিনী। শুধু তা-ই নয়, গুলিও চালানো হয় বলে অভিযোগ। তবে সূত্রের খবর, জাহাজটিকে সতর্ক করার জন্যই ওই গুলি চালানো হয়েছে। ঘটনায় ভারতীয় নাবিকদের কোনও ক্ষতি হয়নি। প্রত্যেকেই সুরক্ষিত রয়েছেন।গত ১৮ এপ্রিল হরমুজ প্রণালী পেরনোর সময়ে হামলার মুখে পড়ে ভারতের পতাকাবাহী দুই জাহাজ। ইরাক থেকে জ্বালানি ভরে ফিরছিল ভারতের দুই জাহাজ জাগ অর্ণব ও সামনার হেরাল্ড। জাহাজগুলিতে ছিল প্রায় ২০ লক্ষ ব্যারেল তেল। কিন্তু উত্তর ওমান উপকূলে পৌঁছতেই অতর্কিতে ওই দুই জাহাজের উপর হামলা চালায় ইরানের নৌসেনা। চলে গুলিবৃষ্টি। হামলার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাগ অর্ণব নামের জাহাজটি।

ব্রিটেনের পর নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ভারতের

কপালে ভাঁজ আমেরিকার

ব্রিটেনের পর সোমবার নিউজিল্যান্ডের সঙ্গেও একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষর করল ভারত। অস্ট্রেলিয়ার পড়শি দেশটির সংসদে এই চুক্তি অনুমোদিত হলেই চলত বছরে শেষের দিকে কার্যকর হতে পবারে ঐতিহাসিক চুক্তিটি। এদিন দিল্লির ভারত মন্ডপমে নিউজিল্যান্ডের পক্ষে সে দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টোড ম্যাকলে এবং ভারতের পক্ষে বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। মনে করা হচ্ছে, এই চুক্তির ফলে আগামী পাঁচ বছরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ হয়ে ৫ বিলিয়ান ডলারে পৌঁছবে। এদিকে একে একে ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে দিল্লি বাণিজ্য চুক্তি করায় অস্বস্তি বাড়ছে ওয়াশিংটনের। এদিন স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি নিউজিল্যান্ডের পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্য কমিটি পর্যালোচনা করবে। সে দেশের জাতীয় স্বার্থ বিশ্লেষণের পর (এর মধ্যে জনমত যাচাইও অন্তর্ভুক্ত), কমিটি সংসদে রিপোর্ট জমা দেবে। সব মিলিয়ে গোটা প্রক্রিয়াটিতে কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগবে বলেই মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে এই বাণিজ্য চুক্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যদিও মাঝপথে আলোচনা ভেস্তে যায়। গতবছর এই চুক্তি নিয়ে আবারও আলোচনা শুরু হয়। গত বছর ডিসেম্বর মাসে তা চূড়ান্ত হয়। অবশেষে সোমবার দুই দেশের মধ্যে সেই চুক্তি সাক্ষরিত হল।রবিবার নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্টে তিনি বলেন, একটি প্রজন্মের এমন চুক্তি একবারই হয়। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে ভারতের উত্থানে নিউজিল্যান্ডের রপ্তানিকারীরাও বড় সুযোগ পাবেন। ১৪০ কোটি মানুষের বাজারে তঅভূতপূর্ব প্রবেশাধিকারদ মিলবে। কেউ কেউ ঠিক এখানেই প্রশ্ন তুলছেন; একদিকে যেমন মুক্তি বাণিজ্য চুক্তির সুফল পাবেন ভারতের ব্যবসায়ীরা, অন্যদিকে তেমনই এদেশের বাজারে ব্যবসায় নামবে নিউজিল্যান্ডের শক্তিশালী সংস্থাগুলি। এর ফলে দেশের বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়বে বৈ কমবে না। জানা গিয়েছে, নতুন চুক্তির বলে নিউজিল্যান্ড ভারতীয় বাজারে ৫৪ শতাংশেরও বেশি পণ্য, যার মধ্যে রয়েছে উল, কয়লা, কাঠের জিনিস এবং সামুদ্রিক খাবার কোনও শুল্ক ছাড়াই রপ্তানি করতে পারবে। আরও পড়ুনপ্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বস্ত্র, চামড়া, প্লাস্টিকের মতো পণ্যের ক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডে রপ্তানিতে কোনও শুল্ক (কর) লাগবে না। অতীতে নিউজিল্যান্ড ভারতীয় পণ্যের উপরে গড়ে ২ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করত। মনে করা হচ্ছে মুক্তি বাণিজ্যের সুফল পাবেন দেশের তরুণ প্রজন্ম। কারণ নিউজিল্যান্ড একটি নতুন কর্মসংস্থান ভিসা ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। যা ৫ হাজার ভারতীয় চাকরিজীবীকে নিউজল্যান্ডে তিন বছরের জন্য কাজ করার সুযোগ দেবে। পেশা ক্ষেত্রে বড় সুযোগ আসতে চলেছে তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, আর্থিক পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে যাঁরা জড়িতদের জন্যেও। এছাড়াও ব্যায়ামের প্রশিক্ষক, শেফ এবং সঙ্গীত শিক্ষকদের মতো পেশার ক্ষেত্রে বিদেশে দক্ষতা প্রদর্শনের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। ভারতীয় বাজারের জন্য আরও একটি ভালো খবর বিনিয়োগ আসবে। আগামী ১৫ বছরে ভারতে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে নিউজিল্যান্ডের তরফে। তবে কৃষক ও উৎপাদকদের বিদেশি প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাতেও উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর জন্য বাণিজ্য চুক্তি থেকে দুধ, চিনি এবং নির্দিষ্ট কিছু ধাতুর মতো পণ্যগুলিকে বাদ রাখা হয়েছে।

পাকভূমে ফের নিকেশ ভারতশত্রু

পাকিস্তানের মাটিতে ফের নিকেশ ভারতশত্রু। অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজের হামলায় মৃত্যু হল হাফিজ সইদের ঘনিষ্ঠ শীর্ষ লস্কর জঙ্গি শেখ ইউসুফ আফ্রিদি। জানা যাচ্ছে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে এই হামলা চলে। আফ্রিদিকে গুলিতে ঝাঁজরা করে এলাকা থেকে চম্পট দেয় আততায়ী। কে বা কারা এই হামলা চালিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারীর কোনও সন্ধান পায়নি পাক পুলিশ। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, শেখ ইউসুফ আফ্রিদি লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার। লস্কর প্রধান হাফিজ সইদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তার সহযোগী। জানা যায়, খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে লস্করের সংগঠনের প্রধান ছিল আফ্রিদি। মূলত এখান থেকে মুজাহিদদের (আত্মঘাতী জঙ্গি) প্রশিক্ষণ দিয়ে কাশ্মীর-সহ অন্যান্য জায়গায় পাঠানোর দায়িত্ব ছিল এর উপরেই। বহুবার হাফিজ সইদের সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা এই আফ্রিদিকে। তার মৃত্যু ভারতের জন্য যে বিরাট স্বস্তি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।পাক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কে বা কারা এই হামলা চালিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। হামলাকারীদের সন্ধান চলছে। এখনও পর্যন্ত হামলার দায় স্বীকার করেনি কোনও সংগঠন। উল্লেখ্য সাম্প্রতিক সময়ে পাকভূমে অজ্ঞাত বন্দুকবাজের হামলায় মৃত্যু হয়েছে একাধিক ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসীর। আড়ালে থাকা এই হামলাকারীদের হিরো হিসেবে গণ্য করছে ভারতে জনগণ। সম্প্রতি ‘ধুরন্ধর’ সিনেমা প্রকাশ্যে আসার পর মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন ‘র’ (টুঙ্চ)-এর এজেন্টরা পাকিস্তানের মাটিতে বসে ভারতের স্বার্থে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

‘৪ মে-র পর বিজেপির শপথে আসবই’

শেষবেলার প্রচারে কথা দিলেন ‘প্রবল আত্মবিশ্বাসী’ মোদি

ছাব্বিশের বঙ্গভোটে প্রচার প্রায় শেষ। আর এই শেষবেলায় সব রাজনৈতিক দলেরই প্রচারের সুর একেবারে সপ্তমে। সোমবার সকাল সকাল বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের সাত বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের হয়ে শেষ জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সিপাই বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত জায়গায় দাঁড়িয়ে মঙ্গল পাণ্ডে আবেগে শান দিলেন। দ্বিতীয় দফা ভোটে দলীয় কর্মী, সমর্থকদের মনোবল আরও চাঙ্গা করলে মোদি বললেন, ‘‘বাংলার মেজাজ বলছে, এবার পদ্ম ফুটছেই। অঙ্গ, কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গে পদ্ম ফোটার পালা। নিশ্চিন্তে থাকুন, ৪ মে-র পর বিজেপি সরকারের শপথে আমি আসবই।

কথা দিয়ে গেলাম।দআগামী ২৯ তারিখ, বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় তথা শেষদফার ভোট। ১৪২ আসনে ভোটগ্রহণ হবে। তার আগে সোমবার বিকেলেই শেষ হয়ে যাবে প্রচার। তার আগে এদিন সকাল সকাল জগদ্দলের জিলিপি ময়দানের মেগা জনসভা থেকে রীতিমতো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তাঁর কথায়, ‘‘বাংলায় এবার অন্যরকম হাওয়া। এতদিন ধরে এত গরমে প্রচার করছি, এত ভিড়, তবু কোনও ক্লান্তি নেই। কেন জানেন? এখানকার মানুষের এত স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া। সবার মনোভাব বলে দিচ্ছে, এবার বাংলায় পরিবর্তন হচ্ছেই, বিজেপি সরকার তৈরি হচ্ছেই। এত রোড শো করছি, আমার কাছে এটা তীর্থযাত্রার মতো পবিত্র।দএদিন বারাকপুর, ভাটপাড়া, নোয়াপাড়া, জগদ্দল, নৈহাটি-সহ একাধিক প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন মোদির সভায়। প্রধানমন্ত্রীর হাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গল পাণ্ডে এবং নৈহাটির বড়মার ছবি তুলে দেন তাঁরা। তাতে আরও আপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে একেকটি ইস্যু ধরে তৃণমূল সরকারকে যত না আক্রমণ করেছেন তিনি, তার চেয়ে বেশি বিজেপির ক্ষমতায় আসা নিয়ে আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ল তাঁর কথায়। বললেন, ‘‘বাংলার মানুষ মুক্তি চায় এই দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকার থেকে। এবার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হবেন। ডবল ইঞ্জিন সরকার হবে। সিএম-পিএম মিলে উন্নয়নের কাজ হবে। আমি পাঁচ প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে রোজগার মেলায় যুবকদের নিয়োগপত্র সরকারি শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ, সপ্তম পে কমিশনের আওতায় সরকারি কর্মীরা কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় মেক ইন ইন্ডিয়া হাব, গ্রামীণ এলাকায় বছরে ১২৫ দিনের কাজ, গুন্ডাদের বেছে বেছে শাস্তি দেওয়া হবে।

‘সুপ্রিম’ নির্দেশে তৎপর পুলিশ

দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে ‘ট্রাবল মঙ্গার’দের গ্রেপ্তারি ছাড়াল দেড় হাজার

প্রথম দফা কেটেছে নির্বিঘ্নে। দ্বিতীয় দফা ভোটের প্রাক্কালে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া পদক্ষেপ নিল পুলিশ প্রশাসন।

জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত ৩৬ ঘণ্টায় জোরদার অপারেশন ও নাকা তল্লাশি চালিয়ে মোট ১০৯৫ জন ‘ট্রাবল মঙ্গার’ বা ‘দাগি’ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, মোট গ্রেপ্তারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৪৩। জেলা ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে পূর্ব বর্ধমানে। সেখানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৪৭৯ জনকে। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানেই উত্তর ২৪ পরগনা, যেখানে পুলিশের জালে ৩১৯ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২৪৬ জনকে। এছাড়া কলকাতা উত্তরে ১০৯ জন, হুগলিতে ৪৯ জন, নদিয়ায় ৩২ জন এবং হাওড়ায় ৩২ জনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

যদিও এসব গ্রেপ্তারি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব কুমার। তাঁর অভিযোগ, কোথাও কোথাও শুধুমাত্র পুলিশ পর্যবেক্ষকদের কথা শুনেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা নির্বাচনী বিধিভঙ্গ।নির্বাচন কমিশনের দেওয়া গ্রেপ্তারির তালিকায় রয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলরও। পূর্ব বর্ধমানের কাউন্সিলর নারু ভগতও গ্রেপ্তার হয়েছে। এনিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। কোন অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার ধরা হয়েছে, সে বিষয়ে প্রশাসনের তরফে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য অশান্তি রুখতে রাজ্য জুড়ে এই অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। পুলিশ কর্তাদের বক্তব্য, ভোটারদের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ।অন্যদিকে, আগেই তৃণমূল অভিযোগ তুলেছিল, কর্মী-সমর্থকদের ‘দাগি’ তকমা দিয়ে ভোটের মুখে গারদে ভরার পরিকল্পনা করছে কমিশন ও পুলিশ। এনিয়ে হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়েছে। এবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব কুমারের অভিযোগ, পাঁচশোর বেশি গ্রেপ্তারি হয়েছে শুধুমাত্র পুলিশ পর্যবেক্ষকদের মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে। প্রাক্তন পুলিশকর্তা হিসেবে রাজীব কুমারের মত, ভোটের সময় এই গ্রেপ্তারি অনেক বেশি নিয়ম মেনে হওয়া উচিত।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 28-04-2026 02:58 Page 13

রিভিউ কমিটিতে শাস্তি কমতে চলেছে মিগুয়েলের

ব্রাজিলিয়ান তারকাকে ছাড়াই গোয়াতে ইস্টবেঙ্গল

সরকারিভাবে আবেদন হয়তো করা হয়নি। কিন্তু মিগুয়েলের শাস্তি কমানোর জন্য রিভিউ কমিটিতে একটা আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনে। নির্বাচনী আবহে নিরাপত্তার সমস্যায় ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচটি মঙ্গলবার কলকাতার বদলে গোয়াতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত ম্যাচের একদিন আগে খেলতে যায় ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু এদিন মিগুয়েলকে ছাড়াই পুরো দল নিয়ে গোয়া চলে গেলেন লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজো। যদি কোনও কারণে শেষ পর্যন্ত মিগুয়েলের উপর থেকে সাসপেনশন উঠে যায়, তাহলে ম্যাচের আগেই তড়িঘড়ি করে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডারকে গোয়া পাঠিয়ে দেবে লাল-হলুদ কর্তৃপক্ষ। সেক্ষেত্রে যদি দুটো ম্যাচের বদলে একটা ম্যাচের উপর থেকে সাসপেনশন উঠে যায় তাহলে ওড়িশা ম্যাচ খেলতে না পারলেও অন্তত মুম্বই বিরুদ্ধে মিগুয়েল যাতে মাঠে নামতে পারেন, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল।এমনিতে নিয়ম হচ্ছে, সাধারণত তিনটে ম্যাচে নির্বাসিত হলে কোনও ক্লাব সেই সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে অ্যাপিল করতে পারে ফেডারেশনে। কিন্তু মিগুয়েলকে নির্বাসিত করা হয়েছে মাত্র দুটি ম্যাচে। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে জরিমানা করা হয়েছে ৪০ হাজার টাকা। এখন মিগুয়েলের শাস্তির বিরুদ্ধে সরকারিভাবে অ্যাপিল করলে তা অনেকটাই সময় সাপেক্ষ। এদিকে ঘাড়ে ঘাড়ে ম্যাচ রয়েছে লাল-হলুদের। সেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে ওড়িশা খুব একটা শক্তিশালী না হলেও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে মিগুয়েলকে বাইরে রেখে খেলতে নামা রীতিমতো সমস্যার হতে পারে অস্কারের কাছে। তাই চেষ্টা হচ্ছে, যদি ওড়িশা ম্যাচে মিগুয়েলকে নাও পাওয়া যায়, তাহলে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে যেন পাওয়া যায়। তার আগে ওড়িশা ম্যাচে পাওয়া গেলে যেনতেন প্রকারে ম্যাচের আগেই দলের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই মরশুমে বেশ কিছু ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানোর পরেও ফেডারেশনের রিভিউ কমিটি শেষ পর্যন্ত সেই শাস্তি তুলে নিয়েছে। ফলে যে মুহূর্তে বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচের নিরিখে দুটো ম্যাচে মিগুয়েলকে নির্বাসিত করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভে ফেটে পড়েন লাল-হলুদ সমর্থকরা। দাবি তোলা হয়, অন্য ক্লাবের ফুটবলারদের শাস্তি দিয়েও রিভিউ করে যদি তা তুলে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে মিগুয়েলের ক্ষেত্রে কেন তা হবে না? তাছাড়া এই মরশুমে সিঙ্গল লেগে মাত্র ১৩ টি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন ফুটবলাররা। সেখানে যদি নির্বাসনের জন্য ফুটবলারদের মাঠের বাইরে থাকতে হয়, তাহলে সমস্যায় পড়বে ক্লাবগুলি। সেই ভাবনা থেকেই ফেডারেশনের রিভিউ কমিটি শাস্তি হয়ে যাওয়ার পরেও শাস্তি কমিয়েছে অনেক ফুটবলারের।অ্যাপিল কমিটির বিষয়টি যেহেতু সময় সাপেক্ষ, তাই অ্যাপিলে না গিয়ে ইস্টবেঙ্গলের আইনজীবীরা মিগুয়েলের শাস্তি নিয়ে ফেডারেশনের রিভিউ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে, কেন মিগুয়েলকে দু'ম্যাচে নির্বাসন দিয়ে ঠিক করেনি ফেডারেশন। যতদূর জানা যাচ্ছে, ইস্টবেঙ্গলের আইনজীবীদের যুক্তিতে সম্মত হয়েছে ফেডারেশনের রিভিউ কমিটি। কিন্তু একবারে দুটো ম্যাচ থেকেই নির্বাসন তুলে নেওয়া হবে, এতটা হয়তো হবে না। সেক্ষেত্রে একটা ম্যাচে নির্বাচনের শাস্তি বজায় রাখলে অন্তত বলা যাবে, ফেডারেশন কিছুটা শাস্তি কমিয়েছে। তাই ওড়িশা ম্যাচ মিগুয়েলকে পাওয়া যাবে না ধরেই নিয়েই ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডারকে কলকাতায় রেখে গোয়া গিয়েছেন অস্কার ব্রুজো। তবে মুম্বই ম্যাচের আগে ওড়িশাকে হারাতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। ৮ ম্যাচ মাত্র ৬ পয়েন্ট পেলেও যদি হারানো না সম্ভব হয়, তাহলে কিন্তু মুম্বই ম্যাচের আগে মিগুয়েলকে পেয়েও চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য খুব একটা সুবিধা হবে না ইস্টবেঙ্গলের।

'ভুল' আউটের পর বড়সড় জরিমানা অঙ্গকৃষের

'ভুল' আউট হয়ে মেজাজ হারিয়েছিলেন। তার জেরে জরিমানা গুনতে হবে অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে। লখনউয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' আউট হন নাইট রাইডার্স তারকা। অনেকেরই মতে, তা অন্যায্য। আউট হওয়ার পর আম্পায়ারদের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন কেকেআরের 'স্টার বয়'। এবার আর্থিক জরিমানাও দিতে হবে। পাশাপাশি অঙ্গকৃষের নামে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও যুক্ত হয়েছে।আইপিএল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অঙ্গকৃষকে ২.২ ধারার লেভেল ১ পর্যায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সাধারণত, ম্যাচ চলাকালীন ক্রিকেট ও মাঠের কোনও সরঞ্জামের অপব্যবহার করলে এই ধারা প্রযুক্ত হয়। অঙ্গকৃষ নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর ম্যাচ ফি'র ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত করা হয়েছে। আউট হওয়ার পর দেখা যায়, মাঠ থেকে বেরনোর সময় ব্যাট দিয়ে বাউন্ডারি লাইনে আঘাত করেন। পরে বিরক্ত হয়ে হেলমেট ছুড়ে মারেন।ঠিক কী হয়েছিল? ম্যাচের পঞ্চম ওভারের ঘটনা। প্রিন্স যাদবের মিডল ও অফ স্টাম্পে ব্যাক অফ লেংথ বল মিড অনে ঠেলে রান নিতে ছুটেছিলেন তিনি। অর্ধেক পথ পেরিয়েও এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গী রাজি ক্যামেরন গ্রিন রাজি ছিলেন না। দ্রুত ঘুরে ক্রিজে ফেরার চেষ্টা করতে গিয়ে ডাইভ দেন রঘুবংশী। সেই সময়ই মহম্মদ শামির থ্রো এসে লাগে তাঁর গায়ে। প্রথমে এলএসজি শিবির থেকে হালকা আবেদন উঠলেও বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না। রিয়েল টাইমে মনে হয়েছিল, ব্যাটার লাইনে ফেরারই চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্তের জন্য তৃতীয় আম্পায়ারের শরণাপন্ন হন মাঠের আম্পায়াররা। রিপ্লে খতিয়ে দেখে তৃতীয় আম্পায়াররা মনে করেন, রঘুবংশীর 'টার্নিং রেডিয়াস' স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা বেশি ছিল। অর্থাৎ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি ঘুরেছিলেন। তাছাড়াও বলের দিকেও তাকিয়েছিলেন। যা তাঁর দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। ডাইভ দেওয়ার সময় তিনি পিচের মাঝের অংশ চলে গিয়েছিলেন। সবদিক বিচার করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আউট দেওয়া হয়।

যা 'অবস্ট্রাটিং দ্য ফিল্ড'। অর্থাৎ ফিল্ডিংয়ে বাধা দেওয়ার 'অপরাধে' আউট তিনি। এমন সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট ছিলেন রঘুবংশী। প্রাক্তন ক্রিকেটার, সাধারণ দর্শক, ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত এই আউটের সিদ্ধান্তকে 'ভুল' বলছেন।

জেতার পরই বাঁশি হাতে পোজ দিয়ে চেন্নাইকে খোঁচা

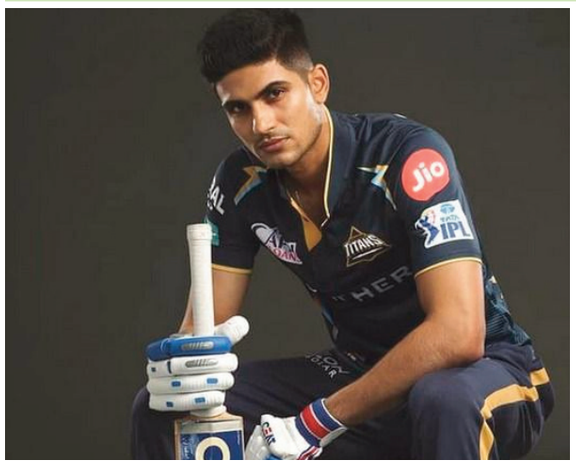

টানা দু'টি হারের পর বেশ কিছুটা বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল গুজরাট টাইটান্স। তবে চেন্নাই সুপার কিংসকে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরেছে শুভমান গিলের দল। আর ম্যাচ জিতেই বাঁশি হাতে পোজ দিয়ে চেন্নাই সমর্থকদের 'খোঁচা' দিয়েছেন গুজরাট অধিনায়ক। মুখে কিছু না বললেও নেটপাড়ায় এখন রীতিমতো চর্চা গিলকে নিয়ে। তবে তাঁর 'আচরণে' চটে লাল ইয়েলো আর্মি।১৫৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে 'ধীরে চলো' নীতি নিয়েছিলেন গুজরাটের দুই ওপেনার শুভমান গিল এবং সাই সুদর্শন। পাওয়ার প্লে-র পরের ওভারে নূর আহমেদের বলে ফেরেন শুভমান গিল। তাঁর সংগ্রহ ২৩ বলে ৩৩। তারপর এমন একটা সময় সাই সুদর্শনের উইকেট পড়ল, গুজরাটের জয়ের জন্য তখন দরকার মাত্র ৪ রান।

প্রথম দিকে পিচের চরিত্র বুঝে খুনে মেজেজে অবতীর্ণ হলেন সাই। ৪৬ বলে ৮৭ রানের 'সুদর্শন' ইনিংসই টানা দু'ম্যাচ হারের পর জয়ের সরণিতে ফেরায় গুজরাট টাইটান্সকে। সিএসকে'কে ৮ উইকেটে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলে পাঁচে পৌঁছায় শুভমানের দল।চেন্নাইকে হারিয়ে বিমানে ফেরার পথে ইনস্টাগ্রামে নিজের একটা ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন গুজরাট অধিনায়ক। দেখা গিয়েছে, বিমানের আসনে বসা গিলের হাতে একটি হলুদ হুইসেল। ছবিটির ক্যাপশনে লেখেন, 'নন্দ্রি চেন্নাই' (ধন্যবাদ, চেন্নাই)। সেখান থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। ক্রিকেটপ্রেমীরা এই বাঁশিটিকে চেনেন। চেন্নাইয়ে খেলা থাকলে গোটা গ্যালারিতে হলুদ জার্সি পরে এই বাঁশি বাজিয়ে দলকে উদ্বুদ্ধ করেন সিএসকে সমর্থকরা।আইপিএলে সিএসকে'র থিম সং 'হুইসেল পোডু'। এর বাংলা করলে দাঁড়ায় বাঁশি বাজাও। দলকে গ্যালারি থেকে চাগিয়ে তুলতে এই গান বাজে। সঙ্গে হুইসেল বাজিয়ে সমর্থকরা সিএসকে'কে উজ্জীবিত করেন। যদিও রবিবাসরীয় দুপুরে গুজরাটের সামনে সেই হুইসেল বাজেনি।

যদিও খেলার পর ওই হলুদ বাঁশি নিয়ে ছবি তুলে নেটপাড়ায় সমালোচিতও হতে হয়েছে শুভমানকে।

কেউ লিখেছেন, 'ক্যাপ্টেন হিসাবে একেবারেই শিশুসুলভ আচরণ করেছেন গিল।' কারওর কথায়, 'সমর্থকরা দলে দ্বাদশ ব্যক্তি। তাঁদের ভাবাবেগে কখনওই আঘাত করা উচিত নয়।'

শামি পুরস্কার পেতেই চটে লাল নাইটভক্তরা

ম্যাচ হেরে আম্পায়ারকে দুষলেন লখনউ সমর্থকরাও

অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে 'লক্ষ্য' করে বল ছোড়া, শেষ বলে ছক্কা মেরে ম্যাচ টাই করানো। লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্যাচ হারলেও 'নায়ক' মহম্মদ শামি। এলএসজি শিবিরে বুদ্ধিমত্তার জন্য বিশেষ পুরস্কারও পেলেন বাংলার পেসার। আর তাতেই বেজায় চটেছেন নাইট রাইডার্সের সমর্থকরা। আবার পালটা আম্পায়ারের 'ভুল' তুলে ধরে লখনউ-ভক্তদের দাবি, ম্যাচ টাই নয়, জেতা উচিত ছিল তাদের।প্রথমে ব্যাট করে কেকেআর তোলে ১৫৫ রান। কিন্তু অল্প রানের লক্ষ্য তুলতে হিমশিম খায় লখনউ।

শেষমেশ ঋষভ পন্থরাও ১৫৫ রানই তোলে। সুপার ওভারে ম্যাচ জিতে নেয় নাইটরা। সেসবের মধ্যে চর্চায় অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর রানআউট।

একটা বল রান নিতে চেষ্টা করেও ফিরে যাচ্ছিলেন তিনি।

কিন্তু শামির ছোড়া বল তাঁর গায়ে লাগে। আম্পায়ার 'অবস্ট্রাকটিং দ্য বল' আউট দেন। যা নিয়ে বিতর্ক লেগেই আছে। এদিকে ম্যাচের শেষ বলে লখনউয়ের দরকার ছিল ৭ রান। কার্তিক ত্যাগীর বল ছক্কা হাঁকিয়ে টাই করে দেন শামি।এই

দুইয়ের জেরে পুরস্কার পেলেন বাংলার পেসার। লখনউ শিবিরে তাঁকে 'চ্যাটজিপিটি আইকিউ অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হয়। যেহেতু তিনি 'বুদ্ধি' করে অঙ্গকৃষকে আউট করেছেন এবং শেষ ওভারে মাথা ঠান্ডা রেখেছেন, তাই এই পুরস্কার। কিন্তু এতে প্রবল চটেছেন নাইটভক্তরা। তাদের দাবি, অঙ্গকৃষের রানআউট আসলে 'প্রতারণা', 'চুরি'। সেটাকে কেন 'বুদ্ধিমত্তা'র পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে? তাদের বক্তব্য, এগুলো লখনউয়ের মানসিকতার পরিচয়।এদিকে লখনউ সমর্থকদের দাবি আবার অন্য। তাদের বক্তব্য, আম্পায়ারের ভুলে তাদের হারতে হয়েছে। কী ব্যাপার? ১২তম ওভারে নাইট পেসার কার্তিক ত্যাগীর বলে বাউন্ডারি মারেন পন্থ। আম্পায়ার যদিও চার দেন, কিন্তু টিভির গ্রাফিক্সে দেখা যায় সেটা ৬৩ মিটারের ছয়। তাতে এলএসজির সমর্থকরা বলছেন, ওটা যদি ছয় হয়, তাহলে তারা ২ রান বাড়তি পান। অর্থাৎ, ম্যাচ আর টাই হয়নি। তারা জিতে গিয়েছে।

খুদে ভক্তদের সেলফির আবদারে পালটা দাবি বৈভবের

একটা সেলফির দাম ১০০ টাকা। কে চাইছে? বৈভব সূর্যবংশী। খুদে সমর্থকরা তার কাছে আসতেই সেলফিপ্রতি ১০০ টাকা দর হেঁকে বসল ১৫ বছর বয়সি বিস্ময় প্রতিভা। কিছুটা বাধ্য হয়ে টাকা বের করে ফেলেছিল দুই খুদে ভক্ত। তারপর কী ঘটল? সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও দেখে হেসে লুটোপুটি নেটিজেনরা।বৈভবে মজেছে ক্রিকেট দুনিয়া। ৮ থেকে ৮০ সবাই তার ভক্ত। আর হবে নাই বা কেন? রাজস্থান রয়্যালসের খুদে তারকা মাঠে নামা বিশ্বের তাবড় বোলাররা আতঙ্কে থাকে। জশপ্রীত বুমরাহ থেকে জশ হ্যাজেলউড, সবারই প্রথম বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়েছে। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে প্যাট কামিন্সকেও ছেড়ে কথা বলেনি। তার ১০৩ রানের ইনিংস সাজানো ছিল পাঁচটা চার এবং এক ডজন ছক্কায়। স্ট্রাইক রেট পৌনে তিনশোর বেশি।ম্যাচের পর বৈভবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে তার থেকেও খুদে দুই ভক্ত। তাদের একটাই দাবি। বৈভবের সঙ্গে সেলফি তুলবে। আর এই সুযোগে মশকরা করতে ছাড়ল না বৈভবও। তারা যখন সেলফির আবদার জানাল, তখন বৈভব বলে, ৩টাকা দিতে হবে। দুই ভক্ত সেটা বিশ্বাসই করেনি। বৈভব ফের বলে, তসত্যি বলছি। এক-একটা ছবির জন্য ১০০ টাকা করে নেব। দেবে কি না বলো?দ একটু পরে দুই খুদে ২০০ টাকা নিয়ে আসে। অর্থাৎ একেকজনের জন্য ১০০ টাকা করে। এবার কাহিনি মে ট্যুইস্ট। খুদে ভক্তরা টাকা এগিয়ে দিতেই বৈভব হেসে ফেলে। তারপর বলে, তআরে ভাই মজা করছিলাম। ওদিকে দেখে া।দ তারপর দুই ভক্তর সঙ্গে হাতও মেলায় সে। অবশ্য বৈভবে মজে পাকিস্তান ক্রিকেট বিশেষজ্ঞও। নৌমান নিয়াজের কাছে বৈভব যেন 'মানুষ' নয়। যেন এক যন্ত্র নিজের কাজ করে যাচ্ছে। যেন ব্যাটে এআই দিয়ে তৈরি চিপ লাগিয়ে নামে

মাঠের লড়াই যখন ভোটের ময়দানে খেলার রূপকে সাজছে বাংলার নির্বাচন

বাংলার নির্বাচন আর খেলাধুলা-এই দুইয়ের মধ্যে যে এক অদ্ভুত নাড়ির টান রয়েছে, তা এবারের নির্বাচনী প্রচারে আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক বোরিয়া মজুমদারের মতে, রাজনীতির লড়াই এখন স্রেফ পাটিগণিত নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে টানটান উত্তেজনার এক টি-২০ ম্যাচ। শনিবার এক আলোচনা সভায় উঠে এল 'ডেথ ওভার' বা 'পাওয়ার প্লে'-র মতো শব্দবন্ধ। রাজনৈতিক দলগুলো এখন তাদের প্রচার কৌশল সাজাচ্ছে ঠিক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর ঢঙে।

যেখানে 'খেলা হবে' স্লোগানটি ইতিমধ্যে জনমানসে গেঁথে গিয়েছে, সেখানে উত্তর কলকাতার অলিগলিতে এখন দেওয়াল লিখনেও শোভা পাচ্ছে 'গেম, সেট, ম্যাচ' বা 'নকআউট পাঞ্চ'-এর মতো স্পোর্টিং টার্ম।

কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলনা করছেন লড়াকু বক্সারের সঙ্গে, যিনি শেষ রাউন্ডে মারণ হুক মারতে দক্ষ। আবার বিরোধীদের দাবি, প্রথম রাউন্ডেই কুপোকাত হয়েছে শাসক দল। তবে ভোটারদের একাংশের

বাংলার নির্বাচন আর খেলাধুলা-এই দুইয়ের মধ্যে যে এক অদ্ভুত নাড়ির টান রয়েছে, তা এবারের নির্বাচনী প্রচারে আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক বোরিয়া মজুমদারের মতে, রাজনীতির লড়াই এখন স্রেফ পাটিগণিত নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে টানটান উত্তেজনার এক টি-২০ ম্যাচ। শনিবার এক আলোচনা সভায় উঠে এল 'ডেথ ওভার' বা 'পাওয়ার প্লে'-র মতো শব্দবন্ধ।

মতে, এই নির্বাচন আসলে কোনো সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের খেলা নয়, বরং এটি একটি ম্যারাথন। কে শুরুতে জোরে দৌড়ল তার চেয়েও বড় কথা হলো, মে মাসের ৪ তারিখের ফিনিশিং লাইনে কার দম কতটা থাকছে। কয়েক কোটি দর্শক আর অগণিত ভোটারের নজর এখন সেই 'ফাইনাল' ম্যাচের দিকে। রাজনীতির এই 'স্পোর্টিং ড্রামা'য় শেষ হাসি কে হাসে, তা জানতে এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

টানা পাঁচ ম্যাচে হার, বিধ্বস্ত লখনউ শিবিরে এবার কি তবে যতি?

ঋষভের মুখে 'বিরতি'র আরজি

কেকেআরের কাছে সুপার ওভারে হারার পর লখনউ সুপার জায়ান্টসের অবস্থা এখন শোচনীয়। আট ম্যাচে মাত্র চারটি পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে ঋষভ পন্থের দল। এই মহাবিপদ থেকে বাঁচতে এখন ভাগ্যের চেয়েও বেশি 'বিশ্রাম' আর 'ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা'র ওপর জোর দিচ্ছেন অধিনায়ক। রবিবার রাতের সেই রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ১৫৬ রান তাড়া করতে নেমে এক সময় জয়ের পথেই ছিল লখনউ।

কিন্তু তাসের ঘরের মতো ব্যাটিং বিপর্যয় তাদের জয়ের স্বপ্ন ভেঙে দেয়। শেষ বলে মহম্মদ শামির ছক্কায় ম্যাচ সুপার ওভারে গড়ালেও শেষ রক্ষা হয়নি সুনীল নারিনের জাদুকরী বোলিংয়ে। ম্যাচ শেষে ঋষভ সাফ জানিয়েছেন, বাইরে সমাধান খোঁজার চেয়ে এখন আয়নার সামনে দাঁড়ানো বেশি জরুরি। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে নিজের পারফরম্যান্সের দায় নিতে হবে। টানা পাঁচ হারের ক্ষত নিয়ে আগামী ৪ মে পর্যন্ত

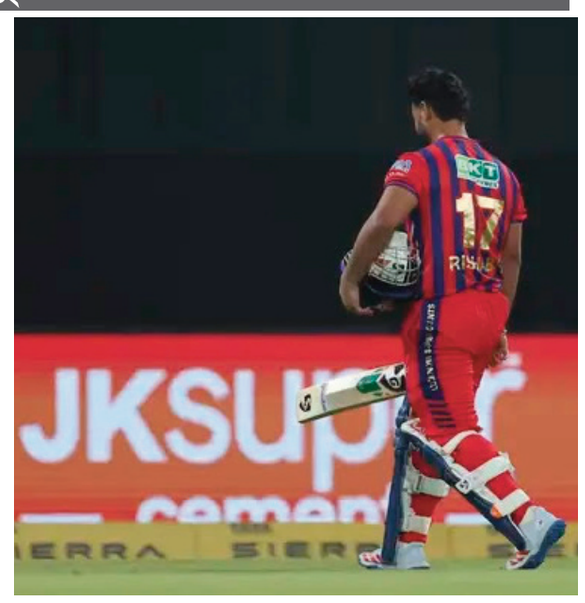

মাঠের বাইরে থাকছে লখনউ। এই সাত দিনের বিরতি কি পারবে লখনউয়ের ভাগ্য ফেরাতে? ঋষভের আশা, এই লম্বা ছুটি দলকে মানসিকভাবে তরতাজা করবে। তবে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু বিরতি নয়, লখনউকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে মাঠের পারফরম্যান্সেও বড়সড় পরিবর্তন আনতে হবে। নচেৎ আইপিএল ২০২৬-এর দৌড় থেকে তাদের বিদায় এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

আইএসএল-এর কনিষ্ঠতম কোচ হিসেবে নজর কাড়লেন আমোঘ আদিগে

ভারতীয় ফুটবলের যখন কঠিন সময় চলছে, ঠিক তখনই নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ডাগআউটে রচিত হলো এক নতুন ইতিহাস। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রধান কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে, দলের দায়িত্ব এসে পড়ে সহকারী কোচ আমোঘ আদিগের কাঁধে। মাত্র ২৫ বছর বয়সে আইএসএল-এর কোনো দলকে কোচিং করিয়ে কনিষ্ঠতম কোচের রেকর্ড নিজের নামে করলেন পুনের এই তরুণ। আমোঘের এই সফর কোনো রূপকথার চেয়ে কম নয়। এক সময় গোলরক্ষক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করলেও পিঠের চোটের কারণে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই গ্লাভস তুলে রাখতে বাধ্য হন তিনি। কিন্তু ফুটবলের মায়া ত্যাগ করতে না পেরে বেছে নেন কোচিংকে। ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে স্নাতক হওয়ার পাশাপাশি তিনি ভারতের কনিষ্ঠতম এএফসি 'এ' লাইসেন্সধারী। বর্তমানে তিনি উয়েফা 'এ' লাইসেন্সের অধিকারী এবং এএফসি প্রো-লাইসেন্স করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এর আগে আইএসএল-এর কনিষ্ঠতম কোচের রেকর্ড ছিল এসসি দিল্লির সহকারী কোচ নোয়েল জোসেফের (২৭ বছর) দখলে। আমোঘ সেই রেকর্ড ভেঙে এক নতুন নজির স্থাপন করলেন। নর্থ-ইস্টের বর্তমান অবস্থান পয়েন্ট টেবিলের দশম স্থানে হলেও, মালিক জন আব্রাহাম এবং প্রধান কোচ বেনালির পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এই তরুণের ওপর। আমোঘের মতে, স্রেফ ডিগ্রি নয়, বরং মাঠের অভিজ্ঞতা আর সঠিক মেন্টর পাওয়াই একজন কোচের আসল সাফল্য। তরুণ প্রজন্মের জন্য তিনি আজ এক অনুপ্রেরণার নাম।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 28-04-2026 02:58 Page 14

গল্পের ছলে শিক্ষা

শিশুর পড়ার তালিকায় যে বইগুলো থাকা জরুরি

শিশুরা গল্প শুনতে ভালোবাসে। কী বই পড়বে বা তাদের পড়ে শোনাতে হবেই, সে কথা একটু বলি। আমাদের অর্থাৎ, বাংলা শিশুসাহিত্য-এর দিকে তাকালে খুঁজে পাই অমূল্য রতন।শিশুদের জানতে হবে 'রামায়ণ, মহাভারতের গল্প'। যা ভারতের এপিক বা মহাকাব্য। রামায়ণে রাম, সীতা, লক্ষণ, রাবণ, সূর্পনখাকে বাদ দিলে অনেক অনেক ছোটো গল্প খুঁজে পাই এখানে। রাবণের পুষ্পক রথ ওদের জানতেই হবে। তবে হয়েতো আজকের রাজনীতিতে কোনো দেশের প্রধানকে উড়িয়ে নিয়ে আসাটি তারা বুঝে উঠবে।সব সময় পড়ার বই রামায়ণ, মহাভারত। ছোটোদের নিয়ে বেড়াতে যাবেন। তার ইতিহাস ছোটোদের বলে দেবেন। ধরা যাক, অজন্তা-ইলোরা। ওদের এর ইতিহাসটি গল্পের মাধ্যমে জানাবেন। ওদের পড়াবেন 'জাতকের গল্প'। ওদের কিনে দেবেন অবনীন্দ্রনাথের 'নালক'। বেনারসে এসে নদীর ঘাটে তার গল্প বলবেন। পথ চলে চলে ঘুরে বেড়াবেন। বেনারসের অলিগলি গুলি ঘুরে দেখাবেন। পারলে ফিরে এসে সত্যজিৎ রায়ের 'জয়বাবা ফেলুনাথ' সিনেমাটি দেখাবেন। ওদের সঙ্গে একটা ডাইরি পেন্সিল বা পেন রাখতে বলবেন। যেখানে যেখানে সে যাচ্ছে তার নাম লিখে রাখবে। বিশ্বনাথের মন্দির তো দেখাবেন, তার সঙ্গে দেখাতে ভুলবেন না অন্নপূর্ণার মন্দির। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় দেখাবেন ঘুরে ঘুরে। মনে হবে এক সাম্রাজ্য দেখছেন। বিশ্বনাথের মন্দিরের পাশে একটা মসজিদ আছে তা দেখাবেন। গল্পের মধ্যে তাদের জানাবেন কলকাতার ইতিহাস। পূর্ণেন্দু পত্রী-র কলকাতা নিয়ে ছোটোদের অনেক বই আছে, পারলে কিনে দেবেন। পারলে হাওড়া ব্রীজের তলায় ফুলবাজারটি দেখাবেন। সঙ্গে সঙ্গে বাজারের ইতিহাস গল্পের সাহায্য জানাবেন। ফুল প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ তা দিয়ে কীভাবে গহনা তৈরি হয় সেটিও বলবেন। নিজের বাড়িতে ফুলের গাছ থাকলে তা যত্ন নিতে শেখাবেন। পারলে বাড়ি এসে 'ফুল বলে ধন্য আমি মাটির পরে' রবীন্দ্রসংগীত শোনাবেন।

গান, ছড়া, কবিতা, গল্প শোনাতেই হবে ছোটোদের।উপেন্দ্র কিশোরের 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছোটোদের মহাভারত' পড়াবেন। আরও ছোটোদের 'ছবিতে রামায়ণ' আগে দেখাবেন পরে পড়ে শোনাবেন। বাড়িতে সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পড়ে শোনাবেন। বাচ্চাদের জটায়ু ও সম্পাতির গল্প, ইন্দ্রজিৎ-এর মেঘনাদ নামটি কেন হলো, সে যুদ্ধে কতটা পারদর্শী ছিল, সেতু নির্মাণে কাঠবিড়ালির ভূমিকা ছোটোদের জানতে হবে। হনুমান, বাঁদরের দল কীভাবে রামকে সাহায্য করল, তা তো জানতেই হবে। বাল্মীকি মুনির কাছে লব-কুশের বড়ো হওয়ার বিষয়টি ছোটোদের আনন্দ দেবে।আজকাল শিশু মন নিয়ে অনেক আলোচনা হয় কিন্তু ওরা কী চায়, সে সম্পর্কে খুব একটা জানি না বা চেষ্টা করি না। শিশুরা চায় অনাবিল আনন্দ। বাবা মায়ের সঙ্গে গল্প করা।ছোটোরা বীরের পূজারী। তাই যুদ্ধ, তির-ধনুক, গদার লড়াই পড়তে ওরা ভালোবাসে। মহাভারতের আঠারো দিনের যুদ্ধ ছোটোদের আনন্দ দেবে। তবে বিভূতিভূষণের 'অপু'-র মতো মনের বাচ্চাদের কিন্তু কষ্ট হবে কর্ণের চাকা মাটিতে আটকে গেলে। তখন ওকে, ওর মনকে বুঝতে চেষ্টা করবেন। এইভাবে ছোটোদের মনে জন্ম নেবে এমপ্যাথি । মহাভারতের কথা অমৃত সমান কিনা জানি না কিন্তু তার কথা ছোটো বয়স থেকে না জানলে বড়ো হয়ে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়। কৃষ্ণের রাজনীতি ছোটো বয়সে ছোটোরা বুঝবে না, তারা আনন্দ পাবে ভীমের বক-রাক্ষসকে মেরে ফেলার দৃশ্যের কথা শুনে। ভীষ্মের শরসজ্জা ওদেরকে বিস্মিত করবে। শিশুর বিস্ময় না থাকলে ও তো বড়ো হয়ে ভাবতে পারবে না। মহাভারতে দুর্যোধনের হিংসা, শুকুনির পাশার দান দেওয়া ছোটোদের মনকে নাড়া দেবে। বুঝতে শিখবে হিংসা করে কোনো ভালো ফল পাওয়া যায় না; আজকের শিশুদের যা শেখা উচিত।

মহাভারতে শেষ দৃশ্যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একটি কুকুর যাবে পথে। বলা হয় কুকুরটি ধর্ম ঠাকুর। এই ভাবে তারা সমব্যথী হয়ে পড়বে।আজকাল শিশু মন নিয়ে অনেক আলোচনা হয় কিন্তু ওরা কী চায়, সে সম্পর্কে খুব একটা জানি না বা চেষ্টা করি না। শিশুরা চায় অনাবিল আনন্দ। বাবা মায়ের সঙ্গে গল্প করা। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।